ইরানের সুপ্রিম কোর্টে দুই বিচারককে গুলি করে হত্যা

সারে-জমিন

নিউমার্কেট এলাকায় বেআইনি হকারদের বিরুদ্ধে অভিযান

রূপসী বাংলা

কবে কাটবে ওবিসি জট, আশায় আশায় দিন কাটছে

সম্পাদকীয়

মুঘল ভারতের এক রহস্যপুরুষ সারমাদ শহীদ

রবি-আসর

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবিবার
১৯ জানুয়ারি, ২০২৫
৪ মাঘ ১৪৩১
১৭ রজব ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

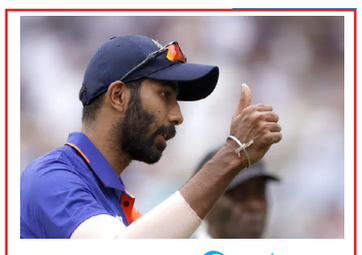

বুমরাকে নিয়েই ভারতের চ্যাম্পিয়নস ট্রফির দল ঘোষণা

খেলতে খেলতে

Vol.: 20 ■ Issue: 19 ■ Daily APONZONE ■ 19 January 2025 ■ Sunday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

সংবিধানকে অসম্মান নিয়ে আরএসএসকে কটাক্ষ রাহুলের

আপনজন ডেস্ক: লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি শনিবার পাটনায় দলীয় সমর্থকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেওয়ার সময় বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার এবং আরএসএসের সংবিধানকে "অসম্মান" করার জন্য সমালোচনা করেন। 'সংবিধান সুরক্ষা সম্মেলন'-এ বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাহুল জাতিগত জনগণনার প্রসঙ্গও উত্থাপন করে বলেন, কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে ৫০ শতাংশ সংরক্ষণের বাধা ভেঙে দেবে। রাহুল গান্ধি বলেন,আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত বিশ্বাস করেন, ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা পায়নি। কিছুদিন আগে ভাগবত বলেছিলেন, ১৯৪৭ সালের ১৫ অগাস্ট ভারত স্বাধীনতা পায়নি। ভাগবত যদি বলেন যে ভারত ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা পায়নি, তবে আরএসএস প্রধান দেশের সংবিধানকে প্রত্যাখ্যান করছেন, আম্বেদকর, ভগবান বুদ্ধ, মহাত্মা গান্ধীর আদর্শকে মুছে ফেলছেন।

আরজি কর কাণ্ডে দোষী সাব্যস্ত সঞ্জয় রায়, সাজা ঘোষণা সোমবার

আপনজন ডেস্ক: কলকাতার আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়কে 'দোষী' ঘোষণা করল আদালত।

অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক অনির্বাণ দাস জানিয়েছেন, শিয়ালদহ আদালত সোমবার তাঁর সাজা ঘোষণা করবে।

এই রায় ঘোষণাকে কেন্দ্র করে আদালতে যেকোনো ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে আজ সকাল থেকে কলকাতা পুলিশ শিয়ালদহ আদালত চত্বরের নিরাপত্তা জোরদার করে।

আদালতে ঢোকার সব পথ নিরাপত্তার ঘেরাটোপে আটকে দেওয়া হয়েছে। শনিবার কড়া নিরাপত্তার মধ্যে আর জি কর নারী চিকিৎসক ধর্ষণ-হত্যাকাণ্ডের রায় ঘোষণা করা হয়।

২০২৪ সালের নভেম্বরে ইন-ক্যামেরা ট্রায়াল শুরু হওয়ার প্রায় দুই মাস পরে এবং ৯ আগস্ট ২০২৪ তারিখে জঘন্য অপরাধ সংঘটিত হওয়ার ১৬২ দিন পরে এই রায় ঘোষণা করা হয়েছে।

ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৬৪ ধারা এবং আইনের ৬৬ ও ১০৩ (১) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে সঞ্জয় রায়কে।

১৬০ পাতার রায়ে ১৮ জানুয়ারি শিয়ালদহের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালত ভারতীয় ন্যায় সংহিতার বিভিন্ন ধারায় সঞ্জয় রায়কে দোষী সাব্যস্ত করে।

তিনি বলেন, পুলিশ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কিছু কর্মকাণ্ডের

সমালোচনা করেছি, যা প্রমাণে উঠে এসেছে। বিচারক অনির্বাণ দাস বলেন, "এইচওডি, এমএসভিপি এবং প্রিন্সিপালের কার্যকলাপ কিছু বিভ্রান্তি তৈরি করেছিল এবং এটি সমালোচিত হয়েছে।

ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১০৩(১) ধারায় সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে। রায় ঘোষণার সময় সঞ্জয়আদালতে দাবি করেন, তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে। বিচারক অবশ্য বলেছেন, সাজা ঘোষণার আগে সোমবার তিনি কথা বলার সুযোগ পাবেন।

উল্লেখ্য, প্রমাণ লোপাটের আশঙ্কায় কলকাতা পুলিশের হাত থেকে তদন্তভার নিয়েছিল সিবিআই। হাসপাতালের সেমিনার হলে সঞ্জয় রায়ের মৃতদেহ উদ্ধারের একদিন পর তাকে প্রথমে গ্রেফতার করে কলকাতা পুলিশ। সিবিআই দায়িত্ব নেওয়ার পর তাকে তুলে দেয় তারা। তার বিচার ক্যামেরার ভিতরে এবং বন্ধ দরজার পিছনে পরিচালিত হয়েছিল এবং কমপক্ষে ৫০ জন সাক্ষীর বক্তব্য রেকর্ড করা হয়েছিল।

সঞ্জয় রায় ছাড়াও মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল সন্দীপ ঘোষ এবং স্থানীয় থানার প্রাক্তন অফিসার অভিজিৎ মণ্ডলকেও প্রমাণ লোপাটের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়।

পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে সিবিআই অভিযোগ গঠন না করায় দু'জনেই 'ডিফল্ট জামিন' পান।

চিকিৎসকের বাবা-মা দোষী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য বিচারককে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং বলেছেন যে আদালত তাদের উপর যে আস্থা রেখেছিল তার প্রতি সম্মান জানিয়েছে।

এই দোষী সাব্যস্ত করার ঘোষণা করার পর শনিবার দুপুরে কলকাতার শিয়ালদহ আদালতের ২১০ নম্বর আদালত কক্ষে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিন জন।

প্রথম দু'জন হলেন আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ৩১ বছর বয়সী স্নাতকোত্তর প্রশিক্ষণার্থীর বাবা-মা, যাকে ৮ ও ৯ আগস্টের মধ্যবর্তী রাতে নৃশংসভাবে ধর্ষণ ও হত্যা করা হয়েছিল।

তৃতীয়জন হলেন এই মামলার একমাত্র অভিযুক্ত ছিলেন কলকাতা পুলিশের সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়, যাকে ধর্ষণ ও হত্যার একদিন পর কলকাতা পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল।

রায় ঘোষণার পর পুলিশ কড়া নজরদারির মধ্যে সঞ্জয় রায়কে আদালত কক্ষ থেকে প্রেসিডেন্সি কারেকশনাল হোমে নিয়ে যায়, যাতে অপেক্ষমাণ সংবাদমাধ্যম আসামির সঙ্গে কোনও ধরনের কথা বলার চেষ্টা করতে না পারে।

এদিকে, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেস শনিবার আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ডাক্তারকে ধর্ষণ ও হত্যার জন্য সঞ্জয় রায়ের দোষী সাব্যস্ত করাকে স্বাগত জানিয়েছে এবং বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য "মৃত্যুদণ্ড" দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। তৃণমূলের বর্ষীয়ান সাংসদ সৌগত রায় বলেন, "এই রায়ের পর সঞ্জয়ের কঠোরতম শাস্তি হওয়া উচিত।

তৃণমূলের প্রবীণ নেতা কুণাল ঘোষ এই তদন্তের নিন্দা করে দাবি করেছেন, কায়েমি রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এই তদন্ত করা হয়েছে।

তিনি বলেন, "আমরা বারবার বলেছি যে আর জি করের ঘটনা ভয়ঙ্কর এবং নিন্দনীয়। মুখ্যমন্ত্রী নিজে কড়া ভাষায় এর নিন্দা করেছেন এবং দোষীর মৃত্যুদণ্ডের দাবি জানিয়েছেন।

আমি নির্দোষ, আমাকে ফাঁসানো হচ্ছে, দাবি সঞ্জয়ের

আপনজন ডেস্ক: শিয়ালদা আদালতে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর স্যার স্যার বলে চিৎকার করতে থাকেন সঞ্জয়। হাতজোড় করে বিচারকের দিকে তাকিয়ে আরজি কর কাণ্ডে দোষী সাব্যস্ত হওয়া সঞ্জয় রায় বলেন, আমি গরিব আমি এই কাজ করিনি যারা করেছে তাদের কেন ছাড়া হচ্ছে? আমার গলায় রুদ্রাক্ষের মালা আছে। আমি যদি সত্যিই ওখানে কিছু করতাম তাহলে আমার মালা তো ছিঁড়ে যেত। আমাকে পুরো ফাঁসানো হচ্ছে। আদালতের ভেতর শনিবার দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর এভাবেই বিচারকের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করতে থাকেন সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়। বিচারক জানান সোমবার তার শাস্তি ঘোষণা হবে। সেদিন শাস্তি ঘোষণার আগে সঞ্জয়ের কথা শুনবেন। তারপর শাস্তি ঘোষণা করবেন। তবে শাস্তি তাকে পেতেই হবে। কারন সিপিআই এবং সাক্ষীদের বয়ানের ভিত্তিতে বিচারক মনে করছেন সঞ্জয় দোষী। তাই তাকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন তিনি। কিন্তু বিচারকের রায় শোনার পরে ই হাতজোড় করে চিৎকার করতে শুরু করেন সঞ্জয়। এক প্রকার তাকে আদালত থেকে জোর করে বের করে নিয়ে যাওয়া হয় ।

এক নজরে আরজি কর কাণ্ড

■ **৯ আগস্ট, ২০২৪**
রাত ২টো: আরজি করের নির্যাতিতাকে সেমিনার রুমে ঢুকতে দেখা যায় যেখানে তিনি ধর্ষণ ও খুনের শিকার হন।
সকাল ৯.৩০: চিকিৎসকের দুই সহকর্মী জানান, তারা তাকে অর্ধনগ্ন অবস্থায় তোষকের উপর অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন।
সকাল ১০.৫৩: হাসপাতালের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেনডেন্ট নির্যাতিতার বাবা-মাকে ফোনে জানান যে তাদের মেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে বাবা-মাকে বলা হয়, তাদের মেয়ে আত্মহত্যা করেছে।
দুপুর ১২টা: আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মা হাসপাতালে পৌঁছন এবং তাঁদের মেয়েকে দেখার অনুমতি দেওয়ার আগে বক্ষব্যাধি বিভাগের প্রধানের ঘরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়।
বিকেল চারটে: তদন্তের জন্য একজন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে তলব করা হয়।
সন্ধে ৬.১০: ময়নাতদন্ত হয়।
রাত ৮.৩০: দেহ দাহ করা হয়।
রাত ১১.৪৫: তালা থানায় এফআইআর দায়ের করেন নির্যাতিতার বাবা।

■ **১০ আগস্ট, ২০২৪**
সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে কলকাতা পুলিশ গ্রেফতার করে। জুনিয়র ডাক্তাররা কর্মবিরতিতে যান।

■ **১২ আগস্ট, ২০২৪**
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্যাতিতার বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করে প্রতিশ্রুতি দেন, পুলিশ সাত দিনের মধ্যে মামলার সমাধান করতে না পারলে সিবিআই তদন্ত হবে। আরজি করের অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ইস্তফা দিয়ে তাকে অন্য হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

■ **১৩ আগস্ট, ২০২৪**
প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের নেতৃত্বাধীন কলকাতা হাইকোর্ট সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয় এবং ডা. সন্দীপ ঘোষকে ছুটিতে যাওয়ার নির্দেশ দেয়।

■ **১৬ আগস্ট, ২০২৪**
আরজি করের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল সন্দীপ ঘোষকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই।

■ **১৮ আগস্ট, ২০২৪**
মামলাটি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে গ্রহণ করে সুপ্রিম কোর্ট।

■ **১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪**
আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে দেখা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

■ **২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪**
জুনিয়র ডাক্তাররা কর্মবিরতি আন্দোলন প্রত্যাহার করেন।

■ **৭ অক্টোবর, ২০২৪**
সঞ্জয় রায়ের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করে সিবিআই।

■ **২১ অক্টোবর, ২০২৪**
নবান্নে জুনিয়র ডাক্তারদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক মুখ্যমন্ত্রীর।

■ **৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪**
আন্দোলন তুলে নিলেন জুনিয়র ডাক্তাররা।

■ **৯ জানুয়ারি, ২০২৫**
শিয়ালদহ আদালতে মামলার শুনানি শেষ হয় সিবিআইয়ের।

■ **১৮ জানুয়ারি, ২০২৫**
সঞ্জয় রায়কে দোষী সাব্যস্ত করে শিয়ালদহ আদালত।

(সংকলন: আপনজন ডেস্ক)

আশ শিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং

❑ জগন্নাথপুর ❑ সহরার হাট ❑ ফলতা ❑ দঃ ২৪ পরগণা পিন- ৭৪৩৫০৪

মেয়েদের সুরক্ষা আমাদের কাছে অগ্রগণ্য।
এবং একই ক্যাম্পাসে হাসপাতাল ও নার্সিং স্কুল

আর ভিন রাজ্যে নয়!
মেয়েদের নার্সিং স্কুল
এখন
ফলতার সহরারহাটে

২০২৪-২৫ বর্ষে
GNM
কোর্সে
ভর্তি চলছে

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০ বেড সমৃদ্ধ নিজস্ব হাসপাতালে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- জেলায় প্রথম একই ক্যাম্পাসে হাসপাতাল ও নার্সিং স্কুল।
- উন্নত পরিকাঠামোযুক্ত সুপরিসর ভবন।

অন্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেক কম কোর্স ফিজ - 2.5 লাখ

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের ব্যবস্থা আছে

সায়েন্স / আর্টস / কমার্স---
যেকোন স্ট্রিমে HS-এ
40% নম্বর পেলেই ভর্তি হতে পারবেন

যোগাযোগ
6295 122 937
9732 589 556
www.ashsheefahospital.com

ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর), MBBS, MD, Dip Card

প্রথম নজর

লকার ভেঙে চুরি সোনার গয়না সহ লক্ষাধিক টাকা

মোহাম্মদ সানাউল্লা ● লোহাপুর

আপনজন: দিনের বেলায় বাড়ি থেকে দুঃসাহসিক চুরি সোনার গয়না সহ লক্ষাধিক টাকা। যাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়লো এলাকা জুড়ে। শনিবার সকাল ১০ টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে নলহাটি ২ নম্বর ব্লকের কুমারসান্ডা গ্রামে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে ওই সময় বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে পাচিল টপকে ঘরের লকার ভেঙে তিন লক্ষ টাকা এবং ২ ভরি সোনার গয়না নিয়ে চম্পট দেয় অজ্ঞাত দুষ্কৃতীরা। পরিবারের অন্যতম সদস্য আমিনুল শেখ জানান তিনি প্রতিবেশী রামপুর গ্রামে স্টেট ব্যাংকের শাখা চালান। এদিন তিনি শাখা ব্যাংকে না গিয়ে বাড়িতে ওই টাকা রেখে বাইরে অন্য কাজে ছিলেন। সেই সময় বাড়িতে কেউ ছিলেন না। সেই সুযোগে বাড়ির পাঁচিল টোপকে দুষ্কৃতীরা টাকা ও সোনার গয়না নিয়ে চম্পট দেয়। দিন দিন শহর থেকে গ্রামে চুরি বেড়ে যাওয়ায়

নেশাগ্রস্ত টোটো চালকের অ্যাম্বুলেন্স গাড়িকে ধাক্কা

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন:গতকাল রাত্রে সিয়ান মহকুমা হাসপাতালে কর্তব্যরত অবস্থায় অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভার গাড়ির ভেতরে বসেছিলেন হঠাৎ করে নেশাগ্রস্ত এক টোটো চালক এসে ওই অ্যাম্বুলেন্সটাকে ধাক্কা মারে। এরপর যখন অ্যাম্বুলেন্সে ড্রাইভার গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে প্রশ্ন করে কেন ধাক্কা মারলে তখন সেই নেশাগ্রস্ত টোটো চালক বলে বেশ করেছি। কর্তব্যরত এম্বুলেন্স ড্রাইভার রাতেই সিয়ান হসপিটালে পুলিশ ক্যাম্পে জানায় কিন্তু কোন ফল হয়নি। তাই আজ সকাল ১১ টা নাগাদ শান্তিনিকেতন থানার এসে সিয়ান হসপিটালে সমস্ত অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভাররা একটি স্মারকলিপি জমা দেয় থানায়। তাদের দাবি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় যে টোটো চালক ছিল তাকে অবিলম্বে শাস্তি দিতে হবে। না হলে অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভাররা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে বলে জানান।

মালদায় মুখ্যমন্ত্রীর সফর উপলক্ষে জোর কদমে প্রস্তুতি চলছে

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: আগামী ২১শে জানুয়ারি সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে মালদায় মুখ্যমন্ত্রীর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাঠে জোড় কদমে চলছে তারি প্রস্তুতি।প্রস্তুতির কাজ খতিয়ে দেখতে যান ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ন চৌধুরী,জেলা পুলিশের আধিকারিকেরা, ইংরেজবাজার থানার আইসি সঞ্জয় ঘোষ সহ প্রশাসনিক কর্তারা।প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, ২০শে জানুয়ারি অর্থাৎ সোমবার মুর্শিদাবাদের কর্মসূচি শেষে বিকেলে মালদায় পৌঁছবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মালদা এসে পুরাতন মালদার মহানন্দা ভবনে তিনি রাত্রি নিবাস করবেন।
তারপর একুশে জানুয়ারি অর্থাৎ মঙ্গলবার ইংরেজবাজারের মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাঠে সরকারি অনুষ্ঠানে যোগদান করবেন। সেখানে অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে বেশ কিছু প্রকল্পের শিলান্যাস এবং উদ্বোধন করবেন এছাড়া বেশ কিছু গ্রাহকদের হাতে সরকারি সুবিধা তুলে দিবেন।এছাড়াও নেতা কর্মীদের কি বার্তা দিছে এখন তাকিয়ে রয়েছে মালদহের তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা। তার আগে মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি অনুষ্ঠানের মঞ্চ জেলা ক্রীড়া সংস্থার ময়দানের পার্শ্ববর্তী যুব আবাসনের মাঠে শনিবার হেলিকপ্টার মহড়া হয়। তার পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার বিষয়টি খতিয়ে দেখেন জেলা পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিক এবং মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আধিকারিকরা।

জাতীয়তাবাদী গ্রামীণ চিকিৎসক সংগঠনের ব্লক সম্মেলন

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: প্রগতিশীল গ্রামীণ চিকিৎসক সংস্থার সম্মেলন অনুষ্ঠিত উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘি ব্লকে প্রগতিশীল গ্রামীণ চিকিৎসক সংস্থা অর্থাৎ Progressive Rural Medical Practitioners' Welfare Association-এর উদ্যোগে ৫তম ব্লক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় শনিবার করণদিঘী পঞ্চায়েত সমিতির সুকান্ত সভা গৃহে। বিধায়ক গৌতম পল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের উপস্থিত অতিথিদের ফুলের তোড়া এবং উত্তরীয় দিয়ে বরণ করে নেয়া হয়। এছাড়াও অতিথিদের সম্মাননা স্মারক তুলে দেওয়া হয়। সম্মেলনে গ্রামীণ চিকিৎসকদের উন্নয়ন, স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়ন এবং চিকিৎসা ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ নিয়ে আলোচনা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা এবং চিকিৎসকদের সমস্যাগুলি সমাধানের ওপর আলোকপাত করা হয়। উপস্থিত ছিলেন করণদিঘির বিধায়ক গৌতম পাল, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির প্রতিনিধি মোহসীন আজম, জেলা পরিষদের সদস্য আব্দুর রহিম, জেলা পরিষদের সদস্যার প্রতিনিধি হরে কৃষ্ণ, সমাজসেবী হাফিজুল ইকবাল ভোলা সহ আরও অনেকেই।
এই সম্মেলন এলাকার সাধারণ মানুষের চিকিৎসা পরিষেবার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা প্রকাশ করা করেন উদ্যোগতাগন।

নিউমার্কেট এলাকায় বেআইনি হকারদের বিরুদ্ধে অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: শনিবার বিকেলে কলকাতা শহরে বেআইনি হকারদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করল কলকাতা পুলিশ। রাস্তা আটকে পসরা সাজিয়ে বসে থাকা বেআইনি হকারদের হটিয়ে দিল কলকাতা পুলিশ। ব্যস্ত নিউ মার্কেটের সামনে হয় পুলিশের অভিযান।আটক হন বেশ কয়েকজন অবৈধ হকার ।নিউ মার্কেট থানার ওসি অতিন্দ্র মন্ডলের নেতৃত্বে অভিযান চালায় কলকাতা পুলিশ ফোর্স।ফুটপাথ বা রাস্তা দখল করে থাকা হকারদের আটক করা হয়।সরিয়ে দেওয়া হয় তাদের অবৈধ ডালা। বিক্রি করতে আনা জামাকাপড় ঝোলানোর হাঙ্গার থেকে নিয়ে কাঠের বোর্ড সহ যেসব জিনিস রাস্তা আটকে রাখা হয়েছিল তা তুলে নিয়ে যায় পুলিশ।মাঝে মাঝেই এই ধরনের অভিযান চালানোর নির্দেশ দেয় কলকাতা পৌর সংস্থা। সম্প্রতি কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম স্পষ্ট জানিয়ে দেন, হকারদের পুনর্বাসন নিয়ে রাজ্য সরকার ও কলকাতা পৌরসভা প্ল্যান তৈরি করছে। কিন্তু কোনোভাবেই রাস্তা আটকে দেয়নি হকারদের ব্যবসা করতে দেওয়া হবে না। গুরুত্বপূর্ণ ক্রসিংগুলি কাছে বসে থাকা হকারদের হটিয়ে দেবে কলকাতা পুলিশ। সাধারণ মানুষের চলাচলের রাস্তা আটকে এবং যানবাহনের গতি তোকে কোন হকার ব্যবসা করতে পারবে না। এ দিয়ে কলকাতা পুলিশকে তিনি অভিযান চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন বলে মেয়র ফিরহাদ হাকিম আগেই জানিয়েছেন। কলকাতা পুরসভার সেই নির্দেশ অনুযায়ী শনিবার বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ধর্মতলার সংলগ্ন ব্যস্ত নিউমার্কেট চত্বর এলাকায় রাস্তা জুড়ে বসে থাকা বেআইনি হকারদের বিরুদ্ধে অভিযানে নামে পুলিশ। শুধু নিউমার্কেটে এলাকায় নয়, এবার গোটা কলকাতা শহর জুড়ে ব্যস্ত এলাকাগুলিতে অর্থাৎ গড়িয়াহাট থেকে হাতিবাগান, টালিগঞ্জ থেকে শ্যামবাজার সর্বত্র অভিযান চালাবে কলকাতা পুলিশ। যেখানেই বেআইনি হকারদের বুঝতে দেখবে তাদের হটিয়ে দেবে পুলিশ। আগেই শহরে বেআইনি হকারদের ব্যবসা নিয়ে খুব উগড়ে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পুজো এবং উৎসবের মরসুম থাকায় বেয়াই নিয়ে হকারদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেনি প্রশাসন। কিন্তু সব উৎসব মিটে যেতেই এবার বেআইনি হকারদের হটাতে রাস্তায় নামল কলকাতা পুলিশ।

বহরমপুরে রাস্তার কাজে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ, তদন্তের আশ্বাস

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: বহরমপুরের নিয়াল্লিশপাড়া অঞ্চলে প্রায় সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার রাস্তা রিপেয়ারিং এর কাজে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ উঠল। নিম্নমানের সামগ্রী থেকে নিয়মমাফিক কাজ না করা ,একাধিক বিষয় নিয়ে ক্ষোভ উগড়ে দিলেন সাধারণ মানুষ। শুধু তাই নয় বোর্ড না টাঙিয়েই কাজ হচ্ছে বলে সাধারণ মানুষের অভিযোগ। ঘটনা নিয়ে তীব্র হুশিয়ারি দিলেন নবগ্রামের বিধায়ক।
জানা গেছে মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধায়নে প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনায় বহরমপুর থানার নিয়াল্লিশপাড়া অঞ্চলের দেবীদাসপুর থেকে নিচুড়িয়া পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ৫.৩ কিলোমিটার রাস্তা ৫১ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকায় মেরামতের কাজ শুরু হয়েছে। আর সেই রাস্তায় ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ উঠল সাধারণ মানুষের মুখে। কাজ নিয়ে তীব্র প্রকাশ জনমানষে।
স্থানীয়দের অভিযোগ অত্যন্ত নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে হচ্ছে রাস্তা রিপেয়ারিং এর কাজ। হচ্ছে না সিডিউল অনুযায়ী নিয়মমাফিক কাজ। রাস্তা তৈরির মাঝেই বিভিন্ন জায়গায় উঠে যাচ্ছে পিচ।
কোথাও কোথাও আবার মাটির উপরেই পিচ দেওয়া হয়েছে, শুধু তাই নয় টাঙ্গানো হয়নি কোন বোর্ড। কোথাও কোথাও আবার রাস্তার মাপও সঠিক নেই বলে অভিযোগ।
স্থানীয় এক পঞ্চায়েত সদস্য জাহির শেখ বলেন কন্ট্রাক্টর কে বারবার বলেও লাগায়নি বোর্ড। তারফরে কাজের সিডিউল সাধারণ মানুষ কিছুই বুঝতে পারছে না।
নিয়াল্লিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বলেন বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় বসছি।
এ ঘটনা নিয়ে বহরমপুরের বিডিও বলেন এটি জেলা পরিষদের কাজ । মহকুমা শাসক শুভঙ্কর রায় এই ঘটনার তদন্তের আশ্বাস দিয়ে বলেন - আমরা বিষয়টি দেখছি, জেলা পরিষদের সঙ্গে আলোচনা করবো।
এ ঘটনা নিয়ে নবগ্রামের বিধায়ক কানাই চন্দ্র মন্ডল বলেন উন্নয়নের কাজে কোন আপোষ মেনে নেওয়া হবে না। দুর্নীতি হয়েছে প্রমাণ হলে নতুনভাবে আবার কাজ করতে হবে।
অন্যদিকে স্থানীয়দের অভিযোগ এ নিয়ে কন্টাক্টরকে বলেও নাকি কিছু হয়নি। সব মিলিয়ে রাস্তা তৈরির কাজে ব্যাপকভাবে দুর্নীতি ও নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ হওয়ার অভিযোগ তুলে ক্ষোভ উগড়ে দিলেন সাধারণ মানুষ।

লরির সাথে বাইকের সংঘর্ষে মৃত ১

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম শেখ ● বীরভূম

আপনজন: সাতসকালে লরির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল বাইক আরোহীর । ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার সকালের দিকে,বীরভূমের মল্লারপুর থানার অন্তর্গত রামকৃষ্ণ সত্যেন্দ্র আশ্রম সংলগ্ন ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের মধ্যে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় ঘাতক লরিটি মল্লারপুর থেকে রামপুরহাট মুখে যাচ্ছিল অপরদিকে বাইকটি রামপুরহাট থেকে সিউড়ি অভিমুখে যাচ্ছিল। বাইকের মধ্যে স্বামী স্ত্রী এবং দুই বাচ্চা ছিল বলে জানা যায়। দূর্ঘটনা স্থলেই বাইক আরোহীর মৃত্যু হয়, বাকিরা ছিটকে পড়ে।মৃত বাইক আরোহীর নাম টোটন মন্ডল (৪৩)। শিশুটি অক্ষত অবস্থায় থাকলে ও তার মায়ের হাতে পায়ে চোট পেয়েছে বলে উদ্ধারকারীরা জানান। স্থানীয় লোকজনের পাশাপাশি খবর পেয়ে মল্লারপুর থানার পুলিশ তাঁদের উদ্ধার করে রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। পুলিশ সূত্রে জানা যায় মৃত বাইক আরোহীর বাড়ি বীরভূমের মহম্মদ বাজার থানা এলাকার বাতাসপুর গ্রামে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

স্বামীকে খুঁজে না পেয়ে অসুস্থ হলেন স্ত্রী

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● রায়দীঘি

আপনজন: গত শনিবার থেকে নিখোঁজ স্বামী, স্বামীর চিন্তায় অসুস্থ স্ত্রী। মথরাপুর ২ নং ব্লকের নন্দকুমারপুর এলাকার নোটন চন্দ্র দাস (৫৮)গত ১১ ই জানুয়ারি থেকে নিখোঁজ দেখতে দেখতে সাতদিন কাটলেও এখন ও পর্যন্ত খোঁজ মিলল না, স্বামীকে খুঁজে না পাওয়াই অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে চিন্তায় পরিবারের সদস্যরা।পরিবার সূত্রে জানা যায় নোটন চন্দ্র দাস কিছুটা মানসিক ভারসাম্যহীন। হঠাৎ করে গত ১১ই জানুয়ারি সাদা ফুলহাতা জামা কালো অথবা খাকি প্যান্ট পরে বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। ইতিমধ্যেই রায়দিঘি থানায় নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত তাঁর খোঁজ মিলছে না। বাড়িতে সমস্ত সদস্যদের খাওয়া দাওয়া বন্ধ এমনকি বিভিন্ন জায়গায় খুঁজতে লোক পাঠানো হয়েছে। কবে আসবে স্বামী পথ পানে চেয়ে অসুস্থ স্ত্রী।

শান্তিনিকেতন মেডিকেলে ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বোলপুর

অপনজন: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে আজ শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল-এ ন্যাশনাল টিউবারকুলসিস এলিমিনেশন প্রোগ্রাম ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণের কৌশল জোরদার করা এবং স্বাস্থ্যসেবার উদ্যোগকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে এই প্রোগ্রামটি আয়োজিত হয়।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, যেমন:
ডা. স্বপন সরেন, স্বাস্থ্য পরিষেবার অধিকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার,
ডা. অশ্বিনী মাঝি, ডিরেক্টর, স্টেট ব্যুরো অফ হেলথ ইন্টেলিজেন্স, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ডা. সন্তোষ কুমার রায়, স্বাস্থ্য পরিষেবার যুগ্ম অধিকর্তা এবং রাজ্য যক্ষ্মা আধিকারিক, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বীরভূম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, উপ-মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, বীরভূম, রাজ্য প্রোগ্রাম ম্যানেজার, NTEP, রাজ্য পরামর্শদাতা।
এই অনুষ্ঠানে যক্ষ্মা নির্মূলের লক্ষ্যে উদ্ভাবনী পদক্ষেপ এবং সমন্বিত পদ্ধতির ওপর আলোকপাত করা হয়। এটি রাজ্যের স্বাস্থ্যব্যবস্থা উন্নত করার লক্ষ্যে দপ্তরের অঙ্গীকারকে তুলে ধরেছে।

ঘুরতে এসে দুর্ঘটনায় মৃত্যু টোটো চালকের

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: এসেছিলেন জীবিকার সন্ধানে, হঠাৎ পথ দূর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন টোটো চালক। পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার বহরমপুর থানার কদবেলতলা থেকে মতিঝিল ঘুরতে এসেছিল একই পরিবারের পাঁচজন সদস্য। তাদের কে নিজের টোটোতে নিয়ে এসেছিলেন বহরমপুর থানার চালতিয়ার বাসিন্দা সন্তোষ কুমার দাস। লালবাগের মতিঝিল থেকে ফেরার পথে মতিঝিল চৌরাস্তার মোড়ে পথ দূর্ঘটনার কবলে পড়ে ওই টোটো গাড়িটি। দ্রুত গতিতে মতিঝিল আইল্যান্ডের দিক থেকে একটি মোটরবাইকে দুই যুবক চৌরাস্তার মোড় পার হতে গিয়ে ওই টোটোতে সজোরে ধাক্কা মারে। টোটোটি উল্টে যায় রাস্তার উপর। টোটোতে থাকা যাত্রীরা টোটোর তলায় চাপা পড়ে যান। ঘটনাস্থলে পৌঁছে মুর্শিদাবাদ থানার পুলিশ টোটো চালক সহ টোটোর যাত্রীদের উদ্ধার করে লালবাগ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা টোটো চালক সন্তোষ কুমার দাসকে মৃত ঘোষণা করেন। বাকি যাত্রীরাও জখম হন। তবে তাদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। অন্যদিকে মোটরবাইকে থাকা দু'জন নিজেদের মোটরবাইক ফেলে রেখে ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয়। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। মৃত টোটো চালকের দেহ লালবাগ মহকুমা হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

নতুন বছরে হলদিয়ায় উদ্বোধন হল তৃণমূলের নতুন দলীয় অফিস

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হলদিয়া

আপনজন: তৃণমূল কংগ্রেসের ২৪ তম প্রতিষ্ঠা বর্ষে নতুন পার্টি অফিসের উদ্বোধন হল সুতাহাটা পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত গুয়াবেড়িয়া অঞ্চলে গুয়াবেড়িয়া উত্তরের ৭৯ নম্বর বুথে।পঞ্চায়েত সদস্য বাপন চানকের একান্ত প্রচেষ্টায় ওই পার্টি অফিস তৈরি হয়।কর্মী সমর্থকরা বলেন সাধারণ মানুষের পরিষেবা দিতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল পঞ্চায়েত সদস্য কে,তাদের কথাভেবে এই পার্টি অফিস তৈরি করা,যাতে তাদের অভাব অভিযোগ শুনে সুষ্ঠ ভাবে পরিষেবা দিতে পারা যায়।পঞ্চায়েত সদস্য বাপন চানক গুয়াবেড়িয়া উত্তরের ৭৯ নম্বর বুথের পঞ্চায়েত সদস্য হিসাবেই জনসংযোগের সঙ্গে প্রতি পরিবারে মিষ্টি মুখ করান নতুন বছর এলে।পঞ্চায়েত সদস্য বাপন চানক বলেন অন্যান্য গ্রামের তুলনায় ভিন্ন ভাবে এই গ্রাম সভার উন্নয়ন করতে চাই, ঢালাই রাস্তা,টালি পাইলিং,সাবমার্সিবল পাম্প,টিউবওয়েল,সোলার লাইট, কংক্রিটের ড্রেন,সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত উন্নয়ন করে একটি আদর্শ গ্রাম হিসাবে গড়ে তুলতে চাই।এই গ্রামে ২৫০ টি পরিবার রয়েছে,মোট ভোটার রয়েছে ৮৫০ টি নারী পুরুষ মিলে।সকল পরিবারের উন্নয়ন যাতে করতে পারি সেদিকে সর্বদা সচেষ্ট থাকায় আমার অঙ্গীকার।এদিকে পার্টি অফিস হওয়ায় এলাকার মানুষ খুশি,তারা বলেন আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য বাপন চাণক্যের অফিশিয়ালি কাজকর্ম করতে অনেক সময় অসুবিধা সম্মুখীন হতে হয়। এই পার্টি অফিস উদ্বোধনের ফলে প্রতিনিয়ত পঞ্চায়েত সদস্যর সঙ্গে যোগাযোগ ও সাধারণ মানুষের পরিষেবা পেতে সুবিধা হয়েছে।পার্টি অফিস উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন তমলুক সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি তুষার কান্তি মাইতি,সুতাহাটা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অরুণ দিন্ডা,সুতাহাটা ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সহ-সভাপতি শেখ আবুল হাসান, মহিলা নেত্রী রিনা বৈদ্য,ওই বুথের বুথ সভাপতি শ্রিজিত মাপা প্রমুখ।

জলঙ্গিতে রান্নার উনুন থেকে আগুন লেগে ভস্মীভূত হয়ে গেল দুটি বাড়ি

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: রান্নার উনুনের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেলো দুটি বাড়ি। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার দুপুর একটা নাগাদ জলঙ্গী ব্লকের সাদিখান দেয়ার অঞ্চলে তাতির পুকুর পাড়ে।
আগুনের সূত্রপাত হয় রান্নার উনুন থেকে বলে পরিবার সূত্রে জানা যায়, রান্না করার সময় ঘরে ছোটো বাচ্চাকে দেখতে যাওয়ার সময় উনুনের আগুন পাট কাঠীর বেড়ায় লেগে যায় তখনই বাড়ির গৃহবধূ চিৎকার চেঁচামেচি করলে স্থানীয় মানুষ ছুটে এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন।পাশাপাশি খবর দেওয়া হয় স্থানীয় থানায় ও দমকল বাহিনীকে।আগুনের খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে পৌঁছায় জলঙ্গী থানার পুলিশ ও দমকলের একটি ইঞ্জিন।
যদিও দমকল পৌঁছানোর আগেই আগুনে পুড়ে সব শেষ হয়ে যায়।আগুনে ক্ষতিগ্রস্থ বাড়ির মালিকরা হলেন আলী হোসেন ও আবুল হোসেন।আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ায় সরকারি সাহায্য আবেদন করেন ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের সদস্যরা।এক গৃহবধূ বলেন ঘরের কোনো কিছুই বেরকরতে পারেনি সমস্ত কিছুই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে,তাই যদি আর্থিক ও একটি পাকা বাড়ির সুব্যবস্থা করাহয় সরকারি ভাবে তাহলে অনেক উপকৃত হব বলেও জানান।ঘটনার সময় ওই রাস্তা দিয়েই যাচ্ছিলেন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মহাবুল ইসলাম বলে তিনি জানান,পাশাপশি তিনি আগুন নেভানোর কাজ হাত লাগায় এবং সরকারি ভাবে যতটুকু সাহায্য করার সব টাই করবো এই আগুনে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের জন্য।
খবর পেয়ে জলঙ্গী ব্লক আধিকারিকরা পৌঁছায় এবং প্রাথমিক ভাবে সরকারি সাহায্য প্রদান করা কথা জানান।ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়।

প্রথম নজর

সৌদিতে প্রায় সাড়ে ২১ হাজার অবৈধ প্রবাসী গ্রেফতার

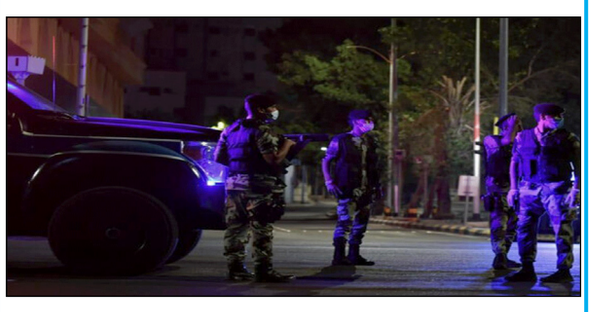

আপনজন ডেস্ক: গত এক সপ্তাহে ২১ হাজার ৪৮৫ জন অবৈধ প্রবাসীকে গ্রেফতার করেছে সৌদি আরবের কর্তৃপক্ষ। আবাসিক আইন লঙ্ঘন, সীমান্ত নিরাপত্তা ও শ্রম আইন লঙ্ঘনের মতো নানা অভিযোগে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

আজ শনিবার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সৌদির রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম সৌদি প্রেস এজেন্সি। সৌদি সরকারের হিসাব মতে, তাদের মধ্যে ১৩ হাজার ৫৬২ জনকে আবাসিক আইন লঙ্ঘন, ৪ হাজার ৮৫৩ জনকে অবৈধভাবে সীমান্ত পার এবং ৩ হাজার ৭০ জনকে শ্রম আইন লঙ্ঘনের জন্য গ্রেফতার করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, অবৈধভাবে সৌদি আরবে প্রবেশের দায়ে ১ হাজার ৫৬৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। যাদের মধ্যে ৫০ শতাংশ ইউথোপিয়ান, ৪৭ শতাংশ ইয়েমেনি এবং ৩ শতাংশ অন্যান্য দেশের।

এছাড়া ৬৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে সৌদি থেকে অন্য দেশে পালিয়ে যাওয়ার সময়। আরও ১৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে পরিবহন আইন লঙ্ঘন করায়।

২৪ হাজার ডলার বকেয়া নিয়ে বিল্ডিং ম্যানেজার খুন, গৃহকর্ত্রী গ্রেফতার

আপনজন ডেস্ক: বকেয়া ২৪ হাজার ডলারের ভাড়া আদায় করতে গিয়ে খুন হয়েছেন বিল্ডিং সুপারভাইজার। তার নাম হোযে পলিটো (৪৫)। তাকে হত্যা করেছেন অ্যাপার্টমেন্টের বাসিন্দা স্যান্ড্রা কটো নাভারো (৪৮)। স্যান্ড্রাকে বৃহস্পতিবার গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

উল্লেখ্য, নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সের কিউ গার্ডেন হিলস এলাকার বহুতল একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের ম্যানেজার পলিটোকে মঙ্গলবার হত্যা করা হয়। এরপর বিছানার নিচে গার্বেজ ব্যাগে ভরে রাখা হয়। পরদিন বিকালে পুলিশ লাশটি উদ্ধার করলেও তাৎক্ষণিকভাবে নাম প্রকাশ করেনি। মালিকের নির্দেশে ওই অ্যাপার্টমেন্টে বকেয়া ভাড়ার তাগিদ দিতে গিয়ে ভাড়াটিয়া কর্তৃক নৃশংসভাবে খুন হওয়ার ঘটনায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে সর্বত্র। পুলিশ জানায়, ভাড়াটিয়া নারী বিল্ডিং ম্যানেজারকে খুনের সময় তার স্বামী বাসায় ছিলেন না। এজন্য তাকে (স্বামীকে) জিজ্ঞাসাবাদের পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। স্যান্ড্রা কটোর বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগসহ হত্যাকাণ্ডের তথ্য-উপাত্ত নষ্ট করা ও মরণাস্ত্র রাখার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে দায়েরকৃত মামলায়। নৃশংসতার শিকার বিল্ডিং ম্যানেজারের স্ত্রী বৃহস্পতিবার হাড় কাঁপানো শীতের মধ্যেই ঘটনাস্থলে এসে প্রচণ্ড ক্ষোভ দেখিয়ে গ্রেফতারকৃত স্যান্ড্রাকে বলেন, 'দায়িত্ব পালন করতে যাওয়া মানুষটিকে এভাবে হত্যা করে কী ফায়দা পেলেন? এটা কী কোনো সুস্থ মানুষের কাজ? তিনি সব সময়ই মানুষের উপকার করেছেন। কখনো কারো সাথে কটু কথা বলেননি।'

এরপর নিকটস্থ ১০৭ নম্বর প্রেসিঙ্কটে গিয়েও গ্রেফতারকৃত মহিলাকে তিরস্কার করেন এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

এদিকে তদন্ত কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ম্যানেজারের মাথায় প্রচণ্ড আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ঘাড়েও ছুরিকাঘাতের ক্ষত এবং হাঁটুর নিচেও কাটা দাগ রয়েছে। এ সংবাদ লেখা পর্যন্ত ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। জানা গেছে, খুন হওয়া ব্যক্তিটি প্রায় ৩০ বছর যাবত এই বিল্ডিংয়ের ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। কখনো কারো সাথে তিনি ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হননি বলে অন্য ভাড়াটিয়ারা জানিয়েছে

ইরানের সুপ্রিম কোর্টে দুই বিচারককে গুলি করে হত্যা

আপনজন ডেস্ক: ইরানের রাজধানী তেহরানে সুপ্রিম কোর্ট ভবনে শনিবার বন্দুকধারীর হামলায় দুই বিচারক নিহত হয়েছেন। দেশটির রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম এই তথ্য জানিয়েছে।

বিচার বিভাগের মিজান অনলাইন ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, হামলায় সুপ্রিম কোর্টের তিন বিচারককে লক্ষ্য করা হয়েছিল। এদের মধ্যে দুজন নিহত হয়েছেন এবং হামলাকারী আত্মহত্যা করেছেন।

এ ছাড়া হামলায় আরো একজন আহত হয়েছেন বলে রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা ইরনা জানিয়েছে।

মিজান নিহত দুই বিচারককে আলী রাজিনি ও মোহাম্মদ মোগিসেহ নামে চিহ্নিত করেছে। তারা 'জাতীয় নিরাপত্তা, গুপ্তচরবৃত্তি ও সন্ত্রাসবিরোধী অপরাধ মোকাবেলায়' কাজ করতেন।

বিচারকদের হত্যার উদ্দেশ্য তাৎক্ষণিকভাবে পরিষ্কার হয়নি। তবে মিজান জানিয়েছে, হামলাকারীর সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের কোনো মামলার সম্পর্ক ছিল না। হামলাকারীর পরিচয় সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি। ঘটনাটির তদন্ত শুরু হয়েছে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

৭১ বছর বয়সী অভিজ্ঞ বিচারক রাজিনি ইরানের বিচার বিভাগে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন এবং ১৯৯৮ সালে একটি হামলার শিকার হন।

সেই সময় হামলাকারীরা তার গাড়িতে একটি চৌম্বক বোমা স্থাপন করেছিল বলে মিজান জানিয়েছে।

অন্যদিকে ৬৮ বছর বয়সী মোগিসেহকে ২০১৯ সালে যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞার আওতায় আনে। যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগ জানায়, তিনি 'অনেক অন্যায্য বিচার তদারকি করেছেন, যেখানে অভিযোগগুলোর প্রমাণ উপেক্ষা করা হয়েছিল।'

ইরানে বিচারকদের লক্ষ্য করে হামলা বিরল। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশটিতে বেশ কিছু উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তির ওপর বন্দুক হামলা হয়েছে।

গত অক্টোবর মাসে দক্ষিণাঞ্চলীয় কাজেরুন শহরে জুমার নামাজের ইমামতি করার পর এক শিয়াকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ২০২৩ সালের এপ্রিলে মাজান্দারান প্রদেশের একটি ব্যাংকে আব্বাস আলী সোলেইমানি নামের এক প্রভাবশালী আলেমকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

২০০৫ সালের আগস্ট মাসে তেহরানের একটি ব্যস্ত বাণিজ্যিক এলাকায় গাড়িতে থাকা অবস্থায় দুই বন্দুকধারীর গুলিতে বিখ্যাত ইরানি বিচারক হাসান মোগাদ্দাস নিহত হন। তার হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত দুই ব্যক্তিকে দুই বছর পর প্রকাশ্যে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।

যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের অভিযোগ

লেবানন থেকে দ্রুত ইসরাইলি সেনা প্রত্যাহারের আহ্বান জাতিসংঘের

আপনজন ডেস্ক: লেবানন ও ইসরাইলের মধ্যকার যুদ্ধবিরতিকে 'নাজুক' ও 'ঝুঁকিপূর্ণ' বলে উল্লেখ করেছেন জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের আন্ডার-সেক্রেটারি-জেনারেল জঁ-পিয়ের ল্যাক্রোয়া।

পাশাপাশি তিনি ইসরাইলি সেনাবাহিনীকে লেবানন থেকে দ্রুত সরে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

শনিবার জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে দেওয়া ভাষণে ল্যাক্রোয়া বলেন, 'লেবানন এবং ইসরাইলের মধ্যে সংঘর্ষের সমাপ্তির জন্য একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি করা হয়েছে। যদিও এটি এখনো নাজুক ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। কারণ সেখানে সংঘর্ষ এখনো বহাল রয়েছে'।

ইসরাইলের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের অভিযোগ

তিনি বলেন, লেবানন সরকার যুদ্ধবিরতির চুক্তি রক্ষা করার অঙ্গীকার করেছে। তবে সেখানে ইসরাইলি সেনাবাহিনীর উপস্থিতি জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের রেজুলেশন ১৭০১-এর লঙ্ঘন।

ল্যাক্রোয়া জানান, ইসরাইলের সেনা প্রত্যাহার কার্যক্রমের ওপরেই সেখানে লেবাননের সশস্ত্র বাহিনীর (LAF) সদস্য মোতায়েন নির্ভর করছে। তিনি আরও বলেন, ইসরাইলি বাহিনী অবৈধভাবে টানেল ধ্বংস, স্থাপনা গুঁড়িয়ে দেওয়া এবং কৃষিজমি ধ্বংস করে যাচ্ছে। এমনকি লেবাননের আকাশসীমায় ইসরাইলের অনবরত আক্রমণ ও যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন অব্যাহত রয়েছে।

জাতিসংঘের এই শীর্ষ কর্মকর্তা সতর্ক করে দিয়ে বলেন, 'ঘোষণা অনুযায়ী, ইসরাইলি বাহিনীর উচিত এই ৬০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই অবিলম্বে লেবাননের ভূখণ্ড ত্যাগ করা'।

ল্যাক্রোয়া এ সময় জাতিসংঘের ইউনিফিল (UNIFIL) কর্মীরা এখনো বাঙ্কারে আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছেন বলেও উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, অপারেশনের এলাকায় বিস্ফোরক বস্তু, ইসরাইলি সেনাদের সড়ক অবরোধ এবং স্থানীয়দের কাজে হস্তক্ষেপ তাদের কার্যক্রমকে ব্যাহত করছে।

গোলান মালভূমি ও সিরিয়ার পরিস্থিতি

এদিকে জাতিসংঘের ট্রুস সুপারভিশন অর্গানাইজেশন (UNTSO)-এর প্রধান প্যাট্রিক গাউচ্যাট জানান, ইসরাইলি সেনাবাহিনী গোলান মালভূমির নিরপেক্ষ অঞ্চল এবং লেবানন সীমান্তে নির্মাণ কাজ এবং টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম স্থাপন করছে। পাশাপাশি সিরিয়ার সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করে ইসরাইল তাদের বিমান হামলা আরও বাড়িয়েছে।

গাউচ্যাট বলেন, 'ইসরাইলের এমন কার্যক্রম জাতিসংঘের ১৯৭৪ সালের disengagement চুক্তির স্পষ্ট লঙ্ঘন'।

পরিণাম ও বিশ্ব প্রতিক্রিয়া

জাতিসংঘ এবং আরব দেশগুলোর তীব্র নিন্দার মুখেও ইসরাইলি বাহিনী সিরিয়া ও লেবাননে তাদের অবস্থানকে অস্থায়ী দাবি করলেও ভবিষ্যতের জন্য প্রভাব বিস্তার অব্যাহত রাখার ইঙ্গিত দিয়েছে। জাতিসংঘের পক্ষ থেকে জোর দাবি করা হয়েছে যে, শান্তিরক্ষীরা যেন তাদের নির্ধারিত কাজ নির্বিঘ্নে চালিয়ে যেতে পারে।

আমেরিকার বিরুদ্ধে বড় বাণিজ্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত কানাডা

আপনজন ডেস্ক: কানাডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেলানি জোলি বলেছেন, কানাডা নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের "কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে বড় বাণিজ্য যুদ্ধ" মোকাবেলা করতে প্রস্তুত। আগামী সপ্তাহে হোয়াইট হাউসে ফিরছেন ট্রাম্প। তিনি বলেছিলেন, অর্থনৈতিক ও বৈদেশিক নীতির অংশ হিসেবে কানাডা থেকে আমদানির উপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের পরিকল্পনা করছেন তার প্রশাসন। যা মেক্সিকো, চীন এবং অন্যান্য অংশীদারদের লক্ষ্য করে করা হয়।

জোলি শুক্রবার ওয়াশিংটনে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, "এটি কয়েক দশকের মধ্যে কানাডা এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সবচেয়ে বড় বাণিজ্য যুদ্ধ হবে।" "আমেরিকানরা আমাদের বিরুদ্ধে বাণিজ্য যুদ্ধ শুরু করবে।

জোলি আরও বলেছেন, "আমরা সর্বোচ্চ চাপ প্রয়োগ করতে প্রস্তুত।" ট্রাম্প যদি নতুন শুল্ক আরোপের হুমকি বাস্তবায়ন করেন তবে কানাডাও একাধিক পদক্ষেপ প্রস্তুত রেখেছে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন জোলি।

কানাডার বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোও শুক্রবার নবগঠিত কানাডা-মার্কিন সম্পর্ক কাউন্সিলের এক সভায় একই রকম মন্তব্য করেন।

ট্রাম্প যদি কানাডার আমদানিতে শুল্ক আরোপের হুমকি অনুসরণ করেন। তাহলে তিনি পাল্টা আক্রমণ করার প্রতিশ্রুতি দেন।

ট্রুডো সতর্ক করে বলেন, "কেউই আমাদের পণ্যের উপর মার্কিন শুল্ক আরোপ দেখতে চায় না। তবে প্রয়োজনে কানাডা জাতীয় প্রতিক্রিয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবে।"

"কানাডা এবং কানাডিয়ানদের প্রতিরক্ষায় আমরা দৃঢ় এবং দ্ব্যর্থহীন থাকব।"

ট্রুডো আরও বলেছেন, "প্রস্তাবিত শুল্ক আমেরিকান চাকরিকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলবে, আমেরিকান ভোক্তাদের জন্য দাম বাড়িয়ে দেবে, আমাদের যৌথ নিরাপত্তাকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলবে এবং সমগ্র মহাদেশ জুড়ে খরচ বাড়িয়ে দেবে।"

বার্ড ফ্লু ভ্যাকসিন উৎপাদনে মডার্নাকে ৫৯০ মিলিয়ন ডলার দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তারা ঘোষণা করেছেন যে, তারা একটি নতুন মহামারি ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় এমআরএনএ বার্ড ফ্লু ভ্যাকসিনের অগ্রগতিসহ ইনফ্লুয়েঞ্জার বিরুদ্ধে ভ্যাকসিন উৎপাদন ত্বরান্বিত করতে মডার্নাকে ৫৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদান করছে।

শুক্রবার (১৭ জানুয়ারি) স্বাস্থ্য ও মানব সেবা বিভাগ (এইচএইচএস) এক বিবৃতিতে বলেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যাতে অন্যান্য উদীয়মান সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আরও ভালোভাবে প্রস্তুত হয়, সেই লক্ষ্যে এই তহবিল মডার্নাকে 'এমআরএনএ প্ল্যাটফর্মের সক্ষমতা বাড়াতে' সাহায্য করবে। এই তহবিল ২০২৪ সালের জুলাই মাসে প্রদত্ত ১৭৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের অতিরিক্ত। বৃহস্পতিবার (১৬ জানুয়ারি) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার উদীয়মান জৈব-হুমকির বিরুদ্ধে মেসেঞ্জার আরএনএ (এমআরএনএ) ভ্যাকসিন বিকাশের জন্য বেসরকারি এবং সরকারি ল্যাবরেটরিগুলির একটি কনসোর্টিয়ামের জন্য ২১১ মিলিয়ন ডলারের নতুন তহবিল ঘোষণা করেছে। অতীতের বার্ড ফ্লু ভেরিয়েন্টগুলো মানুষের জন্য অপ্রত্যাশিত এবং বিপজ্জনক ছিল।

বিভাগের সচিব, জেভিয়ের বেসেররা বিদায়ী প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, 'তাই বাইডেন-হ্যারিস প্রশাসন এবং এইচএইচএসের জন্য বরাদ্দের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে।' এইচ৫এন১ ভাইরাসটি বন্য পাখি এবং অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে খুবই সাধারণ। যদিও এটি ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে ছড়িয়ে পড়ার প্রমাণ চূড়ান্তভাবে পাওয়া যায়নি, তবে প্রাণী এবং মানুষের মধ্যে বার্ড ফ্লু ছড়িয়ে পড়ার পরিমাণ বিজ্ঞানীদের উদ্বিগ্ন করেছে। অনেক বিশেষজ্ঞ আশঙ্কা করছেন যে এইচ৫এন১ মৌসুমি ফ্লুর সাথে মিলিত হয়ে আরও সংক্রামক আকারে রূপান্তরিত হতে পারে এবং একটি মারাত্মক মহামারি শুরু করতে পারে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

প্রথম ধাপে মুক্তি পাবে ৭৩৭ ফিলিস্তিনি বন্দি

আপনজন ডেস্ক: রবিবার স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ৮টা থেকে কার্যকর হচ্ছে ইসরায়েল ও হামাসের গাজা যুদ্ধবিরতি চুক্তি। চুক্তি বাস্তবায়নের প্রথম পর্যায়ে ৭৩৭ ফিলিস্তিনি বন্দীকে মুক্তি দেবে ইসরায়েল। এরই মধ্যে বন্দিদের হালনাগাদ তালিকা প্রকাশ করেছে ইসরায়েলি বিচার মন্ত্রণালয়। ইসরায়েলের বিচার মন্ত্রণালয় এই তথ্য জানিয়েছে। তাদের ওয়েবসাইটে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'সরকার বর্তমানে কারাগার বিভাগের হেফাজতে থাকা ৭৩৭ জন বন্দি এবং আটক ব্যক্তিকে মুক্তি দেওয়ার অনুমোদন দিয়েছে।' প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর কার্যালয় জানায়, ইসরায়েলের মন্ত্রিসভা আজ শনিবার ভোরে যুদ্ধবিরতি চুক্তি অনুমোদনের পক্ষে ভোট দিয়েছে, যার ফলে এই সপ্তাহান্তে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হবে কিনা তা নিয়ে কয়েকদিনের অনিশ্চয়তার অবসান ঘটেছে। মন্ত্রণালয় কর্তৃক নাম প্রকাশ করা বন্দিদের মধ্যে পুরুষ, নারী এবং শিশু রয়েছে, যাদের রবিবার স্থানীয় সময় বিকেল ৪টার পরে মুক্তি দেওয়া হবে। তারা এর আগে গাজায় ইসরায়েলি বন্দিদের বিনিময়ে মুক্তি পাওয়ার জন্য ৯৫ জন ফিলিস্তিনি বন্দীর একটি তালিকা প্রকাশ করেছিল, যাদের বেশিরভাগই নারী। সম্প্রসারিত তালিকায় ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রপতি মাহমুদ আব্বাসের ফাতাহ পার্টির সশস্ত্র শাখার প্রধান জাকারিয়া জুবাইদিও ছিলেন। ২০২১ সালে জুবাইদি ইসরায়েলের গিলবোয়া কারাগার থেকে পাঁচজন ফিলিস্তিনির সঙ্গে পালিয়ে যান, যার ফলে দিনব্যাপী অভিযান শুরু হয়েছিল। এ ছাড়াও মুক্তি পাচ্ছেন একজন বামপন্থী ফিলিস্তিনি আইন প্রণেতা খালিদা জারার। যাকে ইসরায়েল বেশ কয়েকবার গ্রেপ্তার করে কারারুদ্ধ করেছে।

জারার পপুলার ফ্রন্ট ফর দ্য লিবারেশন অফ প্যালেস্টাইনের একজন বিশিষ্ট সদস্য। এই দলটিকে ইসরায়েল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন 'সন্ত্রাসী সংগঠন' হিসেবে মনোনীত করেছে।

হামাসের ঘনিষ্ঠ দুটি সূত্র এএফপিকে জানিয়েছে, মুক্তিপ্রাপ্ত জিম্মিদের প্রথম দলে তিনজন ইসরায়েলি নারী সেনা রয়েছে। প্রথম ধাপে মুক্তি পাওয়া ৩৩ জন জিম্মির মধ্যে এএফপির প্রাপ্ত তালিকায় প্রথম তিনজনের নাম রয়েছে ৩০ বছরের কম বয়সী নারী, যারা হামাসের হামলার দিন সামরিক বাহিনীতে ছিলেন না। বিচার মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র নোগা কাটজ বলেছেন, প্রথম বিনিময়ে মুক্তি পাওয়া বন্দিদের চূড়ান্ত সংখ্যা হামাস কর্তৃক মুক্তিপ্রাপ্ত জীবিত জিম্মির সংখ্যার ওপর নির্ভর করবে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫৫মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.২১মি.

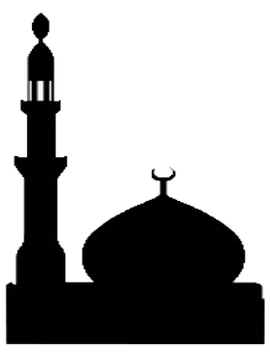

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৫৫	৬.১৮
যোহর	১১.৫২	
আসর	৩.৪০	
মাগরিব	৫.২১	
এশা	৬.৩৪	
তাহাজ্জুদ	১১.০৮	

গাজায় বিতরণের জন্য ১৩০০ ট্রাক ত্রাণ প্রস্তুত ইউনিসেফের

আপনজন ডেস্ক: গাজায় বিতরণের জন্য ইউনিসেফের ১,৩০০ ট্রাক ত্রাণ প্রস্তুত রয়েছে বলে জানিয়েছেন জাতিসঙ্ঘের শিশুবিষয়ক সংস্থাটির মুখপাত্র রোজালিয়া বোলেন। তিনি বলেন, ত্রাণ সরবরাহের কাজ ইতোমধ্যে শুরুও হয়ে গেছে। গাজার আল-মাওয়াসি শরণার্থী শিবির থেকে বোলেন আল জাজিরাকে বলেন, আমাদের ১,৩০০ ট্রাক পণ্য আনার ব্যবস্থা আছে। এরপর আরো ৭০০ ট্রাক পণ্য অল্প সময়েই নিয়ে আসা যাবে। তিনি আরো বলেন, এসব কেবল আমরা একা ব্যবস্থা করিনি।

ব্লিনকেনের বিদায়ী সংবাদ সম্মেলনে ইসরায়েলকে সমর্থন করায় হট্টগোল

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজায় নির্বিচার হামলা চালিয়ে মানুষ হত্যাকারী ইসরায়েলকে সমর্থনের জন্য সাংবাদিকদের তোপের মুখে পড়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিনকেন। এটি ছিল যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে তার শেষ সংবাদ সম্মেলন। পরে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে নিরাপত্তাকর্মীদের দুই সাংবাদিককে জোর করে ধরে ওই কক্ষের বাইরে নিয়ে যেতে দেখা যায়। খবর বিবিসি ও রয়টার্সের। খবরে বলা হয়, সংবাদ সম্মেলনে নিজের বক্তব্যে ১৫ মাস ধরে চলা গাজা যুদ্ধ ঘিরে নিজের কূটনৈতিক তৎপরতার পক্ষে কথা বলছিলেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। এ সময় তাকে প্রশ্ন করতে গিয়ে একের পর এক আক্রমণাত্মক বক্তব্য দেন সাংবাদিকরা। স্যাম হুসেইনি নামের একজন সাংবাদিক চিৎকার করে বলেন, 'অপরাধী! আপনি কেন হেগে নেই।' দীর্ঘদিন বহির্বিশ্বের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের নীতি সমালোচক হিসেবে পরিচিত এই স্বাধীন সাংবাদিক মূলত আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতকে ইঙ্গিত করে এ কথা বলেন। পররাষ্ট্র দপ্তরের ব্রিফিং কক্ষে অচেনা এই সাংঘর্ষিক দৃশ্যের সমাপ্তি ঘটে নিরাপত্তাকর্মীরা হুসেইনিকে ধরে নেওয়ার মধ্য দিয়ে। তারা এই সাংবাদিককে জোর করে কক্ষের বাইরে নেওয়ার সময়ও তিনি অ্যান্টনি ব্লিনকেনের উদ্দেশে অবমাননাকর নানা প্রশ্ন ছুড়তে থাকেন।

যুদ্ধবিরতির পর গাজার 'দায়িত্ব' নিতে প্রস্তুত ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ: আব্বাস

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি ঘোষণার পর প্রথম বিবৃতি দিয়েছেন ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস। ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ (পিএ) যুদ্ধ-পরবর্তী গাজার 'পূর্ণ দায়িত্ব' গ্রহণ করতে প্রস্তুত বলে তিনি জানিয়েছেন। শুক্রবার (১৭ জানুয়ারি) ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট এবং পিএ জোটের বৃহত্তম শরিক ফাতাহর শীর্ষ নেতা মাহমুদ আব্বাসের দপ্তর এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে। প্রেসিডেন্সি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'প্রেসিডেন্ট আব্বাসের নির্দেশে ফিলিস্তিনি সরকার গাজার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণের জন্য সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। এর মধ্যে থাকবে বাস্তুচ্যুতদের প্রত্যাবর্তন, মৌলিক পরিষেবা প্রদান, ক্রসিং ব্যবস্থাপনা এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলের পুনর্গঠন। ফিলিস্তিনি ওয়াফা সংবাদ সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত বিবৃতিতে আব্বাস সরকার 'অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি এবং গাজা উপত্যকা থেকে সম্পূর্ণ ইসরায়েলি প্রত্যাহারের প্রয়োজনীয়তার' আহবান পুনর্ব্যক্ত করেছে। গাজা উপত্যকায় এক সময় ফাতাহ ক্ষমতাসীন ছিল। ২০০৬ সালের নির্বাচনে সেখানে হামাস জয়ী হয়। তারপর ২০০৭ সাল শেষ হওয়ার আগেই ফাতাহকে উপত্যকা থেকে বিদায় করে হামাস। বস্তুত ২০০৬ সালের পর আর কোনো নির্বাচন হয়নি গাজায়।

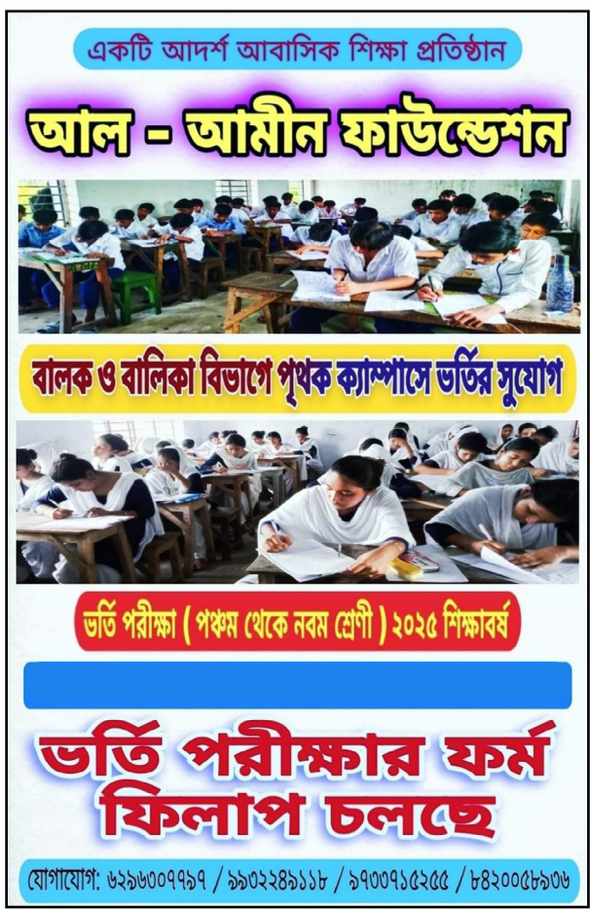

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

২০ বর্ষ, ১৯ সংখ্যা, ৪ মাঘ ১৪৩১, ১৭ রজব ১৪৪৬ হিজরি

বিবেক কী বলে

শেখ সাদির 'বিচার নেই' গল্পটি আজিকার সমাজেও সমান প্রাসঙ্গিক। এই গল্পের বিষয়বস্তু অনেকটা এই রকম– একবার এক প্রতাপশালী বাদশাহর কঠিন অসুখ হইলে রাজবৈদ্যরা পরামর্শ দেন, একজন যুবকের হৃৎপিণ্ড দিয়া ঔষধ তৈরি করিয়া সেবন করিলেই কেবল বাদশা আরোগ্য লাভ করিবেন। বাদশার জীবন রক্ষার প্রশ্ন যেই হেতু, তাই রাজ্যময় তন্নতন্ন করিয়া একজন সুস্থ-সবল যুবকের অনুসন্ধান করা হয়। মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে যুবককে বিক্রয় করিয়া দেন তাহার পিতা। রাজ্যের কাজি সাহেব বিচারসভায় ঘোষণা দিয়া দেন–'এই ছেলের জীবন বধ করা অন্যায় কোনো কাজ নহে। কারণ, এই ছেলের তুচ্ছ জীবনের বিনিময়ে বাদশাহর মূল্যবান জীবন রক্ষা পাইবে।' যেই কথা সেই কাজ! যুবকের হৃৎপিণ্ড কাটিবার জন্য উদ্যত হন জল্লাদ।

মজার ব্যাপার হইল, এই সকল দৃশ্য দেখিয়া যুবকটি ভীত-সন্ত্রস্ত না হইয়া বরং মিটিমিটি হাসিতে থাকেন! খোদ বাদশাহ তাহার নিকট জানিতে চাহেন, 'তুমি মৃত্যুর মুখে দাঁড়াইয়াও এইরকমভাবে হাসিতেছ কেন?' জবাবে ছেলেটি হাসিতে হাসিতেই বলে, "হায় আমার জীবন! আমি হাসিব না তো কে হাসিবে বলুন? যেই পিতার দায়িত্ব আমাকে রক্ষা করা, সেই তিনিই অর্থের বিনিময়ে আমাকে বিক্রি করিয়া দিয়াছেন। কাজির দরবারে মানুষ যায় সুবিচারের আশায়, কিন্তু সেই কাজি সাহেব অন্যায়ভাবে বাদশাহর পক্ষ নিয়াছেন। আর বাদশাহর কর্তব্য কী? গরিব-দুঃখী, অত্যাচারিত, নিপীড়িত প্রজাদের রক্ষা করিবার মহা দায়িত্ব তাহার কাঁধে। কিন্তু তিনি নিজের জীবন রক্ষা করিবার জন্য অন্যের জীবনকে তুচ্ছ করিয়া দেখিতেছেন। অথচ অন্যের জীবনও যে তাহার নিজের নিকট অতি মূল্যবান–এই সামান্য কথা বাদশাহ মনেই রাখিলেন না! জগৎ-সংসারের এই সকল খেলা দেখিয়াই আমি হাসিতেছি!' যুবকের কথা শুনিয়া বাদশাহ চুপ হইয়া যান এবং ঐ যুবককে মুক্ত করিয়া দেন। আশ্চর্যের ব্যাপার হইল, এই ঘটনার কিছুদিন পরই বাদশাহ আরোগ্য লাভ করিয়া সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

মানবসভ্যতার পথপক্রিমায় এই ধরনের নানা ঘটনা গল্পাকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে ইতিহাসের পাতায় পাতায়, যাহা যুগের পর যুগ আমাদেরকে বিবেক ও মনুষ্যত্বের শিক্ষা দিয়া যাইতেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হইল, আমরা ইতিহাস হইতে শিক্ষা গ্রহণ করি না বা করিতে চাহি না! 'When the heart is blinded, it doesn't matter if the eyes see.' অর্থাৎ, 'হৃদয় যখন অন্ধ হইয়া যায়, তখন চোখে দেখিলেই কী, আর না দেখিলেই কী!' ইহা কি আমাদের বিবেকহীনতার কারণ নহে? বর্তমান সমাজে আমরা এমন সকল ঘটনা ঘটিতে দেখি, যাহা দেখিয়া গল্পের সেই যুবকের মতোই মিটিমিটি হাসিতে হয়–কোন পথে হাঁটিতেছি আমরা? শিক্ষককে অপমান-অপদস্থ করিতেছে শিক্ষার্থীরা, সদ্যোজাত সন্তানকে ডাস্টবিনে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া যাইতেছেন মাতা, পিতা মারিতেছেন পুত্রকে, ভাইয়ের হাতে খুন হইতেছে ভাই। ব্যক্তি বা রাষ্ট্রীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা এই ধরনের বিবেকবর্জিত কমকাণ্ডের মচ্ছব প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। মূলত এই কারণেই উপদেশ হিসাবে বলা হইয়া থাকে, 'আবেগ বিবেক মাথা, তারপর হোক কথা'।

একটি জনপদ আইন দিয়া যতখানি সুচারুরূপে চালানো যায়, তাহার চাইতে অধিক ভালোভাবে চালানো যায়, যদি সেই সমাজের মানুষ বিবেকবান হয়। মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র যেমনটি বলিয়াছেন, 'জীবনে মাঝে মাঝে এমন অবস্থান গ্রহণ করিতে হয়, যাহা না নিরাপদ, না রাজনৈতিক আর না জনপ্রিয়; শুধু একটি কারণে যে, তাহার বিবেক সেইটাকে সঠিক বলে।'

সুতরাং, ব্যক্তিগত, সামাজিক বা রাজনৈতিক জীবনে চলার পথে আমরা যেন কোনোক্রমেই বিবেক 'বন্ধক' না দিই! বিবেক বন্ধক থাকিলে সেই সমাজ হানাহানি-রাহাজানির ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া যায়। বিবেক হইল পৃথিবীর সবচাইতে বড় আদালত। কোনো কাজে মনে দ্বিধাদ্বন্দ্ব তৈরি হইলে কান পাতিয়া শুনিতে হইবে–আমাদের বিবেক কী বলে? বিবেক একজন মানুষের জন্য কম্পাসের মতো। ইহা 'স্রষ্টার আওয়াজ', যাহা প্রতিটি মানুষের অন্তরে বাজে। প্রয়োজন কেবল সেই আওয়াজে সাড়া দেওয়া।

কবে কাটবে ওবিসি জট, আশায় দিন গুনছেন রাজ্যের ওবিসি শংসাপত্রধারীরা

ওবিসি বাতিল ইস্যু বর্তমান বাংলার ছাত্র সমাজের এক জ্বলন্ত সমস্যা। মুসলিম সমাজের উচ্চশিক্ষা ও সরকারি চাকরিতে অংশগ্রহণের বিষয়টি এই সমস্যার সমাধানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছে। গত বছরের ২২শে মে হাইকোর্টের রায়ের ফলে প্রায় ৭৭ টি গোষ্ঠী ওবিসি ক্যাটাগরি থেকে বাদ পড়ে যায়, যার অধিকাংশই পশ্চাৎপদ মুসলিম গোষ্ঠী। সেই সঙ্কট নিয়ে লিখেছেন প্রোগ্রেসিভ ইন্টেলেকচুয়ালস অফ বেঙ্গল-এর সভাপতি ড. মানাজাত আলী বিশ্বাস।

ওবিসি বাতিল ইস্যু বর্তমান বাংলার ছাত্র সমাজের এক জ্বলন্ত সমস্যা । মুসলিম সমাজের উচ্চশিক্ষা ও সরকারি চাকরিতে অংশগ্রহণের বিষয়টি এই সমস্যার সমাধানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছে। গত বছরের ২২শে মে হাইকোর্টের রায়ের ফলে প্রায় ৭৭ টি গোষ্ঠী ওবিসি ক্যাটাগরি থেকে বাদ পড়ে যায়, যার অধিকাংশই পশ্চাৎপদ মুসলিম গোষ্ঠী। এমন অনেক শ্রেণির ওবিসি বাতিল করা হয় যারা আবার কেন্দ্রীয় সরকারি ওবিসি তালিকাভুক্ত। পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রায় ১২ লক্ষ সার্টিফিকেট আইনি জটিলতার মুখে পড়ে । এর পর মূলত বিভিন্ন সংখ্যালঘু সংগঠন বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং এর সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজে বের করতে নানা বৈঠক, সেমিনারের আয়োজন করে।

সেক্ষেত্রে বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে সংখ্যালঘু বুদ্ধিজীবীদের অন্যতম প্রোগ্রেসিভ ইন্টেলেকচুয়ালস অফ বেঙ্গল বা পিআইবি। ওবিসি সমস্যার গভীরতা অনুভব করে আমরা প্রোগ্রেসিভ ইন্টেলেকচুয়ালস অফ বেঙ্গল বা পিআইবির পক্ষ থেকে বিভিন্ন মুসলিম সংগঠনগুলির সঙ্গে কথা বলে একটি জয়েন্ট ফোরাম তৈরির চেষ্টা করি। বহু ছাত্রদরদি মানুষ এগিয়ে আসেন। পিআইবির উদ্যোগে সুপ্রিম কোর্টে এই মামলায় অংশ নেওয়ার জন্য গঠিত হয় জয়েন্ট ফোরাম। ওবিসি বাতিলের ফলে উচ্চশিক্ষায় মুসলিমদের অংশগ্রহণের সম্ভাবনা ক্ষীণ হতে থাকে। বহু ছাত্র-ছাত্রী যোগাযোগ করতে থাকেন পিআইবি'র সাথে । এই সকল ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে দাঁড়ায় জয়েন্ট ফোরাম। সিভিল অ্যাপিলেট জুরিসডিক্সনে স্পেশাল লিভ পিটিশন দায়ের করা হয়। বহু সহৃদয় ব্যক্তি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী বিশিষ্ট আইনজীবী সাদান ফারাসাতকে অ্যাডভোকেট হিসেবে নিয়োগ করে জয়েন্ট ফোরাম।

ওবিসি শংসাপত্র বাতিল সংক্রান্ত সমস্যার সঙ্গে বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষা ও কেরিয়ার জড়িত থাকার কারণে বিষয়টির অপরিসীম গুরুত্বের কথা ভেবে আমরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। সুপ্রিম কোর্টে ওবিসি মামলার প্রথম শুনানির দিন রাজ্য সরকার ইন্দিরা জয়সিংহ-কে অ্যাডভোকেট নিয়োগ করেছিল। অপরপক্ষে ছিলেন এক ঝাঁক অত্যন্ত নামি আইনজীবী। মামলায় লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর স্বার্থকে রক্ষা করতে আমরা পিআইবি'র তরফে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে কপিল সিব্বল অথবা অভিষেক মনু সিংভিকে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এডভোকেট হিসেবে নিযুক্ত করার দাবি জানানো হয়। রাজ্য সরকার পরবর্তী হিয়ারিংয়ে কপিল সিব্বলকে আইনজীবী হিসেবে সুপ্রিম কোর্টে নিযুক্ত করে। এই গুরুত্বপূর্ণ মামলায় কেবলমাত্র সরকার পক্ষের উপরে ভরসা করে থাকা সমীচীন হবে না মনে করে জয়েন্ট ফোরামের প্রতিনিধিরা দায়িত্বের সঙ্গে এই মামলা তদারক করতে থাকেন। সুপ্রিমকোর্টে কেবল ভালো মানের উকিল দেওয়াই নয়, ওবিসি সংক্রান্ত অন্যান্য সমস্যাগুলি স্পষ্টভাবে চিঠি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরেও জানানো হয়। এছাড়া ওবিসি নন ক্রিমি লেয়ার সার্টিফিকেট পেতে সমস্যা, ওবিসি বাতিল ইস্যুতে পদ্ধতিগত ত্রুটি থাকলে সেই ত্রুটিকে ঠিক করা এবং রাজ্য তালিকাভুক্ত ওবিসিদেরকে কেন্দ্রীয় তালিকা ভুক্ত করা ইত্যাদি বিষয় নিয়েও মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, ওবিসি শংসাপত্র বাতিল হওয়ার জেরে রাজ্যজুড়ে নন ক্রিমিলেয়ার (এনসিএল) সার্টিফিকেট পাওয়া নিয়ে চরম ভোগান্তির শিকার হয় ছাত্র-ছাত্রী সহ চাকরিপ্রার্থীরা। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পর বিভিন্ন কলেজ ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। কিন্তু বিচারাধীন বিষয়ের যুক্তি দেখিয়ে বহু এসডিও অফিস থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের নন ক্রিমি লেয়ার বা এনসিএল সার্টিফিকেট দেওয়া হচ্ছিল না বলে অভিযোগ চরমে ওঠে। হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী সরকারি অফিসগুলোতে হয়রানির শিকার হচ্ছিল বলে অভিযোগ করেন। কিন্তু সমস্যাটির ব্যাপ্তি এত বিস্তৃত ছিল যে রাজ্য সরকারের সক্রিয় উদ্যোগ ছাড়া এই সমস্যার মোকাবেলা করা সম্ভব ছিল না। কারণ, বিষয়টি পুরোপুরি রাজ্যের আধিকারিক এবং প্রশাসনের নিজস্বতার বিষয়। বিশেষ করে, যখন কলকাতা হাইকোর্ট ওবিসি বাতিল নিয়ে নির্দিষ্ট রূপরেখা দিয়েছে, তাই সেই নির্দেশিকা অনুযায়ী বাতিল হওয়া ওবিসি তালিকাভুক্তদের এনসিএল সার্টিফিকেট দেওয়া নিয়ে আতান্তরে পড়েন আধিকারিকরা। বহু আধিকারিক বিষয়টির আইনি দিক খুঁটিয়ে দেখে কতিপয় ক্ষেত্রে এনসিএল সার্টিফিকেট ইস্যু করা হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আধিকারিকরা নিমরাজি হন অথবা প্রত্যাখ্যান করেন সার্টিফিকেট দেওয়া থেকে। ক্রমান্বয়ে এই ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কঠিন সমস্যার মুখোমুখি হয় সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীরা। বিভিন্ন সংখ্যালঘু সংগঠন এ নিয়ে প্রতিবাদ সংগঠিত করে। এগিয়ে আসে পিআইবিও। রাজ্য সরকারকে লিখিতভাবে জানিয়ে ওবিসি এনসিএল সার্টিফিকেট ইস্যু করার বিষটি নিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সমন্বয়ের অভাবে বিভিন্ন মুসলিম সংগঠন পৃথক পৃথকভাবে এনিয়ে রাজ্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে সমস্যার সমাধানের দাবিতে সোচ্চার হয়। বিষয়টি নিয়ে শাসক দলের বিভিন্ন সংখ্যালঘু নেতা মন্ত্রীরা যাতে মুখ্যমন্ত্রীর কর্ণগোচরে আনেন তা জন্য বিভিন্ন সংখ্যালঘু মহল সক্রিয় ওঠে। প্রয়োজনীয় ওবিসি এনসিএল সার্টিফিকেট জোগাড় করতে না পারায় সরকারি চাকরি কিংবা বিভিন্ন কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু পড়ুয়ারা যে প্রবল সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে সেই, খবর পৌঁছে যায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। তিনি সপ্রতিভভাবে ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ নবান্ন সভাঘর থেকে এসডিও দের এই সমস্যাটিকে যত্ন সহকারে দেখতে নির্দেশ দেন। কিন্তু আইনি জটিলতার কারণে এই মর্মে কোন নির্দেশিকা জারি করা সম্ভব হয়নি বলে নবান্ন সূত্র জানায়। ফলে, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ সত্ত্বেও বিভিন্ন এসডিও অফিসার ওবিসি এনসিএল সার্টিফিকেট দিতে অস্বীকার করেন বলে অভিযোগ ওঠে। সংখ্যালঘুদের অভিযোগ, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশিকা মেনে শংসাপত্র দেওয়ারি আর্জি জানানো হলেও বহু এসডিও তা প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে, বিশেষত বিপদে পড়েন মেডিকেলে ভর্তির পরীক্ষার (নিট) সফল সংখ্যালঘু পরীক্ষার্থীরা। সংবাদমাধ্যমে এই বঞ্চনার কথা প্রকাশ হতে থাকে। উঠে আসে এক শ্রেণির প্রশাসনিক কর্তাদের বিমাতৃসুলভ মনোভাবও। এর ফলে এক কৃতী সংখ্যালঘু নিট উত্তীর্ণকে ব্যাপক হয়রানির শিকার হতে হয়। এই বঞ্চনার প্রতিকারের সন্ধানে পিআইবি-র তরফে বেশ কিছু বিশিষ্টজন ও পিআইবি'র প্রতিনিধি 'ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস ওয়েলফেয়ার' দপ্তর এর সল্টলেকের অফিসে দরবার করেন। এমনকী তারা জয়েন্ট কমিশনার তথা অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি অভিজিৎ মুখার্জির সাথে কথা বলেন সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেন। তাতেও সুফল মেলেনি। কিন্তু প্রচেষ্টা রাখার চেষ্টা করি। পিআইবির তরফ থেকে পুনরায় মুখ্যমন্ত্রী এবং সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সংখ্যালঘুদের ওবসি শংসাপত্র সমস্যার কথা লিখিতভাবে জানিয়ে "যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের" আবেদন জানানো হয়। এর পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন জনপ্রতিনিধি, রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান সহ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও মুসলিম ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের শরণাপন্ন হয় পিআইবি।

বাস্তব পরিস্থিতি বলছে এই মুহূর্তে রাজ্যের জ্বলন্ত সমস্যা গুলির মধ্যে অন্যতম হল ওবিসি ইস্যু। যে সমস্যার এখনো পর্যন্ত কোনো নিরসন হয়নি। হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী ও তাদের পরিবারের হয়রানি চলছেই। বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন হওয়ায় দায় এড়াচ্ছেন সকলেই। চরম সমস্যায় ভুগছেন ওবিসি শংসাপত্র ধারীরা। ছাত্র-ছাত্রী থেকে চাকরি প্রার্থী সকলেই চিন্তিত। কবে কাটবে এই জট, আশায় দিন গুনছেন রাজ্যবাসী ।

ওবিসি শংসাপত্র নিয়ে সমস্যার কথা অবগত করার পর রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা ডেবরার বিধায়ক ড. হুমায়ুন কবির ওবিসি ইস্যু বিধানসভায় তোলেন।

সংখ্যালঘুদের এই ওবিসি সমস্যার সমাধানে বিশেষ উদ্যোগ রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন সাংসদ আহমদ হাসান ইমরানের কাছে বিষয়টি নিয়ে আর্জি জানায় পিআইবি। শুধুমাত্র এখানেই থেমে না থেকে মুসলিম সমাজের প্রান্তিক স্তরে ওবিসি নিয়ে সচেতনতা তৈরি করার জন্য পিআইবি'র প্রতিনিধিরা ফুরফুরা শরীফের বিভিন্ন পীরজাদাদের সঙ্গে দেখা করেন। বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীর কাছেও আবেদন করা হয় যাতে তিনি এই ইস্যু নিয়ে বিধানসভায় প্রশ্ন উত্থাপন করেন। এরপরও এখনও ওবিসি সমস্যা নিয়ে কোনও সুনির্দিষ্ট পথের সন্ধান মেলেনি। সংখ্যালঘু সমাজ তাকিয়ে রয়েছে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের দিকে। তবে, যেভাবে সুপ্রিম কোর্টে ওবিসি মামলা বিলম্বিত হচ্ছে তা সংখ্যালঘু সমাজকে ভাবিয়ে তুলছে। যদিও রাজ্য সরকারের পাশাপাশি শুধু পিআইবি নয়, বিভিন্ন মুসলিম সংগঠন ও ব্যক্তি সুপ্রিম কোর্টে ওবিসি মামলায় শরিক হয়ে জোরদার সওয়াল করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টের শুনানিতে রাজ্য সরকারের পক্ষে বরিষ্ঠ আইনজীবী কপিল সিব্বাল যেভাবে সওয়াল করেছেন তা আশার আলো জ্বালালেও চূড়ান্ত রায়ের আগে বলা সম্ভব নয় কলকাতা হাইকোর্টের ওবিসি নিষেধাজ্ঞায় স্থগিতাদেশ হবে কিনা, অথবা তাদের সেই নিষেধাজ্ঞা বাতিল হবে কিনা।

তবে, বাস্তব পরিস্থিতি বলছে এই মুহূর্তে রাজ্যের জ্বলন্ত সমস্যা গুলির মধ্যে অন্যতম হল ওবিসি ইস্যু। যে সমস্যার এখনো পর্যন্ত কোনো নিরসন হয়নি। হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী ও তাদের পরিবারের হয়রানি চলছেই। বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন হওয়ায় দায় এড়াচ্ছেন সকলেই। চরম সমস্যায় ভুগছেন ওবিসি শংসাপত্র ধারীরা। ছাত্র-ছাত্রী থেকে চাকরি প্রার্থী সকলেই চিন্তিত। কবে কাটবে এই জট, আশায় দিন গুনছেন রাজ্যবাসী ।

(মতামত লেখকের ব্যক্তিগত)

সুদানে কি আরব আমিরাতের স্বপ্নের পতন হতে যাচ্ছে

খলিল চার্লস

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে একটি পোস্টে সুদানি বিশ্লেষক তাজ আল-স্যার ওথম্যান ওয়াদ মাদানির মুক্তিকে সিরিয়ার আলেপ্পোর শহরের মুক্তির সঙ্গে তুলনা করেছেন।

তিনি তাঁর পোস্টে লেখেন, 'আলেপ্পোর পতন যদি লেভান্তে ইরানি স্বপ্নের পতনের শুরু হয়ে থাকে, তাহলে ওয়াদ মাদানির পতন সুদানে সংযুক্ত আরব আমিরাতের ধ্বংসাত্মক স্বপ্নের পতন।' ওথম্যানের এ মন্তব্য সুদানের আর্মড ফোর্সেস (এসএএফ) হাতে আল-জাজিরা রাজ্যের রাজধানী ওয়াদ মাদানির মুক্ত হওয়ার প্রসঙ্গটিকে চিহ্নিত করা যায়। ওয়াদ মাদানি সুদানের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। আধা সামরিক বাহিনী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ) এক বছরের বেশি সময় যে সহিংস দখলদারি চালিয়ে আসছিল, সে প্রেক্ষাপট থেকে এ বিজয় একটা আশার আলো।

ওয়াদ মাদানি মুক্ত হওয়ার ঘটনাটি সুদানের গৃহযুদ্ধের গতিপথে একটি নিষ্পত্তিমূলক পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করে। এ ঘটনা সুদানের ক্ষমতার ভারসাম্য পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। এ অগ্রগতি খার্তুমের নিকটবর্তী আল-জাজিরায় আরএসএফের আগ্রাসনের আগের অবস্থানে ফ্রন্টলাইনকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পোস্ট থেকে এটা অনুমান করা যায় যে সুদানের সেনাবাহিনী যেকোনো মুহূর্তে খার্তুমে ঝড় তুলবে।

ওয়াদ মাদানি পুনরুদ্ধারের ঘটনা সুদানের সেনাবাহিনীর জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। এটি কৌশলগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ শহর। পোর্ট সুদান বা সুদান বন্দর থেকে বেশ কয়েকটি রুটে যাওয়ার সংযোগস্থল এ শহরটি। অবস্থানের দিক থেকে আবার রাজধানীর কাছাকাছি অবস্থান।

আল-জাজিরা রাজ্যটি সুদানের রুটির ঝুড়ি বলে খ্যাত। হোয়াইট নীল ও ব্লু নীল নদের মধ্যে অবস্থানের কারণে এটা কৃষি উৎপাদনের বড় একটা ক্ষেত্র।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, ওয়াদ মাদানির পুনরুদ্ধার এসএএফ ও তাদের সহযোগীদের নৈতিক মনোবল বাড়াবে।

তারা বলছে, আরএসএফের দখল থেকে সব ভূখণ্ড উদ্ধার করার আগ পর্যন্ত তারা লড়াই চালিয়ে যাবে।

ওয়াদ মাদানির দক্ষিণে সেন্নার মুক্ত হওয়ার পর থেকে এসএএফ এবং মিত্রবাহিনী উত্তরে ওয়াদ মাদানির দিকে ক্রমেই অগ্রসর হচ্ছিল। এ সপ্তাহের শুরুতে আল-শাবার্গ, হজ আবদুল্লাহ এবং উম আল-কুরা শহরগুলোর পাশাপাশি কিছু ছোট গ্রাম পুনরুদ্ধার করে।

১২ জানুয়ারি এসএএফ তাদের অভিযাত্রার গতি তীব্র করে। মিত্রবাহিনী নীলনদের পূর্ব দিক থেকে হান্টুব সেতু হয়ে ওয়াদ মাদানিতে প্রবেশ করে।

আরএসএফ মিলিশিয়াদের শহর থেকে বের করে দেওয়ার পর তাদের নির্মিত অস্থায়ী কারাগারে আটক বন্দীদের মুক্তি দেয়।

এসব বন্দীকে অত্যন্ত বাজে পরিবেশে আটকে রাখা হয়েছিল। বন্দীদের অনাহারে রাখা হয়েছিল। তাঁদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়েছিল। এমনকি তাঁদেরকে চিকিৎসাও দেওয়া হয়নি। সুদান ট্রিবিউনের খবরে বলা হয়েছে, ওয়াদ মাদানির এসএএফের ফিল্ড কমান্ডার বন্দীদের পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার আগে হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়ার আদেশ দেন।

ওয়াদ মাদানির উত্তর দিকে এসএএফ বাহিনী এখন অগ্রসর হচ্ছে। এসএএফের মিত্র সুদান শিল্ড ফোর্সেস এখন পূর্ব আল-জাজিরা ও এর আশপাশের এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে।

আরএসএফ এখন খার্তুমের নিকটবর্তী উত্তর আল-জাজিরায় তাদের সেনা অবস্থানে পিছু হটেছে।

বিজয়ের আনন্দের মধ্যেও বেদনা আছে। ওয়াদ মাদানি শহরটি মৌলিক সেবা থেকে বঞ্চিত। পুরো শহরটি বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ থেকে বিচ্ছিন্ন। আরএসএফের সশস্ত্র যোদ্ধারা সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস এবং জিনিসপত্র লুটপাট করেছেন।

ওয়াদ মাদানিতে এসএএফের বিজয় এবং আরএসএফের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা আরোপের ঘটনা এই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে আধা সামরিক বাহিনী আরএসএফ আর আগের অবস্থানে ফিরে আসতে পারবে না। গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্র দাগালো এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতে আরএসএফ পরিচালিত সাতটি কোম্পানির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে।

কয়েক মাস ধরে জাতিসংঘে তথ্যপ্রমাণ উপস্থাপনের পর জো বাইডেন প্রশাসন অবশেষে আরএসএফ ও এর প্রক্সিদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দিল।

আরএসএফকে সন্ত্রাসী সংগঠনের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে মার্কিন প্রশাসন এই স্বীকৃতি দিল যে আরএসএফ গণহত্যা চালিয়েছে।

এ ঘটনার তাৎপর্য হচ্ছে, সুদান নিয়ে যেসব উদ্যোগ চলছিল, সেগুলো অকার্যকর হয়ে গেল।

বিশেষ করে সুদান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার ক্ষেত্রে তুরস্ক সরকারের উদ্যোগ এখন ভেস্তে গেল। আরব আমিরাতকে সুদান যুদ্ধে ইন্ধন জোগানোর জন্য অভিযুক্ত করা হয়। এ উদ্যোগে আরএসএফকে বৈধতা দেওয়া, তুরস্ক ও আরব আমিরাতের তত্ত্বাবধানে আরএসএফের সঙ্গে এসএএফের একীভবনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। যাহোক, যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা এ প্রস্তাবটির কার্যকারিতাকে অকেজো করে দেয়। আরএসএফ ও তাদের মিত্ররা রাজনৈতিক ও সামরিকভাবে বৈধতার অর্জনের যে আশা করেছিল, সেই আশার গুঁড়ে এখন বালি পড়তে দিয়েছে।

তুরস্কের মধ্যস্থতায় এ উদ্যোগে একটি বিধান ছিল বেসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠা ও আবদুল্লাহ হামদোককে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পুনর্বহাল করা। ২ জানুয়ারি বার্তা সংস্থা রয়টার্সে প্রকাশিত একটি খবর থেকে জানা যায়, সুদানের তাগাদুম (দ্য সুদানিজ কোঅর্ডিনেশন সিভিল ডেমোক্রেটিক ফোর্সেস) আরএসএফ নিয়ন্ত্রিত এলাকায় নতুন একটি বেসামরিক সরকার গঠনের ঘোষণা দেয়।

আরএসএফের সঙ্গে তাগাদুম ও হামদোকের জোট একটি রাজনৈতিক অশুভ চক্রে পরিণত হয়েছে। অনেক বিশ্লেষক বলছেন, এ জোটটিকে আর সুদানের ভবিষ্যৎ-সম্পর্কিত আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।

খলিল চার্লস যুক্তরাজ্যের সাংবাদিক

মিডলইস্ট মনিটর থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

প্রথম নজর

বাঁকুড়ার সিদ্দিক-ই আকবর মিশনে দুদিনের শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বাঁকুড়া

আপনজন: শিক্ষাদান হয়ে উঠুক আরো ক্ষুরধার। প্রয়োজন আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকাদেরকে আরো আধুনিক করে তোলার। আর এর জন্য মতবিনিময়ের মাধ্যমে নিজেদেরকে আদর্শ শিক্ষক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য জিডি স্টাডি সার্কেল হাতে নিয়েছে বিভিন্ন মিশনের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য বিশেষ কর্মশালা।

শনিবার বাঁকুড়ার খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান সিদ্দিক-ই-আকবর মিশনে শুরু হওয়া দুদিনের কর্মশালার প্রথম দিনের প্রারম্ভিক অধিবেশনে কথাগুলো বলেন বিশিষ্ট শিক্ষা প্রশাসক অবসরপ্রাপ্ত আইএএস শেখ নুরুল হক। তিনি আরো বলেন অনুসন্ধান সোসাইটির সহযোগিতায় কলকাতা এবং বিভিন্ন অঞ্চলের বিশিষ্ট প্রশিক্ষকদের উপস্থিতিতে এই ধরনের আয়োজন আমরা বছরভর চালিয়ে যাচ্ছি। বিভিন্ন মিশনের শিক্ষক শিক্ষিকারা এতে প্রভূত উপকৃত হচ্ছেন এবং এর থেকে সরাসরি লাভবান হচ্ছে রাজ্যের মূলত প্রান্তিক অঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীরা। তিনি আরো বলেন, আমরা তাদের দিকে তাকিয়েই বিভিন্ন মিশনে দুদিনের কর্মশালার আয়োজন করছি। হাতে কলমে পড়াশোনাকে আনন্দময় করে তুলতে বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হচ্ছে এই কর্মশালাগুলিতে। এদিন সিদ্দিক-ই-আকবর মিশনে দুদিনের এই কর্মশালার প্রারম্ভিক অধিবেশনে ‘পরিবর্ত পরিস্থিতিতে লেখাপড়ার অভিমুখ ও দক্ষতা অনুযায়ী ভবিষ্যতের লক্ষ্য নির্ধারণ’ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন বিশিষ্ট শিক্ষা প্রশাসক ও লেখক মেচবাহার সেখ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষক ডঃ পার্থ সারথি দাস, সৈকত গাঙ্গুলী, শুভজিৎ মাইতি, সিদ্দিক-ই-আকবর মিশনের সম্পাদক মাসুদ মিদ্দে প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মিশনের সভাপতি সৈয়দ ফজলুর রহমান।

আশার আলো ফ্রী স্কুলে চতুর্থ শিক্ষাবর্ষের ক্লাসের উদ্বোধন হল

আজিম শেখ ● নলহাটি

আপনজন: বীরভূম জেলার নলহাটি ২ ব্লকের অন্তর্গত বারা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে জ্যেষ্ঠা গ্রামে আশার আলো বিদ্যানিকেতনের কথা এলাকার মানুষের মুখে মুখে। কারণ অতি মহামারী কোভিড ১৯ এর সময় যখন আর্থিকভাবে অনেকেই দুর্বল হয়ে পড়েন। সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছিলে সেই সময় অনেক ছাত্র ছাত্রী পরিবারের দিকে তাকিয়ে পড়াশোনা ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেন। কিছু ছেলে সংসারের হাল ধরতে কাজ করতে চলে যান আর কিছু মেয়ের বাল্য বিবাহ হয়ে যায়। তাই এসব বন্ধ করতে বীরভূম ফেইথ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি সেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে শিক্ষিত যুবক/ যুবতীদের নিয়ে ২০২১ সালে অভিযান শুরু করেন। এবং ফাইনালি ২০২২ সালে জ্যেষ্ঠা হাঁসাপুর গ্রাম রক্ষী বাহিনীর কমিউনিটি হল ঘরে আশার আলো বিদ্যানিকেতন ফ্রী স্কুল উপস্থাপন করে ফেলেন। এখানে মাধ্যমিক স্তরের ক্লাস নাইন ও টেনের সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়ানোর সুব্যবস্থা করেন। এদিকে গ্রাম ও এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে এলাকার শিক্ষিত যুবক/ যুবতীরা বিনা পারিশ্রমিকে ও বিনা স্বার্থে গত তিন বছর ধরে আশার আলো বিদ্যানিকেতনে শিক্ষকতা করে আসছেন। শিক্ষক/ শিক্ষিকা মন্ডলীদের একটাই বাক্য আমরা গত তিন বছর যেভাবে পড়িয়ে আসছি সেভাবেই আমরা আগামী দিন গুলোতেও অনুরূপভাবে পড়িয়ে যেতে চাই।

এছাড়াও বীরভূম ফেইথ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি সেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষ ছাত্র ছাত্রীদের পড়াশোনার মনোবল বৃদ্ধি করতে আশার আলো বিদ্যানিকেতন এর ক্লাসে ৮৫% উপস্থিত সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আশার আলো চ্যাম্পিয়নশিপ - (বৃত্তি) সেশন শেষে ব্যবস্থা ও দুস্থ ছাত্র ছাত্রীদের জন্য বই বিতরণের ব্যবস্থা করেন। আজকে উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন মোশারফ হোসেন। বীরভূম ফেইথ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি সম্পাদক মহঃ মুস্তাফিজুর রহমান জানান শিক্ষা হলো জাতির মেরুদন্ড। যে কোনও শিক্ষা সঠিক ভাবে গ্রহন করতে পারলেই আমরা পৃথিবী কে পাল্টে ফেলতে পারি ।

সঞ্জয়কে নিয়ে বিকাশের মন্তব্য

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: অন্য কেউ কিছু আশা করেনি। ক্লাস সিক্সের ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেও সেও এই কথাই বলত। সঞ্জয় রায়কে দোষী সাব্যস্ত করার মধ্যে কৃতিত্বের কিছু নেই। সিবিআই অন্য কাউকে ধরতে পারেনি। এটা সিবি আই এর চূড়ান্ত ব্যর্থতা। তিলোত্তমা কান্ডের রায় নিয়ে এই ভাষাতেই প্রতিক্রিয়া দিলেন সিপিএম এর রাজ্যসভার সাংসদ তথা বিশিষ্ঠ আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য। তিলোত্তমা কান্ডে শুধুমাত্র সঞ্জয় রায়কে দোষী সাব্যস্ত করা নিয়ে বিকাশ ভট্টাচার্যর দাবি সঞ্জয় রায় ছাড়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দোষী সাব্যস্ত করার ক্ষমতা বিচারালয়ের নেই। সিবিআইয়েরও নেই।

অবৈধভাবে মাটি কাটা বন্ধ করতে পুলিশের বিশেষ অভিযান

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: শনিবার শান্তিপুরের বিভিন্ন জায়গায় বেআইনিভাবে মাটিকাটা বন্ধ করতে বিশেষ অভিযান চালালো শান্তিপুর থানা পুলিশের বিশেষ একটি টিম, এরপর শান্তিপুর মেথির ডাঙ্গা সহ শান্তিপুর ফুলিয়া ও আরো বেশ কয়েকটি জায়গায় অভিযান চালিয়ে একাধিক মাটি বোঝাই ট্রাক্টরকে আটক করে। পুলিশ সূত্রের খবর, বিভিন্ন খাদান ও জলাশয় জায়গা থেকে বেআইনিভাবে মাটি কাটার খবর পাই পুলিশ, এরপর এই সমস্ত জায়গা গুলিতে হানা দেয়। জানা গেছে, এখন থেকে বেআইনিভাবে মাটিকাটা বন্ধ করতে একই অভিযান চালিয়ে যাবে শান্তিপুর থানার পুলিশ। উল্লেখ্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবৈধভাবে মাটি কাটা এবং জলাশয় বুঝিয়ে দেওয়া এই সমস্ত বিষয়গুলি নিয়ে করা বার্তা দিয়েছেন। তারি ফলস্বরূপ রানাঘাট পুলিশ জেলার প্রত্যেকটি থানায় চলছে একই অভিযান। সূত্রের খবর অবৈধভাবে মাটি কেটে ট্রাক্টরে লোড করে এই মাটি চলে যায় বিভিন্ন ইটভাটায়, এর পেছনে কাজ করছে অসাধু ব্যবসায়ীরা। এখন দেখার পুলিশের এই অভিযানে এই অবৈধ মাটিকাটা কত দিনে বন্ধ হয়।

রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে তেনজিং নরগে অ্যাওয়ার্ড পেলেন সায়নী

এম এস ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: পূর্ব বর্ধমান জেলার গর্ব সায়নী দাসের নামে যুক্ত হলো আরেকটি অনন্য কীর্তি। সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাত থেকে তিনি গ্রহণ করলেন তেনজিং নরগে অ্যাডভেঞ্চার অ্যাওয়ার্ড। ভারতের অন্যতম সেরা সম্মানগুলির মধ্যে এটি একটি, যা দুঃসাহসিক অভিযানে অসামান্য সাফল্যের জন্য প্রদান করা হয়।

সায়নী দাস তার অসাধারণ দক্ষতা ও অধ্যবসায় দিয়ে কেবল পূর্ব বর্ধমান নয়, গোটা দেশ তথা এশিয়ার গর্ব হয়ে উঠেছেন। ভারতের প্রথম মহিলা হিসেবে নর্থ চ্যানেল জয় এবং এশিয়ার প্রথম মহিলা হিসেবে সপ্তসিন্ধুর পাঁচটি চ্যানেল জয় করার বিরল কৃতিত্ব তার। তিনি ইতিমধ্যেই জয় করেছেন ইংলিশ চ্যানেল, ক্যালিফোর্নিয়ার ক্যাটালিনা চ্যানেল, হাওয়াইয়ের মলোকাই চ্যানেল, নিউজিল্যান্ডের কুক প্রণালী এবং আয়ারল্যান্ডের নর্থ চ্যানেল। সাইনি দাসের স্বপ্নটা শুরু হয়েছিল অনেক আগে। ২২ বছর আগে বাংলার আরেক সাঁতারু বুলা চৌধুরী এই পুরস্কার পেয়েছিলেন। দেশের ক্রীড়া যুব কল্যাণ দপ্তরের এই পুরস্কারের অর্থমূল্য ১৫ লক্ষ টাকা। সায়নী দাসের আগামী লক্ষ্য জিব্রাল্টার চ্যানেল । যার যাতায়াত খরচা ও অন্যান্য খরচা করতে এই পয়সা সাহায্য করবে ।

সায়নীর এই যাত্রা সহজ ছিল না। প্রতিটি চ্যানেল জয় করতে গিয়ে তাকে লড়াই করতে হয়েছে প্রবল ঠান্ডা, উত্তাল ঢেউ, স্রোতের বিপরীতে এবং জেলিফিশের আক্রমণের মতো অসংখ্য প্রতিকূলতার সঙ্গে। কিন্তু তার অদম্য সাহস এবং একাগ্রতা তাকে প্রতিটি বাধা অতিক্রম করতে সাহায্য করেছে। তার এই সাফল্যের পেছনে রয়েছে কঠোর পরিশ্রম, নিরলস প্রশিক্ষণ এবং নিয়মানুবর্তিতার গল্প। প্রতিদিন ভোরবেলায় শুরু হওয়া তার অনুশীলন পর্ব, সাঁতারের প্রশিক্ষণ এবং শরীরচর্চার পাশাপাশি তিনি সঠিক খাদ্যাভ্যাস মেনে নিজেকে প্রস্তুত করেছেন। তার এই যাত্রায় পরিবারের পাশাপাশি প্রশিক্ষকেরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। সায়নী কেবল একজন সাঁতারু নন, তিনি একজন সমাজসেবীও। পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের উদ্যোগে আয়োজিত মেয়েদের আত্মরক্ষার কর্মশালা ‘অপরাজিতা’-তে অংশগ্রহণ করে তিনি মেয়েদের সুরক্ষা বিষয়ে সচেতনতা বাড়িয়েছেন। তার এই উদ্যোগ নারীদের আত্মবিশ্বাস এবং নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ। সায়নীর স্বপ্ন সপ্তসিন্ধুর বাকি দুইটি চ্যানেল জয় করে ইতিহাসের পাতায় নিজের নাম চিরস্থায়ী করা। এই সম্মান তার জন্য নতুন উদ্দীপনা যোগাবে। রাষ্ট্রপতি ভবনের মঞ্চে এই বিরল সম্মাননা অর্জনের মুহূর্তে উপস্থিত ছিলেন অসংখ্য গুণী ব্যক্তিত্ব। সায়নীর কৃতিত্ব আগামী প্রজন্মকে ক্রীড়াক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করবে এবং এক আদর্শ হয়ে থাকবে।

নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিদর্শনে আচমকা হাজির ডিএসপি

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিদর্শনে আচমকা হাজির ডিএসপি। শুক্রবার গভীর রাতে বালুরঘাট সদর হাসপাতাল, সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ভবন, বালুরঘাট নার্সিং কলেজ, কোর্ট চত্বর সহ অন্যান্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় পরিদর্শন করেন ডিএসপি (সদর) বিক্রম প্রসাদ। সঙ্গে ছিল বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস সহ পর্যাপ্ত পুলিশ বাহিনী।

জানা গিয়েছে, রাতে শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকা গুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতেই পুলিশের তরফে এই পরিদর্শন। হাসপাতালসহ নার্সিং কলেজ, কোর্ট চত্বর সহ গুরুত্বপূর্ণ জায়গা গুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা যাতে কোন খামতি না থাকে সেজন্যই জেলা পুলিশের তরফে এই বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এদিন মাঝরাতে হাসপাতালসহ বালুরঘাট শহরের বাস স্ট্যান্ড এলাকা, শ্মশান সহ বিভিন্ন জায়গার নিরাপত্তা সম্পর্কিত যাবতীয় ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন ডেপুটি পুলিশ সুপার। এই রূপ অতর্কিতে পরিদর্শন মাঝেমধ্যেই চলবে বলে জানা গিয়েছে।

এ বিষয়ে ডিএসপি (সদর) বিক্রম প্রসাদ বলেন, ‘এটি আমাদের একটি সারপ্রাইজ ভিজিট। আরজিকর ঘটনার পরও আমরা এই ধরনের ভিজিট করেছি। আমরা সেই সময় বলেছিলাম এ ধরনের ভিজিট নিয়মিত চলবে। পাশাপাশি হাসপাতাল চত্বরে যে সিসিটিভি ক্যামেরা, কন্ট্রোল রুম রয়েছে সেগুলোও আমরা খতিয়ে দেখলাম। সিসিটিভি সব ঠিকঠাক কাজ করছে কিনা সেটিও দেখা হয়েছে। মোটের উপরে সবকিছু ঠিকঠাক রয়েছে।’

সেকেন্দারচকে রক্তদান শিবির ও শীতবস্ত্র বিতরণ

আর. এ. মন্ডল ● ইন্দাস

আপনজন: বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের ব্লকের সেকেন্দার চক বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন মাঠে ১৫ ই জানুয়ারি “সেকেন্দারচক সেবা ফাউন্ডেশন”-এর উদ্যোগে এক রক্তদান শিবির ও শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। এদিন প্রায় একশো জন রক্তদান করেন এবং পঞ্চাশের অধিক দুস্থ নারী ও পুরুষকে শীতবস্ত্র দেয়া হয়।

রক্ত সংগ্রাহক ছিলো বিষ্ণুপুর ব্লাড ব্যাংক। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাক্তার পি যশ,বিশেষ অতিথিদের মধ্যে ছিলেন সমাজসেবী দিলখান, বিশিষ্ট কমেডিয়ান রাজু মিদ্যা এবং জেলা পরিষদ সদস্য জিয়ারুল ইসলাম, বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক যুব সভাপতি সুব্রত দত্ত, উপপ্রধান ফারুক মেহতাব, প্রাক্তন স্বাস্থ্যকর্মী কাজী জামাল উদ্দিন ও গ্রামীণ চিকিৎসক ডাঃ সুরোজ প্রমুখ। এছাড়াও ফাউন্ডেশনের সভাপতি কাজী আজিমুল হক, সম্পাদক কাজী আজহার ,কাজী মনিরুল সহ সদস্যগণ। গ্রামবাসীর সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটি সুসম্পন্ন হয়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

কয়লা বোঝাই মালগাড়ির বগি লাইনচ্যুত

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম শেখ ● বীরভূম

আপনজন: কয়লা বোঝায় মালগাড়ির বগি লাইনচ্যুত হয়ে পড়ে। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের তারাপীঠ রোড রেলস্টেশনের কাছে। জানা যায় সাঁইথিয়া থেকে রামপুরহাটের দিকে আসার সময় কয়লা বোঝায় মাল গাড়ির একটি বগি চাকা ভেঙে লাইনচ্যুত হয়ে যায়। সূত্র মারফত জানা যায় বীরভূমের তারাপীঠ রোড স্টেশনের দাঙ্গাল রেলগেটের কাছে শনিবার সকাল ৯ঃ৪৫ নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে। তারপর থেকেই বর্ধমান রামপুরহাট আপ লাইনে ট্রেন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে পড়ে। যার ফলে রামপুরহাট স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ে হাওড়া ভাগলপুর বন্দে ভারত এক্সপ্রেস।এছাড়াও শিয়ালদা শিলচর কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস, হাওড়া আজিমগঞ্জ গণদেবতা এক্সপ্রেস আটকে পড়ে। বেশ কিছুক্ষণ ট্রেন চলাচল বিঘ্নিত হয়।

ভাঙড় কলেজ পেল ন্যাকের এ গ্রেড

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়

আপনজন: গ্রেড এ-এর মর্যাদা পেল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড় মহাবিদ্যালয়। ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট এ্যান্ড এ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল এই মর্যাদা দিয়েছে। জানা গেছে ৬ জানুয়ারি ২০২৫ “নাক”-এর এক প্রতিনিধি দল ভাঙড় মহাবিদ্যালয় পরিদর্শন আসেন। ১৬ জানুয়ারি ২০২৫ আসে শুভ সংবাদ। এ গ্রেড-এর মর্যাদা ঘোষণা করা হয় ভাঙড় মহাবিদ্যালয় কে। ভাঙড় মহাবিদ্যালয়ের ১ গ্রেড পাওয়ায় খুশির আমেজ ভাঙড় জুড়ে।

২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে কলকাতা বইমেলায় গৌরবময় উপস্থিতি

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ

*এবারের বইমেলার ম্যাসকট

আবারও
দেখা হবে

স্টল নং ৪০০
৭ ও ৮ নম্বর গেটের কাছে

২৮ শে জানুয়ারি - ৯ই ফেব্রুয়ারি ২০২৫
বই মেলা প্রাঙ্গণ, করুণাময়ী, সল্টলেক

নতুন বই প্রকাশ করতে ইচ্ছুকরা যোগাযোগ করতে পারেন

আপনজন পাবলিকেশন
৬ নং কিড স্ট্রীট, কলকাতা- ৭০০০১৬
ফোন- ৯৭৪৮৮৯২৯০২, ইমেল- aponzone@gmail.com

R.H. ACADEMY
স্বপ্ন সফলের সঠিক ঠিকানা
Estd: 2016

২০২৫-২৬ বর্ষে ছাত্রদের ভর্তি চলছে

ADMISSION OPEN FOR CLASS X1

Coaching Institute of Medical and Engineering

কলকাতা ও বারাসতের সুনামধন্য শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা নিয়মিত ক্লাস করানো হয়।

প্রতি সপ্তাহে বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষা ও মক টেস্ট, ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাসের ব্যবস্থা

ছাত্রদের পড়াশোনা এবং থাকা খাওয়ার জন্য হস্টেলের সুব্যবস্থা

একাদশ শ্রেণি থেকেই মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কোচিং করানো হয়

Call us
9073758397

Kazipara, Barasat, North 24 Parganas, Kolkata-700124

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবি-আসর

প্রবন্ধ: সারমাদ শহীদ: মুঘল ভারতের এক রহস্যপুরুষ
নিবন্ধ: ফাঁসিকাষ্ঠে তেরো হাজার আলেম
অণুগল্প: একটি বাগানের গল্প
বিশেষ প্রতিবেদন: প্রাচীন ভারতীয় পুঁথিশালার ইতিহাস এক ঐতিহাসিক পর্যালোচনা
ছড়া-ছড়ি: দোকানদার

মুঘল ভারতের এক রহস্যপুরুষ
সারমাদ শহীদ

সারমাদের জন্ম ১৫৯০ সালে আর্মেনিয়ার ইহুদি পরিবারে। ইহুদি এবং খ্রিষ্টীয় শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন অল্প বয়সেই। বাদ থাকেনি পারসিক সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতেও। পরবর্তীতে গ্রহণ করেন ইসলাম ধর্ম। মুসলিম বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী দার্শনিক মোল্লা সাদরার কাছ থেকে করেন শিক্ষা লাভ। তুলনামূলক ধর্মের আলোচনায় বিশেষ অনুরাগ ছিল তার। লিখেছেন **আহমেদ দিন।**

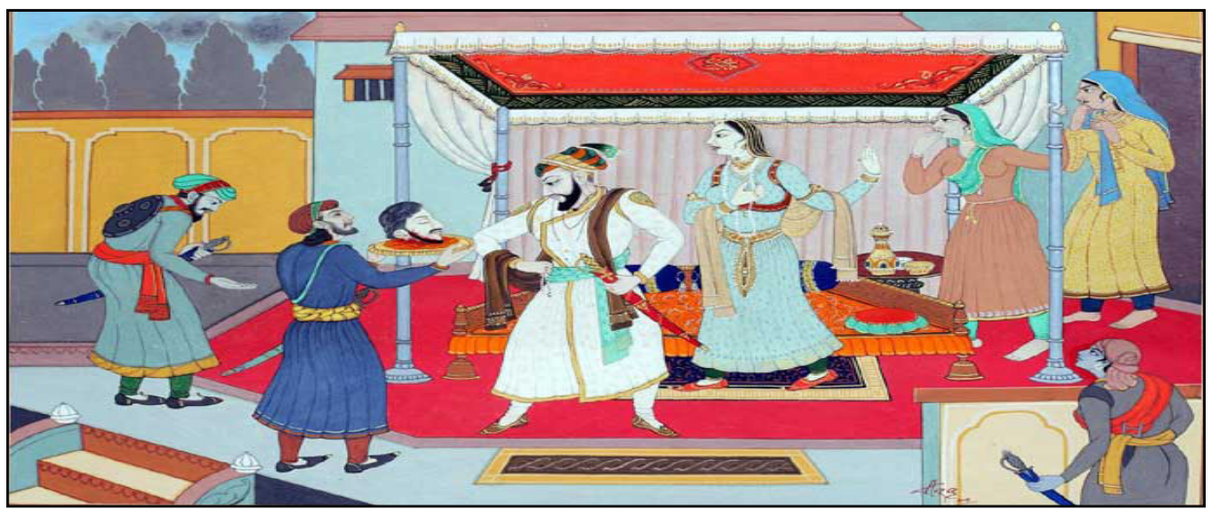

বেপরোয়া বলে কুখ্যাতি ছিল। মানতেন না স্বয়ং সম্রাটকেও। একদিন কোথাও যাচ্ছিলেন সম্রাট। যথারীতি তিনিও বসে ছিলেন পথের পাশে। তাকে দেখে সওয়ারি থেকে নেমে এগিয়ে এলেন সম্রাট। কাপড় দিয়ে ঢাকতে বললেন শরীর। কিন্তু নিতান্ত উপেক্ষায় জবাব এলো, "প্রয়োজন মনে হলে তুমিই ঢেকে দাও, পাশেই রাখা আছে কম্বল"। কম্বলটা টান দিতেই হতভম্ব সম্রাট। কেটে রাখা অনেকগুলো তাজা মাথা। তারই ভাই, ভাইপো এবং আত্মীয়দের; যাদের তিনি নিজেই হত্যা করেছিলেন পূর্বে। বেপরোয়া লোকটি মুখ খুললেন আরেকবারের জন্য, "এবার তাহলে বলো কী ঢাকবো? আমার শরীর নাকি তোমার পাপ?"
আলোচিত সম্রাট মুঘল শাসক আওরঙ্গজেব এবং বেপরোয়া রহস্যময় ব্যক্তিটি সারমাদ শহীদ। হয়তো গল্পটা অনেকটাই অতিরঞ্জিত, কিন্তু যুগ যুগ ধরে লোকমুখে প্রচলিত আখ্যানতে উত্থাপিত হয়েছে দুজনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। সপ্তদশ শতকের মুঘল ভারত। বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের নতুন জোয়ার চলছে চারদিকে। বারানসির গঙ্গাপাড় থেকে দিল্লি পর্যন্ত হচ্ছে জ্ঞানতাত্ত্বিক তর্ক-বিতর্ক। প্রাচীন ভারতীয় ন্যায় ও জৈন দর্শনের সাথে মুসলিম সুফি ইবনুল আরাবির 'ওয়াহদাতুল ওজুদ' মতবাদের তুলনা আলোচনা তখন তুঙ্গে। চলছে দার্শনিক ইবনে রুশদ্ থেকে সুফি জালালুদ্দিন রুমিকে নিয়ে ব্যাখ্যা। নব্য প্লেটোবাদীবাদীদের তত্ত্বও বাদ যায়নি। ইউরোপীয়দের আগমনের আগেই আধুনিকতা যেন পৌঁছে গেছে ভারতের মাটিতে। আর তাকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন সম্রাট আকবরের প্রপৌত্র দারা শিকোহ। কিন্তু পরিণাম তার ভালো হয়নি। নিজের অধিকার দিল্লির মসনদ থেকে কেবল বঞ্চিতই করা হলো না, নিশ্চিৎ করা হলো মৃত্যু। শত্রুর শেষ রাখতে নেই। তাই হয়তো পরিণাম ভালো হলো না দারা শিকোহর অন্যতম প্রিয় ব্যক্তি সারমাদের জন্যও। আওরঙ্গজেব তাকে শিরোচ্ছেদে মৃত্যুদণ্ড দেন। অথচ যে সকল অপরাধের জন্য তাকে দণ্ড ভোগ করতে হলো; তা থেকে তিনি মুক্ত। ক্ষমতার কাণ্ড দেখে কেবল হেসেছেন তিনি। আর কথাগুলো হয়ে উঠেছে কবিতা- 'যুম বা দরে মারেফাত গাদায়ে না কুনান', বা পরম সত্যের দরজা ভিন্ন আমি কারো কাছে ভিক্ষা চাই না। সারমাদের জন্ম ১৫৯০ সালে আর্মেনিয়ার ইহুদি পরিবারে। ইহুদি এবং খ্রিষ্টীয় শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন অল্প বয়সেই। বাদ থাকেনি পারসিক সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতেও। পরবর্তীতে গ্রহণ করেন ইসলাম ধর্ম। মুসলিম বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী দার্শনিক মোল্লা সাদরার কাছ থেকে করেন শিক্ষা লাভ। তুলনামূলক ধর্মের আলোচনায় বিশেষ অনুরাগ ছিল তার। মওলানা আবুল কালাম আজাদের মতে, তাঁর আরবি আর ফারসি ভাষার দখল ছিল 'দরজায়ে কামেল' বা সহজ কথায় বিস্ময়কর। তার নিজের জবানে-
সারমাদ! তু হাদিসে কাবা ও
দ্যায়ের মা কুন
দর ওয়াদিয়ে শক চু গুমরাহোঁ
স্যায়ের মা কুন
হাঁ শেওয়ায়ে বন্দগি যে শ্যায়তান
আমুয
য়াক কিবলা গুযি, সিজদায়ে বর
গ্যায়ের মা কুন'।
ও সারমাদ, কাবা আর মন্দিরের
গল্প বলো না আর,
সন্দেহের অন্ধ গলিতে ঘুরে মরো
না আর,
শিখতে হয় তো শয়তানের কাছ
থেকে শিখে নাও বন্দেগী,
সিজদা করতে হয় শুধু
একজনকেই, অন্য আর কারো
সামনে না।
(সারমাদ শহীদের রুবাইয়্যাত, পৃষ্ঠা- ৭৪)
১৬৩১ সালে থাট্টায় আগমন করেন সারমাদ শহীদ। ভারতের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কথা শুনে আট দশজনের মতোই আসাটা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যেই। মুঘল ভারতের প্রশাসনিক ভাষা তখন ফারসি এবং পারসিক পণ্যের বাজারও ছিলো বেশ চড়া। বর্তমান করাচির কাছাকাছি শহরটি ছিল তৎকালীন মুঘল সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রধান বন্দর।
ঐতিহাসিকরা প্রায়ই দাবি করেন, ভারতে প্রবেশ করার অনেক পথ আছে, কিন্তু বের হবার কোনো পথ নেই। সারমাদের জন্য কথাটা আরো বেশি করে সত্য। এখানকার জ্ঞানতাত্ত্বিক তর্ক-বিতর্ক এবং ধর্মালোচনা তাকে মুগ্ধ করে দারুণভাবে। তাই যাই যাই করেও ফিরে যাওয়া আর হয়ে উঠলো না। কোনো এক কবিতার জলসায় পরিচয় হয় হিন্দু বালক অভয় চাঁদের সাথে। ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠ হতে থাকে সম্পর্ক। অভয় চাঁদ তার কাছে থেকে ইহুদি ধর্মের পাশাপাশি হিব্রু ও ফারসি ভাষায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। প্রথমবারের মতো তাওরাত অনুবাদ করেন ফারসি ভাষায়।
এই সময় থেকেই প্রায়শ তিনি একরকম বিবসন হয়ে থাকা শুরু করেন। বড় করতে থাকেন চুল এবং নখ। এজন্য অবশ্য কেউ কেউ সারমাদকে মালামাতিয়া সুফি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করতে চান; যারা নিজেদের গুণাবলিকে গোপন করে লোকসমাজে নিজেকে পরিত্যক্ত হিসাবে উপস্থাপন করেন। সেই যা-ই হোক, অভয় চাঁদকে নিয়ে সারমাদ বসবাস করতেন লাহোরে। তার রহস্যজনক আচরণ নানা রকম প্রতিক্রিয়া তৈরি করে সমাজে। ১৬৪৪ সালে হায়দ্রাবাদে ফিরে আসতে হয়। ততদিনে দাক্ষিণাত্যে সারমাদের অনুসারী দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষত তার পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাগ্মীতার কারণে। অধিকাংশই ছিল সরকারি উঁচু পর্যায়ের। সারমাদ অভয় চাঁদকে সাথে নিয়ে মুবিদ শাহকে দাবিস্তান লেখায় সহযোগিতা করলেন। গ্রন্থটি পরবর্তীতে প্রামাণ্য বলে উৎস হিসেবে স্বীকৃত হয়। এদিকে কবি ও আধ্যাত্মবাদী হিসাবে সারমাদের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। জন্ম নিল অজস্র শত্রুও। তার লেখাতেই বোঝা যায়,
কতো শত বন্ধু ক্ষণে ক্ষণে পরিণত
হলো শত্রুতে,
সেই পরমের অনুরাগ বাঁচিয়ে
রেখেছে আমার হৃদয়।
বহুকে দূরে রেখে আমি একেকে
করেছি আলিঙ্গন,
অবশেষে আমি হয়েছি সে, আর সে
হয়েছে আমি।
(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৫৬)
হায়দ্রাবাদ থেকে দিল্লি যাবার পথে আগ্রাতে বিরতি দিলেন। সেবারেই বন্ধুত্ব হলো মুঘল দরবারের সুফি শেখ খাজা সৈয়দ আবদুল কাসিম শাবজুরির সাথে। এদিকে শাহজাদা দারা শিকোহ ছিলেন অতীন্দ্রিয়বাদ ও আধ্যাত্মিকতার প্রতি অনুরাগী। ধর্মের পাশাপাশি দর্শনের প্রতিও তার আগ্রহ ছিলো তীব্র। পিতা সম্রাট শাহজাহানের কাছে আবদার করেন সারমাদের আধ্যাত্মিকতা পরীক্ষার। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বেশকিছু প্রশ্ন করা হলো সারমাদকে। প্রজ্ঞাপূর্ণ উত্তরে শাহজাহান সন্তুষ্ট হলেও নগ্নতার ব্যাপারে প্রশ্ন তুললেন শেষমেশ। এবার সারমাদের জবাব ছিলো কবিতায়-
'অলৌকিককে স্বীকার করেও প্রশ্ন
তুলছো নগ্ন কেনো,
যা কিছু দৃশ্যমান আছে, তাদের
মধ্যে সত্য নেই;
সত্য থাকে খুব গোপনে স্বচ্ছ মনের
তলায় জেনো,
ভালোবাসা খুব যত্নে উঠছে বেড়ে
সেই বুকেই'।
সারমাদকে আর জিজ্ঞাসা করা হয়নি। শাহজাদা দারা শিকোহ সেই থেকেই তার শিষ্য বনে গেলেন। গুরুর নির্দেশনায় মুঘল দরবারকে পরিণত করলেন আন্তঃধর্মীয় আলোচনার অন্যতম কেন্দ্রে। সামনে আসতো প্রাচীন ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম, পারসিক চিন্তাধারা, গ্রিক অধিবিদ্যা আর সেই সাথে মুসলিম দার্শনিকদের বিভিন্ন মতবাদ। যেমনটা পিতামহ আকবরের (১৫৫৬-১৬০৫) সময়ে হয়েছে। মুসলিম শায়খদের পাশাপাশি উপস্থিত হতেন হিন্দু পণ্ডিতগণ। নানা বিশ্বাস ও অঞ্চলের জ্ঞানীরাও আমন্ত্রিত হতে থাকেন। বিষয়টা শাহজাদা আওরঙ্গজেব ঠিক ভালোভাবে নেননি। তাছাড়া উত্তরাধিকার প্রশ্ন তো ছিলোই। এজন্য দারার পাশাপাশি সারমাদও পরিণত হন চক্ষুশূলে।
শাহজাহান দুর্বল হয়ে পড়লে সাম্রাজ্যের ভার বিভক্ত হলো। সুজা ও মুরাদ বাংলায়, আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে এবং দারা শিকোহ দিল্লিতে থাকলেন। ক্রমে উত্তরাধিকারের জন্য দারা শিকোহর সমর্থক ও আওরঙ্গজেবের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়লো। বলা ভালো, দারার সমর্থকেরা ছিল শিখ, শিয়া, সুফি এবং সুন্নিসহ প্রায় সব মতের। আওরঙ্গজেব পৃষ্ঠপোষকতা দিতেন কেবল গোঁড়া সুন্নিপন্থীদের। দিনশেষে জয়ী হলেন আওরঙ্গজেব। আর তাই দারা শিকোহ সমর্থকদের উপর নেমে এলো খড়গ। স্বয়ং দারাকেই হত্যা করা হলো ১৬৫৯ সালে।
নতুন সম্রাটের বিচারক মোল্লা কাওয়ি সামনে আনলেন সারমাদের মামলা। আসলে সারমাদ দারা শিকোহর কাছের মানুষ, এটাই ছিল তার বড় অপরাধ। কিন্তু মৃত্যুদণ্ড দেবার জন্য একটা অজুহাত দরকার। রাজনীতিতে ধর্মকে জড়ানোর চিরকালীন প্রথা আরো একবারের জন্য প্রয়োগ করা হলো। প্রথমেই একটা রুবাইয়্যাত দেখিয়ে দাবি করা হলো সারমাদ নবী মুহম্মদ (সা.) এর মি'রাজকে অস্বীকার করেছে। রুবাইয়্যাতটি নিম্নরূপ-
'পরম সত্যের রহস্য যে জানে,
সে বিশাল আকাশ থেকেও
বিশালতর হয়ে যায়;
মোল্লা বলে মুহম্মদ জান্নাতে
আরোহণ করেছিলেন,
সারমাদ বলে জান্নাত নেমে
এসেছিল মুহম্মদের সামনে'।
মাওলানা আবুল কালাম আজাদের মতে, তিনি যে স্তরে পৌঁছেছিলেন, মোল্লাদের প্রলাপ সেখানে পৌঁছায় না। (সারমাদ শহীদের রুবাইয়্যাত, পৃষ্ঠা- ৩৬)
সে যা-ই হোক, সারমাদের উপর পরবর্তী অভিযোগ এলো নগ্নতা নিয়ে। মোল্লা কাওয়ি আসলেন কারণ জানতে, 'তোমার তো এতো জ্ঞান, তবে নগ্ন থাকো কেন'? সারমাদ জবাব দিলেন, কী করি, শয়তান আমার উপর কাওয়ি (আসীন; শাব্দিকভাবে কাওয়ি অর্থ আসীন হওয়া) হয়েছে। তারপর শোনালেন একটা রুবাইয়্যাত-
আমার দীর্ঘাঙ্গি প্রিয় তুচ্ছ করে
রেখেছে আমায়,
মদিরায় ছলছল চোখ তার, হুশ
কেড়েছে আমার;
নিজের আলিঙ্গনে রেখে নিজেই
খুঁজে ফিরি তারে,
এ যে আশ্চর্য তস্কর, কেড়ে নিল
বসন আমার।
শুনে কাজি রেগে গেলেও আওরঙ্গজেব আরেকটু শক্ত করতে চাইলেন অভিযোগ। কয়েকজন বৃদ্ধ ডেকে তাদের সামনে হাজির করা হলো সারমাদকে। সম্রাট প্রশ্ন করলেন প্রথমে- 'লোকে বলে দারা সম্রাট হবে বলে সারমাদ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল। কথাটা কি সত্য'? জবাব এলো, 'হ্যাঁ, আমার ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়ে হয়েছে। দারা শিকোহ এখন অনন্তের সম্রাট'।
এরপর এলো নতুন অভিযোগ। সারমাদকে কালেমা পাঠ করতে বলা হলো। কারণ বহুল প্রচলিত ছিল সে 'লা ইলাহা' বা 'উপাস্য নেই' এর বেশি পড়ে না। দেখা গেলো ঘটনা সত্য। উলামারা সারমাদকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। সারমাদ সহজ ভঙ্গিতে জবাব দিলেন, 'আমি এখনো 'না' এর স্তরে আছি; হ্যাঁ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারিনি। 'আল্লাহ ছাড়া' যোগ করতে গেলে তা মিথ্যা বলা হবে। যা ভেতর থেকে আসে না, তা কেমন করে বলি'?
উলেমাদের চোখে সারমাদের এই কথা সুস্পষ্ট কুফরি। হয় তওবা করতে হবে, নয়তো মৃত্যুদণ্ড। সারমাদ তওবা করতে অস্বীকার করলেন। ওলেমারাও ফতোয়া দিতে বিলম্ব করলো না। ঠিক পরের দিন তাকে নেয়া হলো বধ্যভূমিতে। সময়টা ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দ। আওরঙ্গজেবের রাজগদিতে বসার তিন বছর পূর্ণ হয়নি তখনো। আসাদুল্লাহ নামের এক দরবেশ সারমাদের ভক্ত ছিলেন। অবস্থার জটিলতা বুঝতে পেরে কাছে গিয়ে বললেন, 'লোকেরা আপনার সাথে এমন ব্যবহার করছে। আপনি একটু অভ্যাস বদলালেই তো হয়।'
সারমাদ আবৃত্তি করলেন জবাবে,
উম্র য়েস্ত কে আওযাহ মনসর
কেহেন শুদ,
মন আয সরে নও জলওয়া দেহেম
দার রসন রা;
অর্থাৎ বহুদিন কেটে গেছে মনসুরের
আনাল হকের পর,
এবার আমি এলাম বদ্ধভূমিতে
লাবণ্য দিতে।
মানসুর হাল্লাজ ছিলেন মুসলিম সুফিবাদের অন্যতম বিখ্যাত চরিত্র। 'আনাল হক্ব' বা 'আমিই সত্য' দাবি করার জন্য তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। পরবর্তীতে অনেক সুফি এমনকি ধর্মতাত্ত্বিকেরাও মানসুরকে স্বীকার করেছে সুফিবাদের শহীদ হিসাবে।
যাহোক, সারমাদকে টেনে নেয়া হলো বাজারের মধ্য দিয়ে। রায় দেখার জন্য দলে দলে মানুষ এসেছিল। দর্শকের এই কোলাহল তাকে সামান্যও বিচলিত করেনি। বরং উচ্চারণ করলেন-
বা যর্ম ইশক ত আম মিকশান্দ ও
গোগায়েস্ত,
ত মিম্বরে বর সরে বাম আ- কে
খশ তামাশায়েস্ত।
অর্থাৎ তোমার প্রেমিক হবার
অপরাধে বাজারে টেনে আনা হলো
আমায়,
কী কোলাহল! ওগো, চৌকাঠে
এসে দাঁড়াও, দেখো কী অপূর্ব
উৎসব!
সারমাদ আল্লাহর প্রেমে এমন গভীরভাবে অভিন্ন হয়েছিলেন যে তিনি মাত্র একবারই মাথা তুলে চেয়েছিলেন- এমনটাই দাবি করেছেন মওলানা আবুল কালাম আজাদ। যখন ঘাতক ঝকঝকে তলোয়ার হাতে সামনে এগিয়ে এলো, ঘাতকের চোখে চেয়ে ঈষৎ হাসলেন তিনি। হয়তো কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন –
ফিদায়ে তু সাহাবিম,
বায়াঁ বায়াঁ, কে তা হার সুরতে মে
আয়ি,
মান তারা খুব মি শানাসাম।
অর্থাৎ আহা! তোমার জন্য মরণে
কী সুখ!
এসো! এসো! যে সাজেই সাজো
তুমি
আমি তোমাকে চিনি।
সারমাদের শিরচ্ছেদ করা হয় দিল্লির জামা মসজিদের কাছে। কিংবদন্তি আছে, তার কর্তিত মুখ থেকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' উচ্চারিত হয়। তাকে সমাধিস্থ করা হয় সে জায়গাতেই। সমাধিটা এখন তীর্থ ভূমি হিসাবে পরিগণিত। ধনী দরিদ্র সবাই আসে সূরা ফাতিহা ঠোটে ধরে। সারমাদ বোধ হয় আগেই বুঝতে পেরেছিলেন এই কথা। হয়তো এজন্যই বলা হয়েছিল-
ঊ সরে তরবাত হাফিয চ গুজরে
হিম্মত খোয়াহ,
কে যেয়ারত গাহে রিন্দা জাহা
খোয়াহাদ বুদ
অর্থাৎ আমার সমাধি পাশে সম্ভ্রম
মনে এসো, জেনে রেখো
প্রেমের আঘাতে দীর্ণ সবার জন্য
এই সমাধি হবে উপসনালয়।
সারমাদ শহীদ। মুসলিম সুফিচিন্তায় অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব বলে স্বীকৃত হন পরবর্তীকালে। স্বীকার করা হয় মানসুরে সানী বা দ্বিতীয় মানসুর হাল্লাজ হিসাবে। তার কবিতা আলোচিত হয় রুমি, হাফিজ, গালিব এবং ইকবালের মজলিসে। শুধু দারা শিকোহ না, সারমাদ শহীদের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে আওরঙ্গজেব মুঘল সাম্রাজ্যকে এমন এক উচ্চতায় আসীন করলেন, যার ঠিক পরেই ছিল অপ্রতিরোধ্য পতন।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আরও জানতে পড়তে পারেন এই বইটি:
১) সারমাদ শহীদের রুবাইয়াত

ফাঁসিকাষ্ঠে তেরো হাজার আলেম

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

২০) যা'ফর আহমদ মওলবী:- 'জুনুদে রব্বানীয়া'র তালিকায় এ লোক 'লেফটেন্যান্ট জেনারেল' পর্যায়ভুক্ত। বর্তমানে রুড়কী আরবি স্কুলের শিক্ষক - জেহাদি ষড়যন্ত্রের এক অতি উৎসাহী নায়ক। বরাবর দেওবন্দে এসে সে গোপন বৈঠকে যোগ দিত। এম, মাহমুদুল হাসানের আরব সফরের সাহায্যার্থে বিজনৌর, নগীনা এবং পার্শ্বস্থ এলাকা থেকে কাটাকড়ি সংগ্রহ করত। তাকে বলা হয়েছিল, মুহাম্মাদ মিয়াঁ- মাওলানার সঙ্গে যে আরব সফর করেছিল ফিরে না আসা পর্যন্ত যেন অর্থ সংগ্রহে নিযুক্ত থাকে।
২১) আল্লানয়াজ খান:- মুলতানের অনারবী ম্যাজিস্ট্রেট খানবাহাদুর রব নওয়াজ খানের পুত্র। লাহোর গভর্ণমেন্ট কলেজের এইসব উগ্রপন্থী ছাত্রদের অন্যতম - যারা ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ফেরার হয়ে সীমান্তের ওপারে গিয়ে ছিল। হিজরতের প্রশ্নে ছাত্রদের মধ্যে এ ব্যক্তি বড়ই কট্টর প্রকৃতির। কলেজের বোর্ডিং হাউসে এর ঘরটি সেমময় ষড়যন্ত্রের লীলাক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল।
২২) কুহাস্তানী মোল্লা:- 'জুনুদে রব্বানীয়া'র তালিকায় এ লোক 'লেফটেন্যান্ট জেনারেল' পদবাচ্য। 'সওয়াত' এলাকায় সন্দার মোল্লা এবং অন্যান্য স্থানে কুহিস্তানী মোল্লা বা ফকির নামে পরিচিত। ১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সওয়াত এলাকায় ব্রিটিশ সৈন্যদের উপর আক্রমণ করার জন্যে এ ব্যক্তি সওয়াত জনগণের মধ্য থেকে সৈন্য সংগ্রহ করেছি।
২৩) মুহাঃ ইউসুফ মৌলবী গাঙ্গুহী: জুনুদে রব্বানীয়ায় এ লোক 'কর্ণেল' তালিকাভুক্ত। মৌলবী মুহাম্মাদ ইউসুফ গাঙ্গুহী মাওঃ রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীর নাতি বিখ্যাত ওহাবী মৌলবী। এ ব্যক্তি অধিকাংশ সময় বিহার এবং উড়িষ্যায় থাকে। ১৯০৬ সালে মৌলবী আব্দুল্লাহ শাহাবাদ আহমাদীয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করত। ১৯০৭ সালে আরা মাদ্রাসার হেড মৌলবী এবং সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হল। আরা মাদ্রাসা হচ্ছে বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যার সমস্ত ওহাবী মাদ্রাসার মূল প্রেরণাদাতা বা কেন্দ্রস্থল। জুনুদে রব্বানীয়ার তালিকায় এ লোক 'লেফটেন্যান্ট জেনারেল' রূপে চিহ্নিত।
২৬) আব্দুর রাযযাক সাহেব হাজি:.....কাবুলে ভারতীয় বিপ্লবী দলের পৃষ্ঠপোষক হচ্ছে এই লোক। সীমান্তের ওপারে সন্ত্রাসবাদী যে সব তৎপরতা প্রকাশ পেয়েছিল তার নেতৃত্ব দিয়েছে এ লোক। সাম্প্রতিক উপজাতীয় বিদ্রোহের সঙ্গেও ওর সম্পর্ক নিবিড়। যখন রুশগণ আব্দুল বারী এবং ডাঃ মথুরা সিংকে গ্রেফতার করল, তখন তাদের কাছে ছিল এই আব্দুর রাজ্জাকের সই করা পাসপোর্ট।
২৭) মুহাম্মাদ মিয়াঁ মওলবী ওরফে মওলবী মনসুর: দেওবন্দে সে শিক্ষালাভ করেছিল। যখন মৌলবী আবু আহমদ 'জমিয়াতুল আনসার'-এর সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ ছিল, তখন সেখানে ও পড়াশোনা করে। শিক্ষালাভের পর কিছুদিন 'নাগীনা'তে চাকুরী করেছিল। পরে দারুল উলুম দেওবন্দে বহাল হয়। ঐ সময়েই সে মাওঃ মাহমুদুল হাসানের মুরীদ-ভক্তে পরিণত হয়। মাওলানার সঙ্গে ওর সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। সে ষড়যন্ত্রের বিশেষ অংশীদার। দেওবন্দের গোপন বৈঠকে যোগদান করত সে। ১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মাওঃ মাহমুদুল হাসানের সঙ্গী হয়ে আরব যাত্রা করেছিল ঐ লোক। দলের কোষাধ্যক্ষ রূপে সে কাজ করেছে। ১৯১৬ সালের এপ্রিল মাসে 'গালিবনামা' নিয়ে ও ফিরে আসে; ভারত ও স্বাধীন এলাকার ষড়যন্ত্রীদেরকে ওটা দেখানোর পর '১৬ সালের জুন মাসে কাবুল পৌঁছয়। এখন পর্যন্ত উবাইদুল্লাহ প্রভৃতির সঙ্গে কাবুলেই অবস্থান করছে। সম্ভবতঃ হজরত মাওলানা নামে ঐ ব্যক্তিই চিঠি লিখেছিল।
২৮) মুজাহিদীন:-...... মুজাহিদীন বা ভারতীয় উগ্রপন্থী এক পরিভাষা।
বিশেষতঃ গঙ্গার অববাহিকা অঞ্চল থেকে আগত উদ্বাস্তুদের কলোনিকেই বোঝানো হত। ঐ কলোনি গড়ে উঠেছিল সীমান্তের 'ইউসুফজাই' এলাকায় ১৮২৪ সালে - বেরেলীর সৈয়দ আহমদ শহীদের ব্যবস্থাপনায়।.... ১৮৫৭র সিপাহি বিদ্রোহের সময় ভারতীয় উগ্রপন্থীরা সীমান্তের ওই এলাকায় সাধারণভাবে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দেওয়ার একান্ত চেষ্টা করেছিল। ১৮৬৫ সালে 'ওহাবী'দের বিরুদ্ধে যে মামলা নথিভুক্ত হয়, তার বিবরণ জানা যায়, উগ্রপন্থীরা ভারতস্থ নিজ ভাইদের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছিল।.... গত কয়েক বছরে ওদের দুষ্টামি করার ক্ষমতা বেশ হ্রাস পেয়েছিল। কিন্তু ১৯১৫ সালে ওদের তৎপরতা আবার বৃদ্ধি পায়। উগ্রপন্থীদের সংখ্যা বিভিন্ন অনুমান অনুসারে ছয়শ' থেকে দু'হাজার। ওদের মধ্যে - যিনি (রশীদ আহমদ) মাওঃ মাহমুদুল হাসানের পীর। এটা ওয়ার কর্নাল ডিপার্টমেন্টের জেলা-অধিকর্তা। বলকান যুদ্ধের সময় এ লোক তুরস্কে গিয়েছিল ডাক্তার আনসারীর সঙ্গে। মাওঃ মাহমুদুল হাসানের সঙ্গে ওর যোগাযোগ ছিল। তবে এটা বলা যাবে না যে, সে ওর মুরীদ শ্রেণীভুক্ত কি না।
২৪) মুহাম্মাদ হাসান মৌলবী অফ মুরাদাবাদ:- জুনুদে রব্বানীয়ার তালিকায় এ লোল 'মেজর জেনারেল' রূপে চিহ্নিত। এ ব্যক্তি ভূপান স্টেট কাউন্সিলের সদস্য, মাওঃ মাহমুদুল হাসানের দলের অন্যতম নেতা, দেওবন্দ কমিটির মেম্বার।
২৫) আব্দুল্লাহ মৌলবী অফ গাজিপুর:- মৌলবী হাফিজ আব্দুল্লাহ গাজিপুরী চারশ' লোক লড়াই করার উপযুক্ত। মুখ দিয়ে টোটা ভরা যায়, এরূপ বন্দুক ওদের কাছে আছে। তাছাড়া আধুনিক বন্দুকও ওরা রেখেছে। ওদের হেড কোয়ার্টার হল ইসমাস।
ইসমাসের ভূতপূর্ব ফৌজি কামাণ্ডার মওলবী আব্দুল করীম এক শাখা-সংগঠনের আমির। ইসমাসে একটা প্রেসও আছে। উদ্দেশ্য জেহাদের নির্দেশিকা, ঘোষণাবলী, বিদ্রোহমূলক প্রচার-পত্র ইত্যাদি মুদ্রিত করা। সীমান্তে সইফুর রহমান এবং অন্য লোকের তৎপরতার সঙ্গে উগ্রপন্থীদের যোগ রয়েছে। এ থেকে পরিস্কার বোঝা যায়, ভারতের কোন কোন মারাত্মক দল যদিও 'ওহাবী' মতবাদের পূর্ণ অনুসারী নয়- ইচ্ছা করেই ভারতে এবং সীমান্ত এলাকায় সেই পুরাতন আন্দোলনকে 'প্যান-ইসলামীজম' এবং শত্রুতার বশবর্তী হয়ে আবার প্রাণবন্ত করে তুলেছে।
[তথ্যসূত্র: তাহরীকে শায়খুল হিন্দ (ব্রিটিশ গোয়েন্দা রিপোর্ট)। ইন্ডিয়া অফিস, লণ্ডনের সৌজন্যে ব্রিটিশ গোয়েন্দার পূর্ণ প্রতিবেদনের ফটোকপি পাওয়া গেছে। অনেক অজানা ও দুর্লভ তথ্য সেই প্রতিবেদনে রয়েছে। মাওলানা মুহাম্মাদ মিয়া সাহেব সেই প্রতিবেদনকে একত্রিক করে সংকলন করেছেন এবং নাম দিয়েছেন 'তাহরীকে শায়খুল হিন্দ'।

নিউ লেখা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত 'দেওবন্দ আন্দোলন : ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একটি মর্মান্তিক অধ্যায়' শীর্ষক গ্রন্থ থেকে সংকলিত। সমাপ্ত..

প্রাচীন ভারতীয় পুঁথিশালার ইতিহাস
এক ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

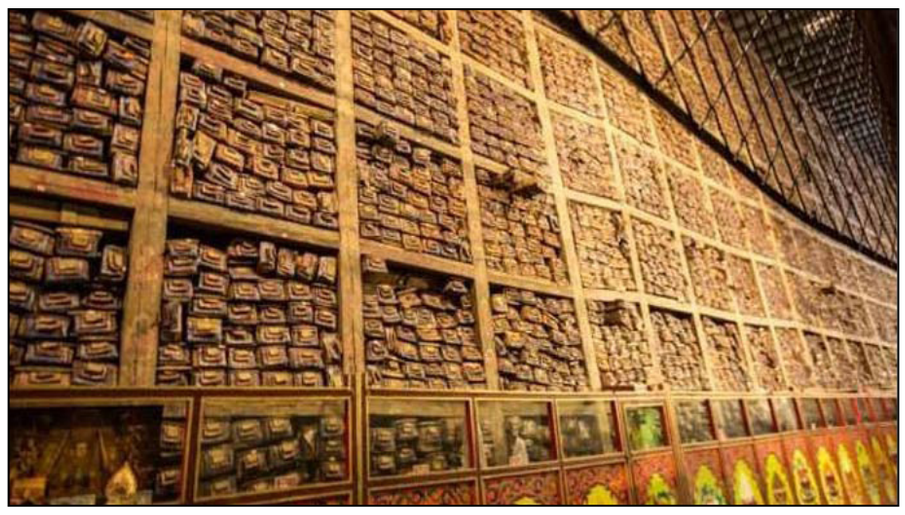

প্রিন্স বিশ্বাস

ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে পুঁথি বা গ্রন্থাগারের স্থান গুরুত্বপূর্ণ। যদিও বর্তমানে বই ও গ্রন্থাগারের ধারণা আমাদের কাছে পরিচিত, প্রাচীন ভারতের পুঁথি বা গ্রন্থাগারের ধারণা ছিল ভিন্ন। প্রাচীন ভারতে বইকে বলা হত পুঁথি, যা মূলত মুখস্থ করা হতো এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে রাতের সঙ্গী ছিল পুঁথি বাচন, যা আমাদের কামসূত্রের গ্রন্থেও উল্লেখিত।

প্রাচীন ভারতের প্রাচীনতম পুঁথিশালা বা গ্রন্থাগারের কথা তেমনভাবে প্রমাণিত না হলেও, পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চল যেমন মিশর, ব্যাবিলন ও গ্রীসে পুঁথিশালার প্রতিষ্ঠা ছিল। মিশরের পুঁথিশালা ছিল পৃথিবীর প্রথম প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার, যা প্রাচীন ইতিহাসে স্মরণীয়। তাছাড়া, গ্রীক বিশ্বের অ্যালেক্সান্দ্রিয়ান গ্রন্থাগারও ছিল এক ঐতিহাসিক সংরক্ষণ কেন্দ্র। কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশে কোনো গ্রন্থাগারের চিহ্ন পাওয়া যায়নি, যদিও ভারতীয় উপমহাদেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রধান কেন্দ্র হিসেবে তক্ষশিলা, নালন্দা, বারাণসী, পাটলিপুত্রের মতো বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পরিচিত ছিল। তক্ষশিলা ছিল প্রাচীন ভারতের একটি অত্যন্ত প্রশংসিত শিক্ষাকেন্দ্র। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে এটি ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। বহু বিখ্যাত শিক্ষার্থী এখানে শিক্ষালাভ করেন এবং এখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে বিভিন্ন স্থানে পুঁথি ও ধর্মগ্রন্থ সংগ্রহের জন্য যাত্রা করতেন। এই কেন্দ্রগুলিতে একটি প্রাথমিক পুঁথিশালার অস্তিত্ব ছিল বলে ইতিহাস থেকে ধারণা করা যায়।

প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থাগারগুলিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চীনা পরিব্রাজকরা, যেমন ফা-হিয়েন এবং য়ুয়ান-চঙ, ভারতে এসে ভারতীয় বৌদ্ধ গ্রন্থগুলি সংগ্রহ করেছিলেন এবং সেগুলির তর্জমা করে চীনে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাদের পুঁথিশালাগুলি ভারতে বৃহৎ এবং ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৩,০০০ ভিক্ষু শিক্ষালাভ করতেন এবং সেখানে পুঁথি সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সময়, গুপ্তযুগে, মন্দিরগুলোও পুঁথি সংগ্রহের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। মন্দিরে পুঁথি দানের মাধ্যমে গ্রন্থভাণ্ডার গড়ে ওঠে। এর ফলে, সেই সময়ের ভারতীয় মন্দিরগুলো শিক্ষার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। গুপ্তযুগের পরেও, পুঁথি সংরক্ষণে এবং বিভিন্ন শাস্ত্রের অধ্যয়নে পুঁথিশালাগুলোর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

মধ্যযুগে, ভারতীয় মুসলিম শাসকরা নিজেদের রাজকীয় পুঁথিশালা প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে মূল্যবান গ্রন্থ সংগ্রহ করা হত। যেমন, আলাউদ্দিন খলজির সময়ে রাজকীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং পরে মোঘল সাম্রাজ্যে বই সংরক্ষণে আরও অগ্রগতি দেখা যায়।

এছাড়া, জৈন সম্প্রদায়ের পুঁথিশালাগুলিও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ। রাজপুতানা, গুজরাট ও অন্যান্য অঞ্চলে পুঁথিশালাগুলি জৈন ধর্মের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল এবং সেগুলি সমৃদ্ধ গ্রন্থভাণ্ডার হিসাবে পরিগণিত হত।

এই দীর্ঘ ইতিহাস থেকে বোঝা যায় যে, প্রাচীন ভারতে পুঁথি এবং গ্রন্থাগারের ধারণা শুধু ধর্মীয় বা শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং এটি একটি সাংস্কৃতিক এবং জ্ঞানচর্চার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল, যা বহু প্রজন্মের জন্য অমূল্য ঐতিহ্য রচনা করেছে।

বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের ক্ষেত্রে বর্তমান বাস্তব পরিস্থিতি

সজল মজুমদার

শিক্ষা হলো শিক্ষার্থীর জীবনব্যাপী পরিপূর্ণ ক্রমবিকাশের এক সামগ্রিক ছেদহীন প্রক্রিয়া। অন্যদিকে বিদ্যালয় হল বৃহত্তর সমাজের এক ক্ষুদ্র সংস্করণ। বিদ্যালয়ে প্রকৃত সম্পদ হলো ছাত্রছাত্রীরা। একটি পূর্ণ শিক্ষাবর্ষে পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী ছাড়াও নানা রকম সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে পড়ুয়াদের অতিক্রম করতে হয়। পড়ুয়াদের সার্বিক বিকাশের ক্ষেত্রে দৈনিক শ্রেণীকক্ষ পাঠদান এবং পাঠ গ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়েছে। নিরবিচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া প্রারম্ভ হয়েছে। শহরাঞ্চলে বিদ্যালয়গুলোতে উৎসাহ, উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সম্ভবত পড়ুয়ারা বেশ ভালোমতোই পাঠ গ্রহণ করছে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয় গুলোতে শ্রেণিকক্ষ পাঠদান করতে গিয়ে ভিন্ন চিত্র ধরা পড়ছে। খাতায়-কলমে প্রতিটি শ্রেণীতে প্রচুর সংখ্যক ছাত্রছাত্রীই নথিভুক্ত রয়েছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে পাঠদান করার সময় দেখা যাচ্ছে, কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীতে নথিভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীর সিকিভাগও উপস্থিত থাকছে না। অগত্যা, হতাশা চেপে রেখেই সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকাকে ক্লাস নিতে হচ্ছে। তবে তার পাশাপাশি প্রতিটি শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রীদের দৈনিক উপস্থিতির হার বৃদ্ধি করবার জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে নানান পন্থাও নেওয়া হচ্ছে।তবে একটি শ্রেণিকক্ষে সমস্ত ছাত্র ছাত্রীর পূর্ণ উপস্থিতির হার শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও উদ্দীপিত, আগ্রহী করে তোলে ক্লাস নিতে। নির্দিষ্ট সময়ে স্বতঃস্ফূর্ত পাঠদান করার পর চোখেমুখে একটা প্রশান্তির ছাপ ছাত্র শিক্ষক উভয়কেই প্রেরণা যোগায়। প্রসঙ্গত, বিদ্যালয়ে তথা শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ধরে রাখার জন্য বিভিন্ন সৃজনশীল কাজকর্ম তথা গঠনমূলক ক্রিয়াকলাপ গ্রহণ করা যেতেই পারে। তার মধ্যে অন্যতম হলো নিজের পাঠদান বা শিক্ষাদানকে আকর্ষণীয় করে তোলা। এক্ষেত্রে পাঠ দান করার সময় সংশ্লিষ্ট টিচিং এডসগুলোর ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা সেটা দেখে নেওয়া দরকার। প্রতি সপ্তাহের শেষে বিষয় সংক্রান্ত অডিও ভিসুয়াল ক্লাস ছাত্র-ছাত্রীদের বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা পরিপক্ক করতে বিশেষ সহায়তা করতে পারে। তুলনামূলক দুর্বল ছাত্রছাত্রীদের আলাদাভাবে ক্লাস নেওয়া প্রয়োজন। সকল ছাত্র-ছাত্রীর পিতা মাতাকে অনুপ্রেরণা যোগানো প্রয়োজন। এই তো, সেদিনই এক মেধাবী ছাত্রীর মা জিজ্ঞেস করছিল, " মাস্টারমশাই আমার মেয়ে কেমন পড়াশোনা করছে!!?ওকে ভালো করে পড়াশোনার কথা বলবেন। একটু দেখবেন"। মানে,শিক্ষকের কাছে শুনলে অভিভাবক অনেকটা আশ্বস্ত হতে পারে। প্রতিদিনের ক্লাসে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি শিক্ষক-শিক্ষিকার দেরও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ক্লাস নিতে অনুপ্রাণিত করে। আবার অপরদিকে পড়াশোনায় দুর্বল ছাত্র-ছাত্রীদের যখন ক্লাসে আধিক্য বেশি থাকে তখন পাঠদান করতে শিক্ষক শিক্ষিকাদেরও তেমন উৎসাহ চোখে পড়ে না। আসলে পড়ানোর সেই এনথু টা পাওয়া যায় না। এক মাস্টারমশাই আক্ষেপের সুরেই জানালেন, " এখন তো ক্লাসে আমি শিক্ষক ,আমি ছাত্র। মনে হয় যেন আমি নিজেই পড়াচ্ছি, নিজেই পড়ছি,নিজেই শুনছি। সামনে বসা পড়ুয়াদের পাঠদান করার সময় কোনো হেলদোল লক্ষ করা যায় না। অনেকগুলো মুখ একসাথে " হা " করে শুধু রয়েছে।কোনো প্রতিক্রিয়া নেই"। এক কথায়, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক শিক্ষিকারা পাঠদান করতে, নির্দিষ্ট সময়ে সিলেবাস শেষ করতে একপ্রকার দায়বদ্ধ। কিন্তু তার পাশাপাশি পড়ুয়ারা সেই পাঠ গ্রহণ করতে কতখানি বর্তমানে " দায়বদ্ধ" এটা কিন্তু একটা বড়□প্রশ্ন??

ছড়া-ছড়ি

মায়ের কথা পড়লো মনে

আব্দুল করিম

মাগো
তোমার কথা আমার মনে পড়ে
সেদিন ছিল ভরা মেঘের আকাশ
ঝড় উঠেছে উড়ছে ধুলাবালি
অন্ধকারে ভয় পেয়েছে
গোলাপ বাগের মালি

দৌড়ে এসে দাঁড়ায় দরজা ধরে
তখন আমি ঘুমিয়ে আছি ঘরে
ছুটছি আমি ছোট্ট পথটি ধরে
সামনে পড়ে একটি কুকুর ছানা
বৃষ্টি ভিজে থরথরিয়ে চলে।

আমি তখন ফিরেই তোমার কোলে
ঘুম ভেঙে যায় গভীর রাতের বেলা
স্বপ্ন তখনও করছে মনে খেলা
বিছানাময় তোমায় শুধু খুঁজি
হয়তো পাশেই তুমি আছো বুঝি ।

তারই মাঝে হঠাৎ করে পড়লো আমার মনে
মাগো তুমি তো নেই চলেই গেছো আমায় ছেড়ে
বুকখানা সেই কাপে
চাইযে যেতে তোমার কাছে চলে।

মাগো
কেনই বা কে তোমায় নিল কেড়ে
সারাটা রাত ঘুম আসে না আর
হারিয়েছি সেই কতই আগে তোমায়
পায়নি গো মা আর
মায়ের স্নেহের ভার।

মাগো
তুমি আবার ফিরবে কবে
মাগো আমায় কোলে তুলে দিবে চুমা
সেদিন আমি খুশি হয়ে উঠবো বলে
জড়িয়ে ধরে বলবো
মা --মা --মা ।

একটি বাগানের গল্প

শংকর সাহা

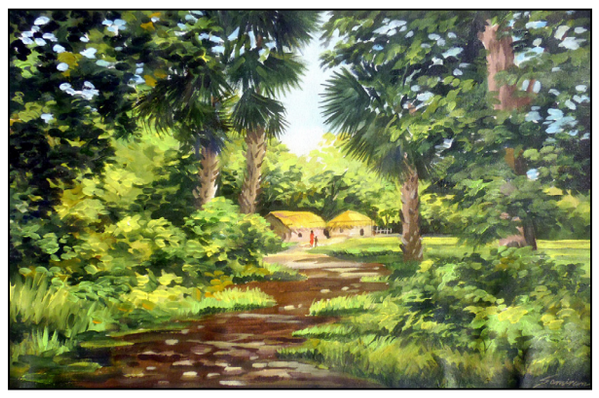

সে দিন স্কুল থেকে এসেই তিতলি জেদ ধরে। বাবা-মার সাথে দার্জিলিং এ ঘুরতে যাবেনা সে। দাদান-ঠাকুমার সাথে সে বাড়িতেই থাকবে। তিতলির কথা শুনে তার মা কুহেলিদেবী অবাক হয়ে যায়।যে মেয়েটি এতোদিন ধরে বায়না ধরেছিল ঘুরতে যাবে দার্জিলিং এ আজ তারই মুখে না!

'কি রে তিতলি হঠাই এমন কথা বলছিস? তোর বাবা তো টিকিট কেটে ফেলেছেন? যাবিনা কেন? '

'যাবো না? আমি গেলে ওদের কি হবে?'

'ওদের মানে..! কাদের কথা বলছিস তুই!'

'কেন আমার বাগানের সেই গাছ গুলোর। আমি না থাকলে প্রতিদিন বিকেলে কে ওদের জল দেবে, খেতে দেবে মা!'

'ও এই ব্যাপার।'

'এই জন্য মেয়ের মুখে না '

তিতলির বাগানের গাছগুলো আজ যেন তার প্রিয় বন্ধু হয়ে উঠেছে। প্রতিদিন তাদের দেখভাল করা, তাদের যত্ন নেওয়া কোনো কিছু ভোলেনা সে।স্কুল থেকে এসে বিকেলে অনেকটা সময় কাটায় সে। গাছ গুলোতে ফুল ধরলে সেই গল্প সে স্কুলের বন্ধুদের শোনায়।

সেবার বাগানে জুইফুলের ডালগুলো নবীনকাকা কেঁটে দিয়েছিলেন বলে তার যে বড্ড অভিমান হয়েছিলো।

গাছের ব্যথা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারবেনা। তিতলি মনে করে বাগানের সেই গাছগুলো বড্ড আপনজন তার।

রাতে খাবার টেবিলে বসে কুহেলিদেবী মেয়ের দিকে চেয়ে বলেন, ' তিতলি তুই আমাদের সাথে দার্জিলিং যাবি। তোর দাদান বলেছেন ওনি প্রতিদিন তোর বাগানের বন্ধুদের খাবার-জল দেবেন। আগলে রাখবেন সাতদিন।

'মায়ের কথা শোনার পরেও তিতলি চুপ করে থাকে। পাশ থেকে তিতলির দাদু ভবতোষবাবু হেসে বলেন, 'তিতলি, তোমার বন্ধু মানে তো আমাদের সকলের বন্ধু। বাগানটি তোমার যেমন আপন তেমনই বড্ড আমাদের সকলের পরম আদুরে। তুমি বাবা-মার সাথে দার্জিলিং ঘুরে এসো। তোমার বাগানকে আমরা সবাই আগলে রাখবো।'

অণুগল্প

' জল-খাবার দেবে তো? ওদের যত্ন করবে তো? কোনো ডাল যেন না কাঁটা হয়। কথা দাও?'

'দিলাম কথা। কোনো কিছুই হবেনা। তুমি সাতদিন পরে এসে আগের মতই বাগানের বন্ধুদের দেখতে পাবে। এবার খাবার গুলো খেয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ো। কাল যে স্কুল আছে।'

ভবতোষ বাবু নাতনির মাথায় হাত দিয়ে বলে। পাশে কুহেলিদেবী মেয়ের দিকে খাবারের থালাটি এগিয়ে দেন।

সবাই বুঝতে পারেন তিতলি তার বাগানকে কতটা ভালোবাসে। পাশে জানালার পাশ দিয়ে বাগানের সেই জুঁই ফুলের গাছটির দিকে উদাসীন ভাবে তাকিয়ে থাকেন কুহেলিদেবী..!

দোকানদার

শীলা সোম

দোকানটাই মোর জীবন, সংসার, পরিবার,
চালিয়ে নিয়ে যায় তাই বড়োই আপনার।
বড়ো সড়ো নয় এমন, ছোট্ট একটি ঘর,
সেইখানেতে আমিই রাজা, আমি অধীশ্বর।
ছোটো, বড়ো সবাই আসে, যার যা দরকার,
দিতে পারি যখনই আমি সার্থক দোকানদার।
নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসে ভরা যে দোকান,
চাল, আটা, তেল, মশলা, লবণ ও প্রধান।
এ ছাড়া আছে পাঁপড়, পোস্ত, ডাল রকমারি,
চা, চিনি, দুধ, মাখন আর বিস্কুট বাহারি।
টুথপেস্ট ব্রাশ, তেল, শ্যাম্পু কী নেই দোকানে?
ক্রীম, পাউডার, বডিওয়াশ, সবই যে এখানে।
লজেন্স আছে হরেকরকম, আর চুইংগাম,
বাচ্চারা যে বায়না ধরে, দিতে হয় তার দাম।
গরমেতে আইসক্রিমের চাহিদা অধিক,
খদ্দের রা জানে পাবে আমার দোকানে ঠিক।
ব্যস্ত থাকি কোনো সময়, ভীড় এড়ানো দায়,
কেউ কেউ নগদে কেনে, কেউ মাসের খাতায়।
আছে চানাচুর, ঝুরি ভাজা, কাসুন্দি ,আচার,
ডেটল, সুথল, লাইজল, রাখতে পরিস্কার।
সধবাদের আলতা সিঁদুর পেয়েছে যে ঠাঁই,
পূজা-পার্ব্বনে সবাই কেনে, তার তুলনা নাই।
ডিম, আলু, পেঁয়াজে ঠাসা আমার ই দোকান,
বাজার না গিয়ে ও খদ্দেররা তৃপ্তি করে খান।
করোনার থাবা যখন, বিশ্বের সবখানে,
রেখেছি দোকান খোলা সকলের প্রয়োজনে।
মাস্ক বাধ্যতামূলক, যার যেমন টা চাই-
রয়েছে আমার দোকানে, কিছুই বাদ নাই।
ব্যবসায় কখনো লাভ, কখনো লোকসান,
মুখের হাসি আমার যেন থাকে অম্লান।

সকাল যেন হাসে!

শ্যামল বণিক

তিড়িং বিড়িং ফড়িংগুলো নাচে সবুজ ঘাসে
শিশির বিন্দু সূর্য্য কিরণ সকাল যেন হাসে!
নরম নরম মিষ্টি রোদে গরম ভাপা পিঠা
খেজুরের রস নয়া গুড়ের পায়েশ বেজায় মিঠা!
ধোঁয়া তোলা গরম ভাতে খাঁটি গাওয়া ঘি
বেগুন আলু ভর্তার স্বাদ বলবো আহা কি!

ছড়া-ছড়ি

অহংকার

সৌমেন্দু লাহিড়ী

এই শোন না বলছি তোমায়
শোন তুমি মন দিয়ে,
কাউকে মনে দিও না আঘাত
অহং অধীন হয়ে।
কখন কাকে কোথা দরকার
বলতে পারে না কেউ,
তার কাছে কভু যেতে হতে পারে
আজ যারে কর হেয়।
যারে আজ তুমি ছোটো ভেবে
জনসম্মুখে ছোটো কর,
একদিন সে ঈশ্বর আশিসে
হতেও তো পারে বড়।
তাই বলি সদাসর্বদা ভাবো
মৃত্যুতে সবই শেষ,
তাহলেই দেখো মনে রইবে না
দাম্ভিকতার রেশ।

পিঠে পুলি পায়েস

মিরাজুল সেখ

ঢেঁকির পাড়ে ভাঙা হবে
আতপ চালের গুঁড়ি ,
তাই দিয়ে তৈরী হবে
নলেন গুড়ের ঝুড়ি।
পৌষ মাসের শেষ বিকেলে
পিঠে পুলি পায়েস
খাব বসে সর্ষে বনে
করে কত আয়েস ।
দুধের পিঠে তেলের পিঠে
রকমারি পিঠে,
খেতে বড়ো সুস্বাদু আর
সুধার মতো মিঠে ।
পিঠের কথা শুনেই যেন
জিভে আসে জল ,
দূর করে দাও চোখের হতে
গাছের যত ফল ।
হরেক রকম পিঠের মাঝে
নলেন গুড়ের পায়েস ,
চেটে পুটে খাব ওরে
করে কত আয়েস।

কাচের দেয়াল

মোঃ রহমত আলী

মনের ভেতরে লক্ষ রাজ,
ওপরে ওপরে কত সাজ,
ভালোই গেলো যেমন আজ,
জানিনা কেমন আগামীকাল।
মানুষ চেনা বড্ড কঠিন কাজ!
স্বার্থপরদের লাগেনা লাজ,
উদাস দুপুরে-ও রোদের তাপ;
সবার রঙিন হয়'না সাঝ,
মনের ভিতর রংবেরঙের ভাজ।
কথা সাফ, মাঝে কাচের দেয়াল,
ধরা দেয়না , দেখা যায়না,
মনে হয় স্বচ্ছ সাধু ব্যবহার;
ভেতরটা না'জানি কতই পরিষ্কার।
প্রথমে ভাব গলায় গলায়,
তারপর মান , পায়ের তলায়,
চিনতে চিনতে শেষে জনম পার!
সরল মনে জমাটবাঁধা আঘাত।
কাচের দেয়ালে মায়ার সুরাখ,
দেখা যায় যত, আসলেই কী তত?
রং বদলাতে লাগে না সময় অত ;
আর চূর্ণ হতে যত দের মাত্র!
তাই কাচের হরেক রঙ্গিন পেয়ালায়,
বদলে যায় নিমিষেই জলের রং!
ভোলা মন খেয়ে যায় ঘোলা জল।

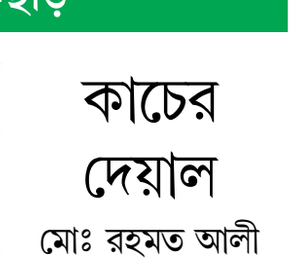

নতুন বছর

শারমিন নাহার

নতুন বছর এলো ঘুরে
নতুন খুশি নিয়ে,
সবাই সবার পাশে রবো
ভালোবাসা দিয়ে।
নতুন বছর নতুন আশা
নতুন স্বপ্ন আঁকবো,
সুখে দুঃখে সবাই সবার
পাশাপাশি থাকবো।
রেষারেষি ভুলে সবাই
মিলব প্রাণে প্রাণে,
নতুন বছরের শুরু হোক
ভালোবাসার গানে।

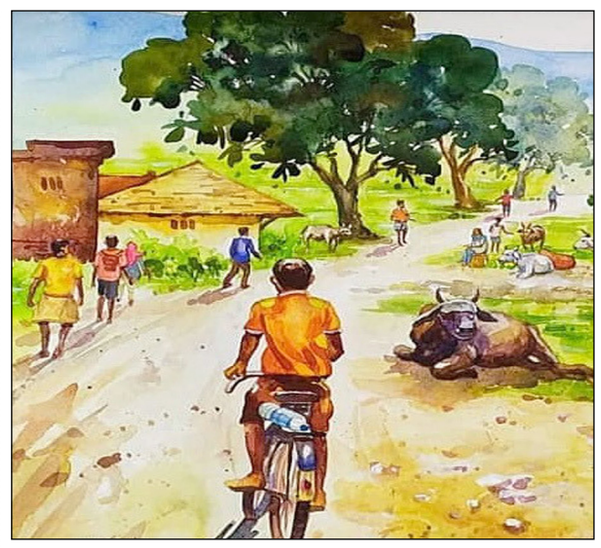

শূন্যস্থান

এম এ জিন্নাহ

রজনী পরশ শেষে হেসে হেসে পথ ;
আমাকে সে চেয়ে নিতে নিয়েছে শপথ।
কবেকার অন্ধকারে জমিয়েছে ভীড় ;
আর কভু ঠাঁই নেই আপনার নীড়।

কেনো যেনো হলো হেন ঘোলাটে সকল ;
জল ঝরে ঝরঝরে , নয়ন সজল।
থরেবিথরে কত হে বিষাদ ভিতরে ;
কেটেছে নিশীথ রাত, হৃদয় নিথরে ।

একমুঠো অভিমানে বিবর্তনে কত ;
মানুষ হেরিয়া সদা ভাবি অবিরত ।
নিকটে গমনে যার, তার কাছে মরি ;
কেমনে আবার গিয়ে, নিজ স্থান ধরি ?

পেরিয়ে এসেছে বেলা, হয়ে হেলাফেলা ;
সময়ের শেষকালে জমে অবহেলা ।
দিন, কত-কী মলিন ব্যথা টলটলে ;
দিবস ফুরিয়ে আসে বিষাদের জলে।

তবুও স্বপ্ন বোনে

আতিক এ রহিম

কারখানার নীলাভ স্ফুলিঙ্গে জ্বলে ওঠে সমস্ত মুখ
দুর্দম বাতাসে ভেঙে পড়ে বুকের পাঁজর
কুয়াশার ভেতরে গুমরে মরে পৌষের সূর্য
তবুও স্বপ্নেরা বাসা বোনে সুসময়ের।

শৈশবের ডাংগুলি আর সস্তা আইসক্রিম
এখনও হাতছানি দেয়
অনাবৃত রমণীরা ঘুঙ্গুর শব্দ ওঠে মাঝ রাতে
ছেয়ে যেতে পারে না শৈশবের স্মৃতি
এখনও শৈশবের ভুলের স্বপ্ন বোনে
এতসব প্রাচুর্য্যের মাঝে।

পিএসজিতে নাম লেখালেন নাপোলির ‘নতুন মারাদোনা’

আপনজন ডেস্ক: কেউ বলত ‘জর্জিয়ান মেসি’, কেউ ‘কাভারিঞ্চা’। তবে খিচা কাভারাস্কেইয়া সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয়েছেন ‘কাভারাডোনা’ নামে। নাপোলিতে খেলা জর্জিয়ান এই উইঙ্গার এবার নাম লিখিয়েছেন ফরাসি ক্লাব পিএসজিতে। ২০২৯ সালের জুন পর্যন্ত চুক্তিতে কাভারাস্কেইয়াকে দলে ভেড়ানোর কথা নিশ্চিত করেছে ফরাসি ক্লাবটি। ইএসপিএনের সূত্রমতে, কাভারাস্কেইয়ার জন্য নাপোলিকে ৬ কোটি ইউরো দলবদল ফি দিচ্ছে পিএসজি। সঙ্গে অ্যাড অন হিসেবে থাকছে আরও ১ কোটি ইউরো। ২৩ বছর বয়সী এই উইঙ্গার নাপোলিতে ২০২৭ পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ ছিলেন। জানুয়ারির শীতকালীন দলবদলে পিএসজির চুক্তি করা প্রথম খেলোয়াড় কাভারাস্কেইয়া। ২০২২ সালে নাপোলিতে যোগ দেওয়া এই উইঙ্গারের জন্য গত মৌসুম থেকেই চেষ্টা করে আসছিল পিএসজি, বিশেষ করে যখন কিলিয়ান এমবাপ্পের রিয়াল মাদ্রিদে চলে যাওয়া নিশ্চিত হয়। তবে নাপোলি তাঁকে ছাড়তে চায়নি। সর্বশেষ গত সপ্তাহে নাপোলি কোচ আন্তোনিও কন্তে জানান, কাভারাস্কেইয়া তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ করেছেন। গতকাল পিএসজিতে আনুষ্ঠানিকভাবে নাম লেখানোর পর কাভারাস্কেইয়া বলেন, ‘এখানে আসার স্বপ্ন ছিল। প্যারিস সেন্ট জার্মেই সম্পর্কে আমি অনেক ইতিবাচক কথা শুনেছি। এখানে যোগ দিতে পেরে আমি গর্ববোধ করছি।’ পিএসজির সঙ্গে চুক্তি করার আগে কাভারাস্কেইয়ার নাম আলোচিত হয়েছে লিভারপুল, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে ও বার্সেলোনার সঙ্গেও। নাপোলিতে ১ কোটি ৩৩ লাখ ইউরোয় যোগ দেওয়া কাভারাস্কেইয়া প্রথম মৌসুমেই জিতেছিলেন সিরি ‘আ’, যা ইতালির শীর্ষ স্তরে ৩৩ বছরে নাপোলির প্রথম ট্রফি। ক্লাবটি এর আগে সর্বশেষ সিরি ‘আ’ জিতেছিল আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি মারাদোনাকে নিয়ে। চলতি ২০২৪-২৫ মৌসুমে নাপোলির হয়ে ১৯ ম্যাচে ৫ গোল ও ৩ অ্যাসিস্ট করেছেন কাভারাস্কেইয়া। পিএসজিতে তাঁর অভিষেক হতে পারে আজ লিগ ‘আঁ’য় লাঁসের বিপক্ষে ম্যাচে।
পিএসজি প্রেসিডেন্ট নাসের আল খেলাইফি কাভারাস্কেইয়াকে নিয়ে বলেছেন, ‘খিচা শুধু বর্তমান ফুটবল বিশ্বের অন্যতম রোমাঞ্চকর ফুটবলাই নয়, দলের জন্য লড়াকু ও সাহসী মেজাজেরও খেলোয়াড়।’ ফরাসি লিগে পিএসজি এখন ১৭ ম্যাচে ৪৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে অবস্থান করছে। দ্বিতীয় স্থানে থাকা মার্সেই ৭ পয়েন্ট পেছনে। তবে উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগে লুইস এনরিকের দলের অবস্থান দোদুল্যমান। ৬ রাউন্ড শেষে পিএসজির অবস্থান ৩৬ দলের মধ্যে ২৫ নম্বরে। শেষ ষোলোর জন্য প্লে-অফ খেলতে হলেও ২৪-এর মধ্যে থাকতে হবে।
চ্যাম্পিয়নস লিগে পিএসজির পরবর্তী ম্যাচ সামনের বুধবার ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে।

বুমরাকে নিয়েই ভারতের চ্যাম্পিয়নস ট্রফির দল ঘোষণা

আপনজন ডেস্ক: চমক নেই। অভিজ্ঞ ক্রিকেটারদের ওপরই ভরসা রেখে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির জন্য দল ঘোষণা করেছে ভারত। যশপ্রীত বুমরার থাকা না-থাকা নিয়ে অনেক কথা শোনা গেলেও দলে রাখা হয়েছে বুমরাকে। চোটের কারণে এক বছরের বেশি সময় বাইরে থাকার পর দলে ফিরেছেন ফাস্ট বোলার মোহাম্মদ শামি। অধিনায়ক হিসেবে থাকছেন রোহিত শর্মাই। সহ-অধিনায়ক করা হয়েছে শুবমান গিলকে। এখনো ওয়ানডে খেলেননি, দলে এমন খেলোয়াড় একজনই—যশস্বী জয়সোয়াল।
চ্যাম্পিয়নস ট্রফি শুরু হবে ১৯ ফেব্রুয়ারি। মূল টুর্নামেন্ট পাকিস্তানে হলেও ভারত সব ম্যাচ খেলবে দুবাইয়ে। ২০ ফেব্রুয়ারি ভারতের প্রথম ম্যাচে প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ।
চ্যাম্পিয়নস ট্রফির আগে দেশে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলবে ভারত। সেই সিরিজেও এই দলটিই খেলবে। শুধু বুমরাকে নিয়ে অনিশ্চয়তার কারণে এই সিরিজের দলে রাখা হয়েছে হর্ষিত রানাকে। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ শুরু হবে ৬ ফেব্রুয়ারি। পরের দুটি ম্যাচ ৯ ও ১২ ফেব্রুয়ারি। প্রথম দুই ম্যাচে বুমরাকে পাওয়া যাবে কি না, এই সংশয়ের কারণেই রাখা হয়েছে হর্ষিত রানাকে।
চ্যাম্পিয়নস ট্রফির জন্য ভারতীয় দল: রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), বিরাট কোহলি, শুবমান গিল (সহ-অধিনায়ক), শ্রেয়াস আইয়ার, লোকেশ রাহুল, হার্দিক পান্ডিয়া, অক্ষর প্যাটেল, ওয়াশিংটন সুন্দর, কুলদীপ যাদব, যশপ্রীত বুমরা, মোহাম্মদ শামি, অর্শদীপ সিং, যশস্বী জয়সোয়াল, ঋষভ পন্ত, রবীন্দ্র জাদেজা
শামি ওয়ানডে দলে ফিরলেন সেই ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর। ২০২৩ সালের নভেম্বরে ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালের পর আর ভারতের হয়ে খেলেননি শামি। বিশ্বকাপের পর অ্যাঙ্কেলের অস্ত্রোপচার করিয়েছিলেন। ভুগেছেন হাঁটুর সমস্যায়ও।
চোটে পড়ে মাঠের বাইরে ছিটকে যাওয়ার আগে বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ (২৪) উইকেটশিকারি ছিলেন শামি। এর আগে তাঁকে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি দলেও রাখা হয়েছে। দলে উইকেটকিপার আছেন দুজন—লোকেশ রাহুলের সঙ্গে আছেন ঋষভ পন্ত।
অলরাউন্ডার আছেন ৪ জন। ওয়াশিংটন সুন্দর, অক্ষর প্যাটেল, রবীন্দ্র জাদেজা—এই ৩ জন স্পিন বোলিং অলরাউন্ডারের সঙ্গে রাখা হয়েছে পেস বোলিং অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়াকে।
অস্ট্রেলিয়া সফরে সেঞ্চুরি করে আলোচনায় আসা নীতীশ রেড্ডিকে নিয়ে আলোচনা হলেও দলে সুযোগ পাননি। ব্যাটিং বিভাগ থাকবে যথারীতি রোহিত আর কোহলির নেতৃত্বে। থাকছেন শ্রেয়াস আইয়ারও।

স্ত্রীরা সঙ্গে থাকায় ভারত সিরিজ হারেনি, কারণ অন্য: হরভজন

আপনজন ডেস্ক: অস্ট্রেলিয়ায় বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফি হেরে আসার পর ভারতের ক্রিকেটাররা এখন চাপের মধ্যে। যার অংশ হিসেবে ভারতের ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই খেলোয়াড়দের জন্য অবশ্য পালনীয় হিসেবে ১০টি নির্দেশনা দিয়েছে। যার মধ্যে আছে বিদেশ সফরে স্ত্রী-সন্তানদের বেশি দিন সঙ্গে না রাখা, আলাদাভাবে হোটেলে, মাঠে না যাওয়ার নির্দেশনা। ভারতের সাবেক ক্রিকেটার হরভজন সিং এ সব নির্দেশনা দেখে যারপরনাই বিরক্ত। তাঁর মতে, অস্ট্রেলিয়ায় ভারতের হারের কারণ খেলোয়াড়দের সঙ্গে স্ত্রী-সঙ্গী থাকা নয়। অন্যান্য নির্দেশনাও তাঁর কাছে নতুন মনে হচ্ছে না। এমনকি বিভিন্ন বিষয়ে প্রধান কোচ থেকে পূর্ব অনুমতির যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, সেটিও সঠিক সিদ্ধান্ত নয় বলছেন হরভজন। চুক্তিবদ্ধ ক্রিকেটারদের জন্য বিসিসিআইয়ের ১০ দফা নির্দেশনার বিষয়ে হরভজন পিটিআইকে বলেন, ‘আমি যখন মিডিয়ার মাধ্যমে ভ্রমণ নীতি সম্পর্কে পড়লাম, নতুন কিছুই দেখলাম না। আমি যখন শেষবার চুক্তিবদ্ধ খেলোয়াড় ছিলাম, তার সঙ্গে পার্থক্য নেই। ১০ পয়েন্টের অন্তত ৯টাই পুরোনো। এর মধ্যে পরিবারের ভ্রমণ, একই হোটেলে থাকা, অনুশীলনের বাধ্যবাধকতা সবই আগের মতো।’ ভারতের হয়ে ১৯৯৮ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত তিন সংস্করণে ৩৬৭ ম্যাচে খেলেছেন হরভজন। দীর্ঘ সময়ের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে এই অফ

স্পিনার বলেছেন, ‘আমি যখন খেলেছি, তখনো এ সব নিয়ম কার্যকর ছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে এই নিয়মগুলো পাল্টাল কে, কখন পাল্টাল? এটা অনুসন্ধান করা দরকার।’ বিসিসিআই নিয়ম করেছে, এখন থেকে ৪৫ দিনের বেশি সময়ের সফরে খেলোয়াড়েরা সর্বোচ্চ ১৪ দিন স্ত্রী-সঙ্গীদের সঙ্গে রাখতে পারবেন। এটি নতুন কিছু নয়, ভারত এ কারণে অস্ট্রেলিয়ায় ৩-১ ব্যবধানে সিরিজ হারেওনি বলে মনে করেন হরভজন, ‘এ সব কথা মূল প্রসঙ্গ থেকে মনোযোগ সরানোর জন্য। স্ত্রী, সঙ্গীরা দুই মাস সঙ্গে ছিল বলে আমরা হেরেছি, ব্যাপার এটা নয়। কেউ কেউ আলাদাভাবে যাতায়াত করেছে বলেও হারিনি। হেরেছি আমরা খারাপ ক্রিকেট খেলেছি বলে। আমরা তো দেশেও (নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৩-০ ব্যবধানে হারের সিরিজে) ভালো ব্যাটিং করতে পারিনি। ব্যাটসম্যানদের ফর্মের অবস্থা চরম বাজে। এ সব বিষয়ে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? নাকি শুধু মাঠের বাইরের বিষয় নিয়েই বেশি আলোচনা হয়েছে।’
বিসিসিআইয়ের ১০ নির্দেশনার একটি হচ্ছে ম্যাচ বা সিরিজ আগেভাবে শেষ হয়ে গেলে খেলোয়াড়েরা টিম হোটেল ছাড়তে পারবেন না। এটিও আগে থেকেই চর্চিত হয়ে এসেছে বলে জানান হরভজন, ‘আমাদের সময়ে কোনো ম্যাচ তিন দিনের মধ্যে শেষ হয়ে গেলে বা পরের ম্যাচের আগে এক সপ্তাহ বিরতি থাকলেও শচীন টেন্ডুলকার, সৌরভ গাঙ্গুলী বা অনিল কুম্বলেকে মুম্বাই, কলকাতা বা বেঙ্গালুরুতে চলে যেতে দেখিনি। সবাই দলের সঙ্গে থাকত, পরের গন্তব্যে যেত।’ হরভজনের মতে বিসিসিআইয়ের নির্দেশনাগুলোর মধ্যে ব্যাগেজে ১৫০ কেজি বহনের পয়েন্টটিই নতুন, তাদের সময়ে আরও কম নেওয়া যেত।
বিসিসিআই জানিয়েছে, বিশেষ পরিস্থিতিতে নির্দেশনা পালনে অপারগ হলে পূর্ব অনুমতি নিতে হবে। সেই অনুমতিদাতাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীর। তবে এটির সমালোচনা করেছেন হরভজন, ‘আমাদের সময়ে যে কোনো বিষয়ে পূর্ব অনুমতির জন্য বিসিসিআইকে লিখতে হতো। সুতরাং অনুমোদনের দরকার হলে বিসিসিআইকে মেইল করলেই তো হয়। কেন প্রধান কোচকে এ সবের মধ্যে ঢুকতে হবে। তার কাজ হচ্ছে মাঠে কাজ করা, টেকনিক্যাল দিক দেখা। প্রশাসনিক ব্যাপার বিসিসিআইয়ের ওপর ছেড়ে দেওয়া উচিত।’

সাংসদকে বিয়ের প্রস্তাব রিংকু সিংয়ের!

আপনজন ডেস্ক: এ মুহূর্তে ভারতীয় ক্রিকেটে আলোচনার কেন্দ্রে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির দল। তবে এর মধ্যেই আলোচনায় রিংকু সিংয়ের বিয়ে। না, বিয়ে করে ফেলেননি। তবে ২৭ বছর বয়সী এই ব্যাটসম্যান বিয়ে করতে চলেছেন। আলোচনার কারণ বিয়ের পাত্রী। রিংকুর বিয়ে ঘিরে যাঁর নাম শোনা যাচ্ছে, তিনি ভারতের লোকসভার সংসদ সদস্য সমাজবাদী দলের প্রিয়া সরোজ। গুঞ্জন উঠেছে, রিংকু-প্রিয়ার বিয়ে নাকি এরই মধ্যে হয়ে গেছে। এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেকে রিংকুকে শুভেচ্ছা ও শুভকামনাও জানিয়েছেন। তবে বিপত্তি বাঁধিয়েছেন পাত্রীর বাবা। তিনি জানালেন, বিয়ে হয়নি! তবে প্রিয়ার বাবা তুফানি সরোজ রিংকুর সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ের বিষয়টি উড়িয়েও দেননি। এনডিটিভির খবরে বলা হয়, তুফানি জানিয়েছেন, দুই পরিবারের মধ্যে বিয়ে নিয়ে কথা চলছে, তবে বাগ্‌দান হয়নি। তুফানি নিজেও একজন রাজনীতিবিদ। উত্তর প্রদেশের কেরাকাটের এমএলএ তিনি। ভারতের একটি সংবাদমাধ্যমে তিনি বলেছেন এভাবে, ‘প্রিয়া এই মুহূর্তে কাজের জন্য থিরুভানান্তপুরামে আছে। রিংকু সিং ও প্রিয়ার বাগ্‌দানের খবর মিথ্যা। দুই পরিবারের মধ্যে কথা চলছে, কিছুই ঠিক হয়নি।’ বিয়ের প্রস্তাবটা নাকি এসেছে রিংকুর পরিবারের কাছ থেকেই। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবর, রিংকুর পরিবারের দিক থেকে প্রস্তাব গেছে প্রিয়ার বোনের স্বামীর কাছে। প্রিয়ার দুলাভাই আলীগড়ের প্রধান জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট। যদিও এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি প্রিয়া বা রিংকু। প্রিয়ার বাড়ি উত্তর প্রদেশের বারানসিতে, রিংকুর আলীগড়ে। রিংকু জাতীয় দলে নিয়মিত না হলেও ভারতীয় ক্রিকেটের একজন উঠতি তারকা। আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের সঙ্গে আছে বড় অঙ্কের চুক্তি। ২৬ বছর বয়সী প্রিয়াও রাজনীতিতে এরই মধ্যে সফল। এ বছর লোকসভা নির্বাচনে মছলিশহরে বিজেপির প্রার্থী ভোলানাথ সরোজকে হারান ৩৫ হাজার ভোটে। তিনি বর্তমানে লোকসভার দ্বিতীয় সর্বকনিষ্ঠ সংসদ। প্রিয়ার বাবা তুফানি এর আগে তিনবার লোকসভার সংসদ সদস্য ছিলেন। বর্তমানে উত্তর প্রদেশ বিধানসভার এমএলএ। অবশ্য রাজনৈতিক পরিবারের মেয়ে হলেও রাজনীতি প্রিয়ার প্রথম পছন্দ ছিল না। স্বপ্ন ছিল বিচারক হবেন।

‘রাজা’র বিদায়ে ইউনাইটেডে শোকের আঁধার

আপনজন ডেস্ক: ১৯৫৫ সালের শুরুর দিকের কথা। হাডার্সফিল্ড রেলস্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে ১৫ বছর বয়সী এক কিশোর। রোগাপাতলা গড়নের চশমা পরা সেই কিশোর প্রথম দেখায় চোখে পড়ার মতো নয়। এমন কোনো মুখও নয়, যাকে একাধিকবার দেখার পরও মনে কারও মনে থাকবে। বাতাসে মিলিয়ে যাওয়ার মতো গড়নের ছেলেটিকে ফুটবলার হিসেবে কল্পনা করা তো আরও কঠিন।
সেই কিশোরকে স্বাগত জানাতে স্টেশনে যাওয়া হাডার্সফিল্ড টাউন ক্লাবের কর্মকর্তাদের মনেও ছিল বিস্ময় ও প্রশ্ন। বিস্ময় আড়াল না করেই একজন জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুমি কি ল?’ আরেকজন অবিশ্বাস নিয়েই বললেন, ‘সত্যিই?’
ডেনিস লকে প্রথমবার দেখে এমন বিস্ময় পরবর্তী সময়ে অনেকেরই জেগেছে। তবে কারণটা বদলে গেছে। একসময় যাঁরা তাঁর গড়ন দেখে বিস্মিত হতো, পরে সেই একই মানুষদের বিস্ময়ের কারণ ছিল লর খেলা। ছিপছিপে গড়নের সেই কিশোরটিই যে একসময় হয়ে ওঠেন সর্বকালের সেরাদের একজন। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে যিনি পরিচিত ‘দ্য কিং’ নামে। আধুনিক ফুটবলের দর্শক-সমর্থকদের কাছে ডেনিস ল অবশ্য খুব পরিচিত নাম নয়। অন্য অনেক কিছুর মতো ইতিহাসের ধুলার আস্তরণ আড়াল করে রেখেছিল তাঁকেও। কিন্তু ইতিহাসের সেই ধুলো পরিষ্কার করে মণিমুক্তোর খোঁজ চলছে গত কাল রাতে ৮৪ বছর বয়সে ল প্রয়াত হওয়ার পর। এর আগে ২০২১ সালে চিকিৎসকেরা তাঁর আলঝেইমার এবং ভাস্কুলার ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার খবর নিশ্চিত করেছিল।
লর মৃত্যুর খবর জানিয়ে এক বিবৃতিতে তাঁর মেয়েসন্তানদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ‘ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমরা জানাচ্ছি যে আমাদের বাবা ডেনিস ল সবাইকে ছেড়ে গেছেন। কঠিন লড়াইয়ের পর অবশেষে এখন তিনি শান্তিতে শায়িত আছেন।’ তাঁর বিদায়ে শোক প্রকাশ করেছে ইউনাইটেডসহ অনেকেই। ওল্ড ট্রাফোর্ডের ক্লাবটি লিখেছে, ‘স্ট্রিটফোর্ড এন্ডের রাজার মৃত্যুতে আমরা শোকাহত।’
‘ইউনাইটেডের রাজা’ অভিধাও অবশ্য ডেনিস লর কীর্তির পুরোটা বোঝাতে যথেষ্ট নয়। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করতে দ্বারস্থ হওয়া যাক আরও কজন কিংবদন্তির, যাঁরা তাঁকে দেখেছিলেন কাছ থেকে। তাঁকে নিয়ে ফুটবলের রাজা পেলে বলেছিলেন, ‘সে সময় তিনিই (ডেনিস ল) একমাত্র ব্রিটিশ ফুটবলার, যিনি ব্রাজিল দলে খেলার যোগ্য ছিলেন।’

ইসলামিক আদর্শে আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
আপনার সন্তানকে আধুনিক শিক্ষার সমাজের যোগ্য ও আদর্শ মানুষ রূপে গড়ে তোলার একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
মদিনা মিশন
মদিনা নগর চৌহাটি মুসলিমপাড়া রোড, পোঃ- চৌহাটি, থানা- সোনারপুর
কোলকাতা- ৭০০১৪৯
Mob.: 9830401057
Govt. Regd No.- 1033/00241
Email: madinamission949@gmail.com
২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি চলছে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি
সীমিত সংখ্যক আসনে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণিতে স্পট টেস্টের মাধ্যমে ভর্তি চলছে।
ঃঃঃ আমাদের পরিষেবা ঃঃঃ
● তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের এবং পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণির পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদের সিলেবাস অনুসারে পড়ানো হয়।
হোস্টেলের সুব্যবস্থা আছে। আবাসিক ছাত্রদের দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা মণিটরিং করানো হয়।
● আরবি বিভাগ-
আবাসিক ছাত্রদের ১০-১২ বছরের ছাত্রদের হাফেজী এবং মাওলানা কাফিয়া পর্যন্ত শিক্ষার পাশাপাশি জেনারেল শিক্ষা প্রদান করা হয়।
● গরিব এতিম ছাত্রদের বিনামূল্যে রাখা হয়। এতিম শিশুদের আধুনিক ও দ্বিনি শিক্ষার অতুলনীয় আশ্রয়কেন্দ্র। যার নাম মদিনা মিশন।
সভাপতি- মুফতি লিয়াকাত সাহেব
সহ-সভাপতি- ইনতাজ আলি শাহ (প্রাক্তন বিচারপতি)
হাজি ইউসুফ মোল্লা, মাস্টার আবুল্লাহ সর্দার, মাস্টার আব্দুল বাসার
সম্পাদক- ইমাম হোসেন সেখ
সহ-সম্পাদক- আব্দুর রহমান, সৈয়দ রহমাতুল্লাহ
প্রধান শিক্ষিকা- সাবিনা সেখ
পথ নির্দেশ- শিয়ালদহ ক্যানিং, লক্ষীকান্তপুর, ডায়মণ্ডহারবার ট্রেনে করিয়া মল্লিকপুর স্টেশন হইতে টোটো কিংবা রিক্সা করে মদিনা মিশন দঃ চৌহাটি হাঁটাপথ ২০মিনিট।

আল মোস্তফা মিশন গার্লস হাই স্কুলে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

এহসানুল হক ● মাটিয়া

আপনজন: বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো বসিরহাট দুই নম্বর ব্লকের অন্তর্গত ঘোড়ারস এলাকায় আল মোস্তফা মিশন গার্লস হাই স্কুলে। শনিবার সকাল ১০ টা থেকে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় সূচনা লগ্নে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক শিক্ষক আসাদুর রহমান, প্রধান শিক্ষক লিয়াকত আলী। তারা প্রথমে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন তারপর প্রতিষ্ঠান পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে এই অনুষ্ঠান শুরু করেন। এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রায় ২৬ টি ইভেন্ট ছিল। বিভিন্ন ছাত্রীরা বিভিন্ন ইভেন্টে তারা অংশগ্রহণ করেন। এই বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং তৃণমূল সাংগঠনিক চেয়ারম্যান সরোজ ব্যানার্জি, বসিরহাট দু নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সৌমেন মন্ডল, মাটিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক মলয় মন্ডল, প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী সদস্য সাম্বেল হোসেন, ঘোড়ারাস কুলীনগ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান সাহিরুন নার্গিস সহ উপস্থিত ছিলেন একাধিক বিশিষ্টজনেরা। এদিন বিশিষ্ট সমাজসেবী সরোজ ব্যানার্জি বলেন,ক্রীড়া বা খেলাধূলা শিক্ষার অঙ্গ। শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, জয়-পরাজয়ে সহজভাবে গ্রহণ করা প্রভৃতি গুণ ক্রীড়ার মাধ্যমে অতি সহজে অর্জিত হয়। আর এ’গুণগুলো জীবনপথে চলার জন্য খুবই অপরিহার্য। তাই বিভিন্ন বিদ্যালয় সহ মিশনে বছরের প্রথমেই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন মিশনের সম্পাদক শিক্ষক আসাদুর রহমান বলেন, বর্তমানকালে ছোট-বড় সব বিদ্যালয়েই ক্রীড়ার ব্যবস্থা রয়েছে। সাপ্তাহিক শিক্ষণ তালিকার মধ্যে ক্রীড়ার একটি স্থান আছে। অর্থাৎ, সারা বছর ছাত্র-ছাত্রীর বিদ্যাচর্চার সাথে সাথে কোন না কোন ধরনের খেলাধূলার চর্চা করে থাকে। আর এ চর্চারই মূল্যায়ন হয় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায়।
এদিন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সৌমেন মন্ডল জানান, পড়াশুনার সাথে সাথে খেলাটা খুবই জরুরী, খেলাধুলা না করলে বাচ্চাদের মন ফ্রি হয় না, তাই পড়াশুনার পাশাপাশি খেলাধুলাও দরকার।

খাতড়া মহকুমা প্রশাসনের সৌজন্যে মুকুটমনিপুর মেলা উপলক্ষ্যে শনিবাসরীয় সকালে জলাধারের স্বচ্ছ নীল জলে অনুষ্ঠিত হলো ‘নৌকা বাইচ প্রতিযোগীতা’।

আয়মা পাহাড়পুর মাদ্রাসার ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

সেখ আব্দুল আজিম ● হুগলি

আপনজন: ১৫ এবং ১৬ই জানুয়ারি দুদিন ব্যাপী ক্রীড়া উৎসবে মেতে উঠল আয়মা পাহাড়পুর আজাদ হিন্দ ক্লাবের নিজস্ব মাঠে। জামিয়া মিসবাহুল উলুম মাদ্রাসার পরিচালনায় এবং বায়তুল ইকরা লাইব্রেরির সহযোগিতায় দুই দিনের ক্রীড়া উৎসব সমাপ্ত হলো আনন্দের মধ্যে দিয়ে। দুইদিনব্যাপী ক্রীড়া উৎসব শুরু হয় সকাল ন’টা নাগাদ সমাপ্ত হয় রাত্রি রাত্রি ৯ ঘটিকায়। জামিয়া মিসবাহুল উলুম মাদ্রাসার ডাইরেক্টর কাজী মইদুল ইসলাম ওরফে রমজান এবং ভারপ্রাপ্ত অ্যাডমিনিস্ট্রেটর জনাব খাইরুল বাসার সাহেব বার্ষিক অনুষ্ঠানে শেষে সাংবাদিকদের জানালেন দুই দিনের ক্রীড়া উৎসবে উক্ত মাদ্রাসার ছাত্রদের বিভিন্ন প্রতিযোগিতা হয় প্রথম দিন।

দ্বিতীয় দিন নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে সমাপ্তি হয়। প্রসঙ্গত দুই দিনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় আজাদ হিন্দ ক্লাবের নিজস্ব মাঠে অসংখ্য ক্রীড়া প্রেমীদের ভিড় সামলাতে হিমশিম খেতে হয় উক্ত মাদ্রাসার শিক্ষক এবং ছাত্র এবং যারা উক্ত উক্ত মাদ্রাসার সাথে অতপ্রত ভাবি জড়িত।
উক্ত ক্রীড়া দুই দিনব্যাপী ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ডাইরেক্টর জনাব মইদুল ইসলাম প্রতিযোগিতা ছেলেমেয়েদের দুই দিনব্যাপী বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানের প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় জয়ীদের দামী দামী ডিনার সেট দামি কম্বল ইত্যাদি প্রদান করা হয়। নিজের ছেলেমেয়েদের হাতে উক্ত জামিয়া মিসবাহুল উলুম প্রতিষ্ঠানের ডাইরেক্টর জনাব জনাব সেখ মইদুল সাহেব। সুচারুভাবে দুজনের অনুষ্ঠানে পরিচালনা করেন উক্ত সংস্থার শিক্ষকগন।

মগরাহাট এংলো ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউশনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

আব্দুস সামাদ মন্ডল ● মগরাহাট

আপনজন: আজ শনিবার মগরাহাট এংলো ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউশনের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো স্কুল মাঠে। মোট চারদিনের আজ শেষদিন মোট ১২ টি ইভেন্টে প্রায় হাজার খানেক ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভাপতি মোঃ বাচ্চু শেখ মহাশয়। তিনি খেলাধুলার উপাকারিতা নিয়ে বক্তব্য রাখেন। উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক শিক্ষিকাগন। উক্ত স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষক অরিন্দম মিদ্যে মহাশয় তার বক্তব্যে ছাত্র-ছাত্রীদের খেলাধুলার উপকারিতা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন, এবং প্রত্যেক বিজয়ী প্রতিযোগিদের পুরষ্কারে পুরস্কৃত করা হয়।

ADMISSION OPEN 2025
নাবাবীয়া মিশন
(শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজ কল্যাণ সংস্থা)
ভর্তি চলিতেছে
প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক
একাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান ও কলা বিভাগে ভর্তির ফর্ম দেওয়া চলছে
WBCS ও মেডিকেল কোচিং এর জন্য যোগাযোগ করুন
বালক ও বালিকা আলাদা ক্যাম্পাস
ফর্ম প্রাপ্তিস্থানঃ নাবাবীয়া মিশন
www.nababiamission.org
Cont : 9732381000
9732086786

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**